

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या

182J

Class No.

C

पुस्तक संख्या

868.4

Book No.

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dtc/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG

निर्देश भाषांतर धर्मग्रंथ तुलना, ...	कागज	१०
अनुवाद, ...	कागज	१०
पुस्तक शिखर, ...	कागज	१०
पुस्तक, ...	कागज	१०
य, ...	कागज	१०
उद्घाटी, ...	कागज	१०
येव माहात्म्य, ...	कागज	१०
महात्म्य, ...	कागज	१०
परमेश्वर, ...	कागज	१०
श्रीमान, ...	कागज	१०
मिউटेन, ...	कागज	१०
महात्म्य, ...	कागज	१०
मार्टिन, ...	कागज	१०
अनुवाद, ...	कागज	१०
येशु ख्रीस्तेर जीवनचरित, ...	कागज	१०
हृदयदर्पण, ...	कागज	१०
अनुवाद, ...	कागज	१०
कुलमणि ও করুণা, ...	कागज	१०
এ, ...	কাপড়	১০
সুসমাচার প্রচারকের সহচর, ...	কাপড়	১০
প্রাচীন কাহিনী, ...	কাগজ	১০
সুবোধ সংস্কৃত শ্লোক (ডাঃ মারে মিচেলকৃত)	কাগজ	১০
প্রার্থনাদর্শ, ...	কাপড়	১০

১০ ডিসেম্বর, ১৮৬৮।

ধর্মপুস্তকের ইতিহাস ।

BIBLE STORIES,

TRANSLATED FROM THE GERMAN

OF

THE REV. DR. C. G. BARTH.

BY

MRS. HÆBERLIN.

WITH ILLUSTRATIONS.

2nd ed.

CALCUTTA :

PRINTED BY C. B. LEWIS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS; FOR
THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1868.

নির্ঘণ্টা

	পৃষ্ঠা
১। জগতের সৃষ্টি	১
২। প্রথম পাপ	৩
৩। ভ্রাতৃহত্যা	৬
৪। জলপ্লাবন	৮
৫। বাবিলের উচ্চগৃহ	১১
৬। ইব্রাহীমের বিবরণ	১২
৭। ইব্রাহীমের বিশ্বাস	১৪
৮। সিদোম ও অমোরার বিষয়	১৭
৯। ইস্মায়েলের বিষয়	১৮
১০। ইসহাকের বিষয়	২০
১১। সারার মৃত্যু	২২
১২। ইসহাকের বিবাহ	২৩
১৩। যাকুব ও এমোর বিবরণ	২৬
১৪। যাকুবের যাত্রার বিষয়	২৯
১৫। যুষফের বিষয়	৩৪
১৬। যুষফের মিসর দেশে অবস্থিতি	৩৬
১৭। মিসর দেশে যুষফের ভ্রাতাদের আগমনের বিষয়	৪২
১৮। যুষফের ভ্রাতাদের দ্বিতীয় যাত্রা	৪৫
১৯। যাকুবের মিসর দেশে গমনের বৃত্তান্ত	৫০
২০। জায়ুবের বিবরণ	৫৩
২১। মুসার বিবরণ	৫৫
২২। মুসার ফিরৌণের সম্মুখবর্তী হওন	৫৮
২৩। মিসর দেশহইতে প্রস্থান	৬৫
২৪। প্রান্তরে ইস্মায়েল লোকদের অবস্থিতি	৬৮
২৫। ব্যবস্থা দেওনের বিষয়	৭০
২৬। দশ আজ্ঞা ভিন্ন অন্য ২ রাজনীত্যাতির বিষয়	৭৪
২৭। লোভকবরের বিষয়	৭৬

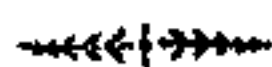
২৮। চব লোকের বিষয়	..	..	.	..	..	..	৭
২৯। লোকদের বিসম্বাদ	..	..	..	..	..	..	৮
৩০। বিলিয়মের বৃত্তান্ত	..	..	..	..	..	..	৯
৩১। যুসার মৃত্যুর বিষয়	..	...	.	..	.	..	১০
৩২। যিহোশুয়ের বিষয়	..	..	..	..	..	..	১১
৩৩। বিচারকর্তাদের বিষয়	..	..	..	..	..	..	১২
৩৪। রুতের বিবরণ	..	..	.	..	..	..	১৩
৩৫। এলির ও শিমুয়েলের বিষয়	..	..	..	..	..	..	১৪
৩৬। শিমুয়েল ও শৌলের বিষয়	..	..	..	..	..	..	১৫
৩৭। মেঘরক্ষক দাবুদেব বিষয়	..	..	..	..	..	..	১৬
৩৮। দাবুদের তাড়নার বিষয়	..	..	..	..	..	..	১৭
৩৯। শৌলের মৃত্যু	..	..	..	..	..	..	১৮
৪০। দাবুদের রাজত্ব	..	..	..	..	..	..	১৯
৪১। দাবুদের পুত্র অবশালোমের বৃত্তান্ত	..	..	..	..	..	..	২০
৪২। ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে মড়কের প্রাদুর্ভাব	..	..	..	..	..	..	২১
৪৩। সুলেমান রাজার বিষয়	..	..	..	..	..	..	২২
৪৪। ইস্রায়েল রাজ্যের বিভাগের বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৩
৪৫। এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৪
৪৬। ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৫
৪৭। অশুর দেশে ইস্রায়েল লোকদিগের প্রবাসাবস্থার বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৬
৪৮। যুনস নায়ে ভবিষ্যদ্বক্তার বিবরণ	..	..	..	..	..	..	২৭
৪৯। যিহুদার শেষ রাজাদিগের বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৮
৫০। অন্য ২ ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়	..	..	..	..	..	..	২৯
৫১। দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়	..	..	..	..	..	..	৩০
৫২। যিরূশালম পুনর্বার নির্মাণ করণ	..	..	..	..	..	..	৩১

নির্ঘণ্ট ।

	পৃষ্ঠা
১। মিথরিয়ের এবং গরিয়মের নিকট গাবিযেল দূত প্রেরণ	১৬২
২। যীশুর জন্মের বিবরণ	১৬৬
৩। জ্যোতির্বেত্তাদের বিষয়	১৬৮
৪। যীশুর বাল্যকালের বিষয়	১৭১
৫। যীশুর বাপ্তিস্মের বিষয়	১৭৩
৬। শিষ্যদিগের আশ্রয় এবং যীশুর প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের বিষয়	১৭৫
৭। শোমিরোণীয়া স্ত্রীর বিষয়	১৭৯
৮। পিতরের মৎস্য ধরনের বিষয়	১৮২
৯। যীশুর উপদেশের আরম্ভ	১৮৪
১০। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়	১৮৭
১১। যীশুর অবিরত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়	১৯১
১২। পাঁচ সহস্র লোককে আহার দেওন	১৯৩
১৩। পাপিনীর এবং কিনানীয়া স্ত্রীর বিষয়	১৯৬
১৪। যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যুর বিষয়	১৯৮
১৫। যীশুর দৃষ্টান্তকথার বিষয়	১৯৯
১৬। স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে অন্য ২ দৃষ্টান্ত	২০২
১৭। অন্যান্য দৃষ্টান্ত	২০৫
১৮। ধনবান্ মানুষ ও লাজারের বিষয়	২০৮
১৯। যীশুর শিষ্যগণকে গৃহ্য করণ ও কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করণের বিষয়	২০৯
২০। নয়ালু শোমিরোণীয় লোকের এবং নির্দয় দাসের বিষয়	২১২
২১। অনুনয় বিনয়ের বিষয়ে উপদেশ কথা	২১৫
২২। যীশুর মূর্ত্যস্তর হওনের বিষয়	২১৭
২৩। বৈথনিয়া নগরস্থ বন্ধু বান্ধবের সহিত যীশুর সাক্ষাৎ করণ	২১৮
২৪। যিরুশালয় নগরে যীশুর প্রবেশের বিষয়	২২৪
২৫। শেষকালের বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যদ্বাক্য	২২৬
২৬। যীশুর অন্য ২ ভবিষ্যদ্বাক্য কথনের বিষয়	২২৯

	পৃষ্ঠা
২৭। যীশুর শিষ্যদিগের চরণ ধৌত করণ	২৩৩
২৮। প্রভুর ভোজ স্থাপন	২৩৫
২৯। গেৎশিমানী বাগানে যীশুর গমন	২৩৭
৩০। যীশুকে ধরণ ও পিতরের তাঁহাকে অস্বীকার করণ	২৩৯
৩১। মহাযাজক কিয়ফার সম্মুখে যীশুর উপস্থিত হওন	২৪২
৩২। পীলাতের ও হেরোদের সম্মুখে যীশুর আনীত হও- নের বিষয় .. .	২৪৪
৩৩। যীশুকে বধ করিতে আজ্ঞা দেওনের বিষয়	২৪৭
৩৪। যীশুর ক্রুশে হত হওনের বিষয়	২৪৯
৩৫। যীশুর কবর দেওনের বিষয়	২৫২
৩৬। যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়	২৫৪
৩৭। ইম্মায়ু নগরে গমন করণের বিষয়	২৫৭
৩৮। থোমাকে এবং অন্য শিষ্যদিগকে যীশুর দর্শন দেওন	২৬০
৩৯। যীশুর স্বর্গারোহণের বিষয়	২৬৩
৪০। পবিত্র আত্মার আবির্ভাবের বিষয়	২৬৫
৪১। অননিয় ও সফীরার বিষয়	২৬৮
৪২। স্ত্রিফানের মৃত্যুর বিষয়	২৬৯
৪৩। কুশদেশীয় কৃতনপুংসকের বিবরণ	২৭২
৪৪। শৌলের মনঃপরিবর্তনের বিষয়	২৭৪
৪৫। কর্ণেলিয় সেনাপতির বিষয়	২৭৬
৪৬। পিতরের কারাগারহইতে মুক্ত হওন	২৮০
৪৭। পৌলের লুড্রা নগরে যাওনের বিষয়	২৮২
৪৮। লুদিয়ার ও কারারক্ষকের বিষয়	২৮৪
৪৯। পৌলের আথীনী নগরে যাওনের বিষয়	২৮৭
৫০। পৌলের কৈসারিয়া নগরে বন্দী হওন	২৮৯
৫১। পৌলের রোম নগরে গমনের বিষয়	২৯২
৫২। অনেক স্থানে শিষ্যগণদ্বারা সুসমাচার প্রচার কর- ণের বিষয়	২৯৪

ধর্মপুস্তকের ইতিহাস।



১। জগতের সৃষ্টি।

আদিতে পরমেশ্বর আপন বাক্যদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোন বস্তু ছিল না। কেবল ঈশ্বর অনাদি, আর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল বস্তু একেবারে সৃষ্টি না করিয়া ক্রমে ২ করিলেন। কেননা প্রথমাবধি তিনি সকল বস্তুকে উত্তম রূপে ধারামত স্থাপিত করিলেন। ঈশ্বর ছয় দিবসে কি প্রকারে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে অবধান কর। ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। পরে ঈশ্বর দীপ্তিকে অন্ধকারহইতে পৃথক্ করিলেন; এই মতে প্রথম দিবস হইল। দ্বিতীয় দিবসে ঈশ্বর আকাশকে সৃষ্টি করিলেন; অর্থাৎ শূন্যের উপরিস্থিত ও নীচস্থিত যে জল, তাহা পৃথক্ করিয়া শূন্যের নাম আকাশ রাখিলেন। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর পৃথিবীর উপরিস্থ যে জল এবং ভূমি, তাহা পৃথক্ করিয়া ঘাস ও শস্য ও ফলবান বৃক্ষকে

ভূমিতে উৎপন্ন করিলেন। চতুর্থ দিবসে ঈশ্বর আকাশস্থিত আলোককে সৃজিলেন, বিশেষতঃ দিবসে কর্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে মহাজ্যোতি, আর রাত্রির নিমিত্তে ক্ষুদ্র জ্যোতি এবং তারাগণকে সংস্থাপিত করিলেন। পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর জলচর মৎস্য ও খেচর পক্ষি সকল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, তোমরা বহুপ্রজা হইয়া আপনাদের বৃদ্ধি কর। ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর সকল প্রকার পশুকে উৎপন্ন করিলেন। তখন ঈশ্বর কহিলেন, আইস আমরা মনুষ্যদিগকে আপন মাদৃশ্যে সৃষ্টি করি। তাহারা মৎস্য ও পক্ষী ও পশু ও সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করিবে। এই রূপে ঈশ্বর আপনার মদৃশ মনুষ্যকে অর্থাৎ প্ত্রী ও পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন; এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর, এবং তাহার শাসন কর। এই রূপে ষষ্ঠ দিবস হইল। পরে ঈশ্বর আপন রক্ত সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে সকল অতি উত্তম দেখিলেন। সপ্তম দিবসে ঈশ্বর কি করিলেন, তাহা বলি শুন। তিনি আমাদের বিশ্রামের নিমিত্তে তাহাকে বিশ্রামবার করিয়া স্থাপন করিলেন। যেহেতুক ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ পূর্বক পবিত্র করিলেন।

২। প্রথম পাপ।

প্রথমে মনুষ্যের বাসস্থান এক সুন্দর বাগান ছিল। পরমেশ্বর আপনি সেই বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সকল জাতীয় রক্ষ ও তৃণ এবং সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ফল উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আর বাগানের মধ্যস্থলে জ্ঞানদায়ি ফলজনক ও অমৃত ফলজনক, এই দুই বিশেষ রক্ষ ছিল। ঈশ্বর জ্ঞানদায়ক রক্ষের ফল খাইতে মনুষ্যকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত রক্ষেরই ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক রক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ মরিবা। কিন্তু সকল জন্তুর মধ্যে সর্প অতি খল হওয়াতে নারীকে কহিল, ওগো, পরমেশ্বর উদ্যানের সমস্ত রক্ষের ফল ভোগ করিতে তোমাদিগকে না কি নিষেধ করিয়াছেন? ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে উত্তর করিল, আমরা উদ্যানের তাবৎ রক্ষের ফল খাইতে পারি, কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থিত ফলের বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা খাইবা না, স্পর্শও করিবা না; করিলে মরিবা। তাহাতে সর্প নারীকে কহিল, তোমরা কোন ক্রমে মরিবা না, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তোমরা যে দিনে তাহা খাইবা, সেই দিনেই তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, ও তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ বোধ পাইবা।

পরে নারী সেই বৃক্ষকে সুভোগ্য ও সুদৃশ্য এবং জ্ঞান প্রাপণার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া আইল; এবং নিজ স্বামিকে দিলে সেও খাইল। তাহাতে তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন হওয়াতে আপনাদের উলঙ্ঘতা বোধ পাইয়া তাহারা বট পত্র সিদ্ধাইয়া আপনাদের জন্য ঘাঘরা করিল।

পরে দিবাবসান সময়ে আদম ও তাহার স্ত্রী উদ্যানের মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরের আগমনের শব্দ পাইয়া তাঁহার সম্মুখস্থিতে ঐ উদ্যানের বৃক্ষের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তাহাতে সে কহিল, উদ্যানের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া আপন উলঙ্ঘতা প্রযুক্ত ভয়ে লুকাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্ঘ, কে তোমার এমন বোধ জন্মাইল? যে বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার ফল কি তুমি খাইয়াছ? তাহাতে আদম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম। তখন প্রভু পরমেশ্বর সেই নারীকে কহিলেন, এ কি করিয়াছ? তাহাতে সে নারী কহিল, সর্পেরই প্রবঞ্চনাতে আমি খাইয়াছি।

তখন প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, যেহেতুক তুমি ইহা করিয়াছ, সেই হেতুক আমি

ও বন্য পশু সকলের অপেক্ষায় অধিক শাপগ্রস্ত
হইয়া বক্ষঃস্থলেতে গমন করিবা, ও যাবজ্জীবন
ধূলি ভোজন করিবা। আর আমি তোমাতে ও স্ত্রীতে
এবং তোমার বংশেতে ও স্ত্রীর বংশেতে পরস্পর
বৈরিভাব জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে,
এবং তুমি তাহার গুড়মুড়ায় দংশন করিবা।

পরে ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, আমি তোমার
প্রসব বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তাহাতে ক্লে-
শেতে অপত্য প্রসব করিবা, এবং স্বামির অধীনা
হইবা, ও সে তোমার উপরে প্রভুত্ব করিবে। পরে
ঈশ্বর আদমকেও কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল খাইতে
তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, স্ত্রীর কথা শুনিয়া
তাহা খাইয়াছ, এই হেতুক তোমার দোষে ভূমি
অভিশপ্তা হইল, তাহাতে যাবজ্জীবন ক্লেশ পা-
ইয়া তদুৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিবা। আর ঐ
ভূমিতে শেয়ালকাঁটা প্রভৃতি নানা কণ্টক বৃক্ষ
জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিবা।
যে মৃত্তিকাহইতে জন্মিয়াছ, সেই মৃত্তিকাতে লীন
না হওন পর্য্যন্ত ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবা।
তুমি মৃত্তিকাই আছ, পুনশ্চ মৃত্তিকাতেই লীন
হইবা। এই কাপে ঈশ্বর মনুষ্যকে দূর করিয়া
দিলেন, ও অমৃত বৃক্ষের পথ রোধ করিতে এদন
উদ্যানের পূর্ব দিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খজা-
ধারি স্বর্গীয় দূতগণকে স্থাপন করিলেন।

৩। আত্মহত্যা।

আদমের দুই সন্তান, প্রথমের নাম কাইন, দ্বিতীয়ের নাম হাবিল ছিল। কাইন কৃষিকর্ম ও হাবিল পশুপালন করিত। এক দিবস ঐ দুই ভ্রাতা প্রভুর নিকটে নৈবেদ্য আনিয়া উৎসর্গ করিল। কাইন ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল, আর হাবিল পালের প্রথম জাত পশু উৎসর্গ করিল। কিন্তু প্রভু কাইনকে ও তাহার নৈবেদ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হাবিলের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার নৈবেদ্য গ্রাহ্য



করিলেন। কেননা অন্তর্যামি প্রভু হাবিলের বশ্বাসে ও সদ্ভাবে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু কাইনের মন্দ ভাবে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে কাইন ক্রুদ্ধ হইয়া অধোমুখে থাকিল। তখন প্রভু কাইনকে কহি-

লেন, তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তোমার মুখ বা কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? তুমি যদি সংকল্প কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা না? আর তুমি যদি সংক্রিয়া না কর, তবে পাপের প্রতিকল কি তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না? অনন্তর তাহার এক দিন ক্ষেত্রেতে একত্র হইলে কাইন আপন ভ্রাতাকে ধরিয়া বধ করিল। পরে প্রভু কাইনকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না, আমি কি ভ্রাতার রক্ষক? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। অতএব যে ভূমি তোমার হস্তদ্বারা হত ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত হইলা। তুমি সেই ভূমিতে কৃষিকর্ম করিলে ক্ষয় উপন্ন হইবে না। আর তুমি পৃথিবীর উপর অস্থির ও ভ্রমণশীল হইবা। তখন কাইন প্রভুকে কহিল, এই দণ্ড আমার অসহ্য; যেহেতুক কোন লোক আমাকে পাইলেই বধ করিবে। কিন্তু প্রভু কহিলেন, তাহা হইবে না। পরে যেন কেহ তাহাকে বধ না করে, এই জন্যে তাহার উপর এক চিহ্ন রাখিলেন। তখন কাইন আপন স্ত্রী ও শিশুগণের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া নোদ নামক দেশে গিয়া বাস করিল। পরে সেখানে এক নগর পত্তন করিয়া

আপন পুত্রের নামানুসারে সেই নগরের নাম হনোক রাখিল। এই ঘটনার সময়ে আদমের বয়স এক শত ত্রিশ বৎসর ছিল। পরে তাহার স্ত্রী হবা আর এক পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেথ, অর্থাৎ প্রতিনিধি রাখিল।

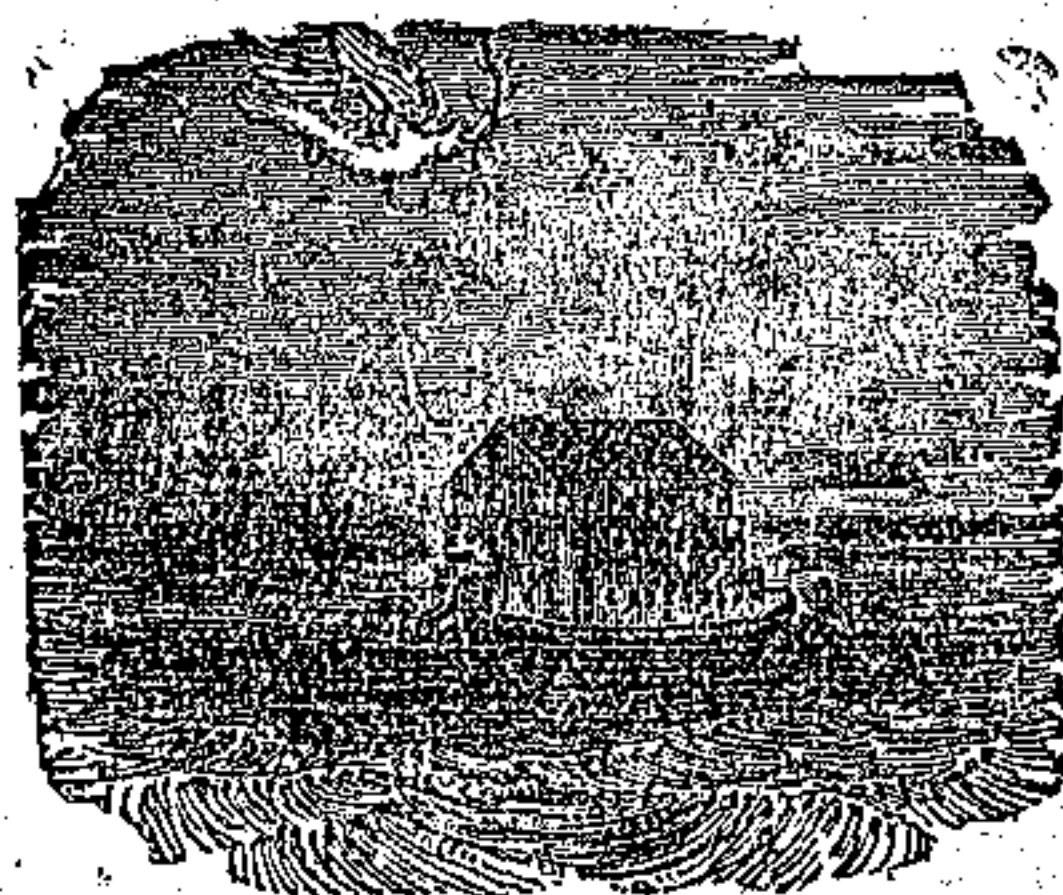
— —

৪। জলপ্লাবন ।

পূর্বকার মনুষ্যেরা অতি বলবান হওয়াতে তাহাদের অতিশয় দীর্ঘ পরমায়ু ছিল। কলতঃ বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যদের যে বয়স, তখন তাহার দশগুণ বয়স ছিল। আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে সে মরিল। সে আপন পুত্র শেথের বংশোৎপন্ন নয় পুরুষ এবং কাইনের দশ পুরুষ পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। সেই সময়ের লোক সকল নয় শত বৎসরের অধিক বাঁচিত। নোহের নয় শত পঞ্চাশ বৎসর, আর মিথুশেলহের নয় শত ঊনসত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল। তৎকালে মনুষ্যদের বাহুল্য হওয়াতে দোরাঅ্য ও দুষ্টাচার বৃদ্ধি হইল। ঈশ্বর তাহা দেখিয়া কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের সঙ্গে সর্বদা থাকিবে না। তাহারা মাংস মাত্র; এই কারণে এক শত বিশ বৎসর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিব, পরে আমার কৃত মনুষ্যদিগকে ভূমিহইতে বিনষ্ট করিব। কিন্তু নোহ

ধার্মিক ও যাতার্থিক হওয়াতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-
পাত্র হইল। এবং ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি
গোফর কাণ্ডারা তিন শত হাত দীর্ঘ ও পঞ্চাশ
হাত প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত উচ্চ তেতালা এক জা-
হাজ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কুঠরী কর। কেননা
দেখ, আমি পৃথিবীতে জলপ্লাবন করিব। কিন্তু
তুমি আপন স্ত্রীকে ও পুত্রাদিকে ও পুত্রবধূ-
দিকে এবং সর্বপ্রকার জীব জন্তু সঙ্গে লইয়া
জাহাজে প্রবেশ করিবা। সকলের আহ্বারার্থে
উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয়
কর। নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে, অর্থাৎ আদ-
মের মৃত্যুর সাত শত ছাব্বিশ বৎসর পরে জল-
প্লাবন হইল। তখন মহা সমুদ্রের সমস্ত উনুই
ভাঙ্গিয়া গেল, এবং আকাশস্থ জলধর মুক্ত হও-
য়াতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দিবারাত্রি পৃথিবীতে
মুষলধারে বৃষ্টি হইল। তখন পৃথিবীতে ক্রমশঃ
জল প্রবল হইয়া অতিশয় বাড়িলে জাহাজ ভা-
সিল। এবং জল পৃথিবীতে এমনি বাড়িল যে ভূম-
গুলস্থ তাবৎ উচ্চতর পর্বতের উপরে পোনের হাত
জল হইল। এবং পৃথিবীতে জল প্রবল হইয়া এক
শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত থাকিল। নোহ দ্বিতীয়
মাসের দশম দিনে জাহাজে প্রবেশ করিল। সপ্ত-
দশ দিনে মহা সমুদ্রের উনুই ভাঙ্গিয়া গেল। আর
দশম মাসের প্রথম দিনে সকল পর্বতের শৃঙ্গ

দেখা গেল, এব° চল্লিশ দিন পরে নোহ জাহাজের
গবাক্ষ দ্বার খুলিয়া এক দাঁড় কাককে উড়াইয়া
দিল। কিন্তু পৃথিবীর জল শুষ্ক না হওন পর্য্যন্ত সে
ইতস্ততো গতায়াত করিল। পরে নোহ জলের হ্রাস
বুঝিবার কারণ এক কপোতকে উড়াইয়া দিল।
কিন্তু সে জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল।
সাত দিন পরে নোহ আর এক কপোতকে উড়া-
ইয়া দিল। সে চঞ্চতে জিত বৃক্ষের পাতা ছিঁ-



ড়িয়া লইয়া ফিরিয়া আইল। অন্য সপ্তাহের
পরে নোহ আর এক কপোতকে উড়াইয়া দিল;
সে ফিরিয়া আইল না। পরে প্রথম মাসের প্রথম
দিনে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া শুষ্ক ভূমি
দেখিতে পাইল। আর দ্বিতীয় মাসের সপ্তবিংশতি
দিনে সে জাহাজ ত্যাগ করিল। তখন নোহ
বাহির হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি
নির্মাণ ও আহুতি প্রদান করিয়া ঈশ্বরের প্রতি

আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তখন পরমেশ্বর কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্যে পৃথিবীকে আর অভিষাগ দিব না। যদিপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যদের স্বভাব দুষ্ট, তথাপি যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত বুনা কাটার সময় এবং শীত গ্রীষ্ম কাল আর দিবারাত্রিও থাকিবে। ইশ্বর নোহকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার সহিত ঐ নিয়ম স্থির করিলেন। এবং সেই নিয়মের চিহ্নরূপে মেঘের মধ্যে মাত প্রকার বর্ণযুক্ত মনোহর মেঘধনুক স্থাপিত করিলেন, এবং কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের সহিত স্থাপিত যে নিয়মের লক্ষণ, সে এই জানিবা।

৫। বাবিলের উচ্চগৃহ।

জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিল। এই রূপ বহুকালজীবী লোকদের মধ্যে সে শেষ মনুষ্য ছিল। শাম নামে তাহার পুত্র জলপ্লাবনের পরে পাঁচ শত বৎসর বাঁচিয়া পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করিল। নোহের পৌত্র অফক্সদ কেবল চারি শত আটত্রিশ বৎসর, এবং অফক্সদের পুত্র চারি শত তেত্রিশ বৎসর, এবং তাহার পৌত্র চারি শত চৌষাট্টি বৎসর বাঁচিল। তদনন্তর মনুষ্যদের সামর্থ্য এমনি ন্যূন হইল, যে কেহ দই শত পঞ্চাশ বৎসর

পর্যন্ত বাঁচিল না। শাম আপন পুত্র পৌত্রাদির দশ পুরুষ পর্যন্ত দেখিল। সেই কালাবধি লোকদিগের শাসনার্থে রাজারা উঠিল। নিমরোদ নামে হামের পৌত্র প্রথম উপদ্রবকারি শাসনকর্ত্তা হইয়া বাবিলে আপন রাজ্য স্থাপন করিল।

তৎকালে তাবৎ লোকের ভাষা এক প্রকার ছিল। অপর তাহারা ফরাৎ নদীর নিকটে এক প্রান্তরে বসতি করিয়া কহিল, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এখানে এক নগর করি, এবং সেই নগরের মধ্যে গগনস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নির্মাণ করি; তাহাতে আমাদের সুখ্যাতি হইবে, আর আমরা তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্ন ভিন্ন হইব না। কিন্তু পরমেশ্বর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আইস আমরা পৃথিবীতে গিয়া তাহাদের ভাষাভেদ জন্মাই, তাহারা যেন পরস্পর আপনাদের ভাষা বুঝিতে না পারে। এই কাপে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীর দিগ্দিগন্তরে বিক্ষিপ্ত করিলে তাহাদের নগর গঠন নিরন্তি হইল।

৬। ইব্রামের বিবরণ।

নোহের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে ইব্রামের জন্ম হইল। মনুষ্যেরা সেই সময়ে নানা দেশে ব্যাপ্ত ও দেবপূজক ছিল। পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, “তুমি আপন দেশ ও জাতি কুটুম্ব

ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া যে দেশ আমি তোমাকে দেখাইব, সেই দেশে যাও; আমি তোমাহইতে বিস্তর লোক উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিব, ও তোমার নাম বিখ্যাত করিব; এবং তুমি মঙ্গলদাতা হইবা। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিব; এবং যাহারা তোমাকে অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিব। এবং তোমাতেই পৃথিবীর তাবৎ লোক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।” পরে ইব্রাম যখন আপন দেশহইতে গমন করিল, তখন তাহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর ছিল। আর তাহার ভ্রাতৃপুত্র লোট তাহার সঙ্গে গেল।

কিছু কাল পরে চরাণা মাঠের বিষয়ে ইব্রামের ও লোটের পশুপালকদের পারস্পর বিরোধ হইল; কেননা তাহাদের পাল অতি বড় ছিল, এবং তাহারা সেই দেশে একত্র বাস করিলে পশুর প্রতিপালন হইতে পারে না। অতএব ইব্রাম লোটকে কহিল, “আমি বিনয় করিতেছি, তুমি আমার জ্ঞাতি; তোমাতে ও আমাতে কিম্বা তোমার পশুপালকে ও আমার পশুপালকে বিবাদ না হউক; সমস্ত দেশ কি তোমার সম্মুখে নাই? এই কারণ তোমাকে বিনতি করি, তুমি আমাহইতে পৃথক্ হও। তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; কিম্বা তুমি দক্ষিণ দিগে যাও, আমি বাম দিগে যাই।” তাহাতে লোট

সিদ্দীমের সুন্দর সমভূমিকে মনোনীত করিল। তাহার মধ্যে সিদোম ও অমোরা নগর স্থাপিত ছিল। কিন্তু ইব্রাম কিনান দেশে বাস করিল।

৭। ইব্রাহীমের বিশ্বাস।

ইহার পরে পরমেশ্বর ইব্রামকে আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, হে ইব্রাম, ভীত হইও না, আমি তোমার ঢালস্বরূপ হইয়া অতিশয় পুরস্কার করিব। কিন্তু ইব্রাম নিঃসন্তান থাকাতে খিদ্যমান ছিল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে তাহা গণিয়া বল। তোমার বংশও তদ্রূপ অগণিত হইবে। তাহাতে ইব্রাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে পরমেশ্বর তাহার বিশ্বাসকে পুণ্য জ্ঞান করিলেন। অপর ইব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাকে প্রত্যক্ষ মানিয়া ধর্মাচরণ করিয়া সিদ্ধ হও। আমি তোমার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তোমার সহিত আমার এই নিয়ম স্থির করিলাম। তোমার নাম ইব্রাম আর থাকিবে না, কিন্তু ইব্রাহীম হইবে, যেহেতুক আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপুরুষ করিয়াছি। পরে ঈশ্বর আপনার সেই নিয়মের এক চিহ্নার্থে ত্বক্ছেদ স্থাপিত করিলেন।

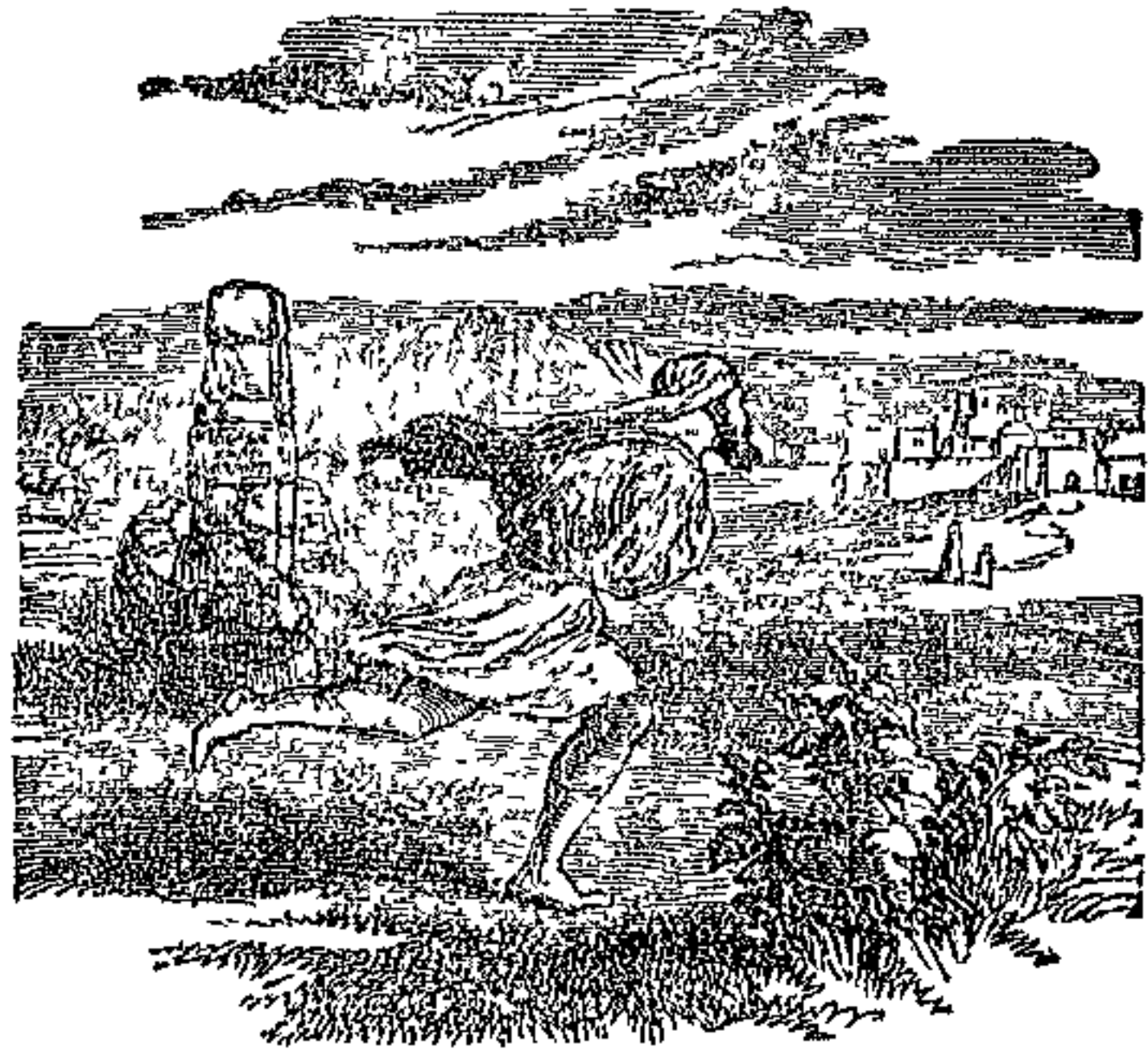
আর এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে ইব্রাহীম মন্দির নামক প্রান্তরে নিজ তাম্বুগৃহদ্বারে বসিয়াছিল। তখন পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিলেন। ইব্রাহীম আপন চক্ষু উঠাইয়া তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহাদের নিকটে গিয়া প্রণিপাত পূর্বক কহিল, হে প্রভো, নিবেদন করি, যদি আমার প্রতি রূপা করিয়াছেন, তবে এই ভৃত্যের স্থানহইতে প্রস্থান না করুন। আমি কিছু জল আনিয়া দি, আপনারা পাদপ্রক্ষালন পূর্বক এই রক্তের তলে বিশ্রাম করুন। তখন ইব্রাহীম আপন গৃহে দৌড়িয়া গিয়া সারাকে শীঘ্র ময়দা ঠামিয়া কটী গড়িতে কহিল, পরে আপনি পালের উৎকৃষ্ট কোমল বৎস লইয়া শীঘ্র রাখিল। পরে ইব্রাহীম নবনীত ও দুগ্ধ লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে রাখিলে তাঁহারা আহার করিলেন। তখন প্রভু কহিলেন, আমি আগামি বৎসরের এই সময়ে পুনশ্চ আসিব, তখন সারার এক পুত্র হইবে। এই কথা শুনিয়া সারা তাম্বুর দ্বারের দিগে পশ্চাৎ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, সারা কেন হাসিল? পরমেশ্বরের অসাধ্য কি কোন কর্ম আছে? তখন সারা ভয়ে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি হাসি নাই। কিন্তু তিনি কহিলেন, তুমি অবশ্যই হাসিয়াছ। পরে তাঁহারা উঠিয়া সিদোমের দিগে প্রস্থান করিলেন, এবং ইব্রাহীম তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন প্রভু কহিলেন, আমি

যাহা করিতে উদ্যত, তাহা কি ইব্রাহীমের স্থানে লুকাইব? আমি জানি, ইব্রাহীম আপন ভাবি-সন্তানদিগকে ও গোষ্ঠীদিগকে যথার্থ ধর্মোতে এবং পরমেশ্বরের পথে চলিতে আজ্ঞা দিবে; তাহাতে ইব্রাহীমের বিষয়ে পরমেশ্বরের উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইবে। পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, আমি সিদোমের লোকদিগকে তাহাদের পাপের দণ্ড দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ইব্রাহীম তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া কহিল, সেই নগরের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্মিক লোক থাকিলে তাহাদিগকেও কি বিনষ্ট করিবেন? পাপিদের সহিত ধার্মিকদিগকেও কি বিনষ্ট করিবেন? তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, আমি যদিও সিদোম নগরে পঞ্চাশ জন ধার্মিক দেখি, তবে তাহাদেরই কারণ সমস্ত নগরকে রক্ষা করিব। ইব্রাহীম পুনশ্চ কহিল, যদিও পঞ্চাশ জন ধার্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হয়, তবে তাহার নিমিত্তে কি সমুদয় নগর নষ্ট করিবেন? এইরূপে সে তাহাদের রক্ষার্থে বার ২ প্রার্থনা করিল। শেষ বারে সে দশ জনের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কহিলেন, দশ জন পাইলে আমি তাহা নষ্ট করিব না। তখন পরমেশ্বর প্রস্থান করিলে ইব্রাহীম স্বস্থানে গেল।

৮। সিদোম ও অমোরার বিষয়।

সেই দুই দূত সন্ধ্যাকালে সিদোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন লোট্‌ সিদোম নগরের দ্বারে বসিয়া থাকিতে তাঁহাদিগকে সামান্য ব্যক্তি বোধ করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণ পূর্বক কহিল, তোমরা অদ্য আমার এখানে রাত্রি বাস কর। দূতেরা তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সিদোম ও অমোরার লোক সমস্ত রাত্রি লোট্‌ ও তাহার পরিবারের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতে চেষ্টাশ্রিত হওয়াতে দূত তাহাদিগকে অন্ধ করিলেন, তাহাতে তাহারা লোট্‌র গৃহের দ্বার খুঁজিয়া পাইল না। পরে দূতেরা লোট্‌কে কহিলেন, এখানে তোমার আর কেহ যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে এই স্থান-হইতে লইয়া যাও, কেননা আমরা এই নগরকে নষ্ট করিব। অনন্তর লোট্‌ আপন জামাতাদিগকে এই কথা কহিলে তাহারা উপহাস করিল। পরদিন প্রাতে দূতেরা লোট্‌কে বাহির হইতে অরা করিলেন। আর লোট্‌র বিলম্ব হইলে তাঁহারা তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হাত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। পরে কহিলেন, তোমরা আপন ২ প্রাণ রক্ষার্থে পলাও; পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিও না; এবং এই প্রদেশের মধ্যেও থাকিও না। অনন্তর লোট্‌র সোয়ার নগরে প্রবেশ কালীন সূর্য্যোদয়

হইল। তখন পরমেশ্বর সিদোম ও অমোরার উপর আকাশহইতে গন্ধকাগ্নি বৃষ্টি করিয়া সেই সকল নগর ও চতুর্দিকস্থ প্রদেশ বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে সেখানে লবণসমুদ্র হইল। পরমেশ্বর মন্দ কর্মের যে শাস্তি দেন, তাহার প্রমাণ এই দেখ। কেননা এখন পর্য্যন্ত সেই দেশ লবণসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আছে।



৯। ইস্‌মায়্যেলের বিষয়।

ইব্রাহীমের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাজিরাতে ইস্‌মায়্যেল নামে এক পুত্র জন্মিল। আর তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে পরমেশ্বর সারার প্রতি অনুগ্রহ করাতে সেও এক পুত্র প্রসব করিল, এবং তাহার নাম ইস্‌হাক রাখিল। কিন্তু ইস্‌মায়্যেল নিন্দক হওয়াতে সারা ইব্রাহীমকে কহিল, এই দাসীকে ও

ইহার পুত্রকে দূর কর। এই কথাতে ইব্রাহীমকে দুঃখিত দেখিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি সেই দাসীর ও তাহার বালকের বিষয়ে মনোদুঃখা হইও না; মারা যে কথা বলিয়াছে, তাহা মানিও; কেননা ইস্হাকহইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে। এবং এই দাসীর পুত্রহইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব; কেননা সেও তোমার বংশ। পরদিন ইব্রাহীম হাজিরাকে কিছু ঝুটি ও একটা জলপাত্র দিয়া তাহার পুত্রের সহিত তাহাকে বিদায় করিল। কিন্তু হাজিরা প্রস্থান করিয়া প্রান্তরের মধ্যে পথ ভুলিয়া গেল, আর জলপাত্রের জল অকুলান হইল। তাহাতে হাজিরা জলাশয় দেখিতে না পাওয়াতে আপন পুত্রকে এক বৃক্ষের তলে রাখিয়া তাহার ঘৃত্য দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়া দূরে গিয়া বসিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ বালকের রব শুনিয়া আপন দূতদ্বারা আকাশহইতে হাজিরাকে কহিয়া পাঠাইলেন, হে হাজিরা, তোমার কি হইয়াছে? তুমি ভয় করিও না। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করাতে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গিয়া জল আনিয়া বালককে পান করাইল। পরে ঈশ্বর ইম্মায়েলের প্রতি অনুগ্রহ করাতে সে নিপুণ ধনুর্দ্ধার হইল। সেই ইম্মায়েল দ্বাদশ রাজার পিতা। এই বর্তমান কালের আরব লোকেরা ঐ দ্বাদশ রাজার বংশজাত।

১০। ইস্হাকের বিষয়।

এ ঘটনার পরে পরমেশ্বর ইব্রাহীমের পরীক্ষার্থে তাহাকে কহিলেন, তোমার প্রিয় পুত্র ইস্হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও; সেখানে তুমি যে পর্বত দেখিতে পাইবা, তথায় তোমার পুত্র ইস্হাককে বলিদান করিয়া হোম কর। তাহাতে ইব্রাহীম প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ গর্দভের উপর চাপাইয়া দুই দাস ও ইস্হাক পুত্রকে সঙ্গে লইল। তৃতীয় দিবসে ইব্রাহীম দূরহইতে সেই পর্বত দেখিয়া দাসদ্বিগকে গর্দভ লইয়া এ স্থানে থাকিতে কহিল। এবং ইস্হাকের উপরে যজ্ঞকাষ্ঠ চাপাইয়া নিজে অগ্নি ও খড়্গ লইয়া চলিল।



তাহাতে ইস্হাক কহিল, হে পিতঃ, এই দেখ অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের কারণ মেঘ কোথায়? ইব্রাহীম উত্তর করিল, হে পুত্র, ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেঘ যোগাইবেন। পরে তাহারা আর

কোন কথা না কহিয়া চলিল। এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ইব্রাহীম যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া ইসহাক পুত্রকে বন্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল, এবং পুত্রচ্ছেদনার্থে হাত বাড়াইয়া খড়্গ লইতেছিল, এমন সময়ে ঈশ্বরের দূত আকাশহইতে তাহাকে বলিলেন, হে ইব্রাহীম ২, তুমি ঐ বালকের প্রতিকূলে হাত উঠাইয়া হিংসা করিও না। ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে, ইহা আমি এখন জানিলাম। কেননা তুমি আপনার নিজ পুত্রকে আমার নিমিত্তে বলি দিতে অসম্মত হইলা না। পরে ইব্রাহীম পশ্চাদিগে দৃষ্টি করিয়া ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেঘকে দেখিয়া তাহাকে লইয়া স্বপুত্রের পরিবর্তে হোম করিল। কিন্তু পরমেশ্বরের দূত পুনরায় আকাশহইতে ইব্রাহীমকে কহিলেন, আমাকে আপন পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া বলিতেছি, “আমি তোমাকে বিলক্ষণ আশীর্বাদ করিব, আকাশের তারা ও সমুদ্রের বালুকায় তোমার বংশের অতিশয় বৃদ্ধি করিব। এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্য তোমার বংশদ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবেক, কেননা তুমি আমার আজ্ঞা মানিয়াছ।”

১১। সারার মৃত্যু।

ইব্রাহীমের এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স হইলে সারা হিব্রোণ নগরে মরিল। ইব্রাহীম সে সময়ে কিনান দেশে যাঈট বৎসর বাস করিয়াছিল, তথাপি এক হাত ভূমিও অধিকার করে নাই। তাহার পশুগণ পতিত ভূমিতে চরিত, ও সে কিনানীয় লোকদের মধ্যে অতিথিস্বরূপ হইয়া বাস করিত। অপর আপন মৃত স্ত্রীকে নিজ অধিকারে কবর দিবার কারণ ক্ষেত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। এই



বিষয়ে হিত্তীয় এফুগ নামক রাজার সহিত
কথোপকথন করিয়া তাহার নিকটে এক ক্ষেত্র
ক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে হিত্তীয়দের
রাজা তাহাকে ঐ ভূমি দান করিতে চাহিল। কিন্তু
ইব্রাহীম হিত্তীয়দের রাজাকে চারি শত রৌপ্য
মুদ্রা তোল করিয়া দিল। তদনন্তর ইব্রাহীম হিব্রো-
ণের নিকটস্থ মন্দির সম্মুখবর্ত্তি মক্কেলা স্থানের
গুহাতে আপন ভার্য্যা সারাকে কবর দিল।

১২। ইস্হাকের বিবাহ।

পরে ইব্রাহীম বহুবয়স্ক হইলে আপন বৃদ্ধ দাস
ইলীয়েষরকে অরাম-নহরয়িম দেশ অর্থাৎ আপন
জন্মদেশহইতে ইস্হাকের কারণ কন্যা আনিতে
আজ্ঞা দিল। যে কন্যাকে ঈশ্বর ইস্হাকের জন্যে
নির্ধাণিত করিয়াছেন, তাহাকে আনিবার নিমিত্তে
ঐ দাস দশটা উষ্ট্র ও নানা সম্পত্তি লইয়া গেল।
এবং সন্ধ্যাকালে নাহোর নগরে উপস্থিত হইয়া
নগরের বাহিরে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বান্ধিয়া
রাখিল। আর প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর,
আমার প্রভু ইব্রাহীমের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
যে কন্যাকে তুমি আমার প্রভু ইস্হাকের নিমিত্তে
নির্ধাণিত করিয়াছ, তাহাকে আমাকে দেখাও;
নগরের কন্যারা জল তুলিতে আইলে আমি
তাহাদের মধ্যে কোন জনকে বলিব, তুমি কলস



নামাইয়া আমাকে জল পান করাও ; তাহাতে সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব, তবে আমি জানিব, যে তুমি সেই কন্যাকে তোমার দাস ইসহাকের জন্যে নিরূপিত করিয়াছ। কিঞ্চিৎ কাল পরে বিথুয়েলের কন্যা রিবকা কূপের নিকটে আসিয়া কলসে জল ভরিলে সেই দাস তাহাকে বলিল, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাও ; তাহাতে রিবকা তাহাকে কহিল, হে মহাশয়, পান কর, আর আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব। ইহা কহিয়া সে তাহাকে পান করাইল ; পরে আর বার গিয়া কূপহইতে জল তুলিয়া সকল উষ্ট্রকেও দিল। এই সকল দেখিয়া সেই দাস চমৎকৃত হইল। এবং সোণার এক নখ ও সোণার দুই বালা লইয়া কন্যাকে দিয়া বলিল, তুমি কাহার কন্যা? সে উত্তর করিল, নাহোরের

পুত্র যে বিথূয়েল আমি তাহার কন্যা। তখন সেই দাস মাথা নোঁয়াইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, পরমেশ্বর ধন্য; কেননা তিনি আমার প্রভুর প্রতি অনুগ্রহ ও সত্যচরণ করিতে নিরন্তর হন না। পরমেশ্বর আমার যাত্রা সফল করিয়া আমাকে আমার প্রভুর জ্ঞাতির ঘরে আনিয়াছেন। অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের লোকদিগকে এই কথা জানাইল; তাহাতে তাহার ভাই বাহিরে গিয়া এই দাসকে আনিয়া অতিথি সেবা করিল। পরে সে দাস আপন যাত্রার তাবৎ রত্তান্ত বলিয়া শেষে জিজ্ঞাসিল, রিবকা নামে এই কন্যাকে আমার প্রভুর পুত্রকে দিবা কি না? তাহা আমাকে বল। তাহাতে কন্যার পিতা ও ভাই বলিল, পরমেশ্বরহইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। পরে সে দাস নাহোরের গৃহে রাত্রি বাস করিল। পর দিনে সে কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিলম্ব করাইও না। তাহারা রিবকাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি এই মনুষ্যের সহিত যাইবা? তাহাতে সে বলিল, যাইব। তখন তাহারা তাহাকে এই আশীর্বাদ করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, তুমি সহস্র ২ লোকের জননী হও। পরে রিবকা প্রশ্রয় করিল, আর ইসহাকের ভার্য্যা হইল; তাহাতে ইসহাক মাতৃমরণ শোকে সাত্বনাযুক্ত হইল।

১৩। যাকুব ও এসৌর বিবরণ।

ইস্হাক চল্লিশ বৎসর বয়সে রিবকাকে বিবাহ করিলে যাইট বৎসর বয়সে তাহার যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই দুই ভ্রাতার আকার ভিন্ন ২ ছিল। প্রথমজাত এসৌর আকার নির্দয় ব্যক্তির ন্যায়, আর তাহার ভ্রাতা যাকুব মৃদুস্বভাব ছিল। এসৌ যুগয়াতে নিপুণ ও বনচারী; কিন্তু যাকুব আপন পিতৃলোকদের মত তাবুতে থাকিয়া পশু-পালক হইল। ইস্হাক যুগমাংস অতি সুস্বাদু বোধ করাতে যুগয়াসক্ত এসৌকে ভাল বাসিত, এবং রিবকা যাকুবকে ভাল বাসিত। কোন দিন যাকুব ব্যঞ্জন পাক করিতেছিল, এমন সময়ে এসৌ বন-হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া যাকুবকে বলিল, আমাকে এই রাজ্য ব্যঞ্জন খাইতে দেও, আমি ক্লান্ত হইয়াছি; কিন্তু যাকুব তাহাকে এই কথা বলিল, আমার স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় কর। পরে এসৌ বলিল, দেখ, এখন তো আমি মরি, আমার জ্যেষ্ঠাধিকারে কি ফল? তাহাতে এসৌ যাকুবের স্থানে দিব্য করিয়া সেই জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিল। কিন্তু তাহার পুত্রেরা এই অনুচিত কর্ম করিয়াছে, ইহা ইস্হাক জানিতে পাইল না। ইহার পর ইস্হাক বৃদ্ধ হওয়াতে চক্ষুর অপ্রসন্নতা প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই মরিব, এমন

মনে ভাবিয়া এক দিন এসোকে ডাকিয়া কহিল, দেখ আমি এখন রুদ্ধ হইয়াছি, আমার মৃত্যু কখন হইবে, জানি না; অতএব তুমি ধনুর্বাণ লইয়া বনে যাও, আমার জন্যে মৃগমাংস আন, আর আমি যে কাপ ভাল বাসি, এমন সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আন; আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্বেই তোমাকে আশীর্বাদ করিব। পরে এসো বাহির হইল। কিন্তু রিবকা ঐ সকল কথা শুনিবামাত্র যাকুবকে জানাইল, এবং দুইটা ভাল ছাগলের বাচ্ছা আনিতে আজ্ঞা দিল। পরে ঐ ছাগল বাচ্ছাকে প্রস্তুত করিয়া আপন প্রিয় পুত্র যাকুবকে দিয়া পিতার আশীর্বাদ পাইবার নিমিত্তে ইশ্বাকের নিকট প্রেরণ করিল। পরে যাকুব ঐ ছাগের মাংস লইয়া ভিতরে গিয়া বলিল, হে আমার পিতঃ! ইশ্বাক উত্তর করিল, তুমি কে? যাকুব কহিল, আমি এসো, তোমার প্রথম-জাত পুত্র; তুমি উঠ, এবং বসিয়া মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্বাদ দেও। কিন্তু এসো লোমশ ও যাকুব নিলোম থাকাতে ইশ্বাক সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্যে তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু রিবকা যাকুবের হস্তে ও গলাতে ইত ছাগলের চর্ম পরাইয়া যাকুবের হস্তকে লোমশ করিয়াছিল। তাহাতে ইশ্বাক কহিল, এই স্বর যাকুবের বটে, কিন্তু হস্ত এসোর। এবং

পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার পুত্র এসো? যাকুব কহিল, আমি সেই । তখন ইস্হাক হাক ভোজন করিয়া যাকুবকে কহিল, হে পুত্র, নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর । এবং ইস্হাক যাকুবকে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাকে আকাশের শিশিরদ্বারা উর্বরা ভূমিতে উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারস এবং তৈলের প্রাচুর্য্য করিয়া দিউন । সকল লোক তোমার অধীন হউক, নানা জাতীয় লোক তোমাকে নমস্কার করুক ; আর যে তোমাকে শাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক, ও যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হউক ।

যাকুব বাহিরে গেলে কিছু কাল পরে এসো বন-হইতে আসিয়া আপন পিতার ভোজনীয় দ্রব্য আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, উঠ, আমার আনীত ভোজনীয় দ্রব্য খাও । তাহাতে ইস্হাক কম্পিত হইয়া বলিল, তুমি কে? যে ব্যক্তি যুগ্মমাংস আমার নিকটে আনিয়াছে, ও তোমার আগমনের পূর্বে তাহা খাইয়া যাহাকে আমি আশীর্বাদ করিলাম, সেই ব্যক্তি কোথায়? সে আশীর্বাদ প্রাপ্ত থাকিবে । তখন এসো অতিশয় বিলাপ করিয়া কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্বাদ কর । তাহাতে ইস্হাক বলিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য আশীর্বাদ লইয়াছে । পরে এসো অতিশয় ক্রন্দন করিল ; তাহাতে

তাহার পিতা ইম্হাক বলিল, যে দেশে উর্বরা ভূমি ও আকাশের শিশির নাই, তথায় তোমার বসতি হইবে; তুমি প্রান্তরেই প্রতিপালিত হইবা, এবং আপন ভাতার অধীন হইয়া থাকিবা। কিন্তু যখন তোমার প্রভুত্ব হইবে, তখন আপন ঘাড়-হইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা। প্রাচীন ইদোমীয় লোক ও আরবি লোক সেই এসোর বংশে উৎপন্ন। কিন্তু পিতাহইতে যাকুব যে আশীর্বাদ পাইল, তাহার জন্যে এসো তাহার প্রতি ঘেঁষ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কথা বলিল, আমার পিতৃমরণ সময়ে তো নিকটবর্তী হইয়াছে; তাহার পরে যাকুব ভাতাকে মারিয়া ফেলিব। এই কথা শুনিয়া রিবকা আপন ভাতা লাবনের নিকট যাইতে যাকুবকে পরামর্শ দিল। কিন্তু রিবকা ও যাকুবের প্রবঞ্চনা কর্মে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না। যাকুব আশীর্বাদ পাইল বটে, কিন্তু সে যে ছলনা করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাকে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। যাকুব আপন পলায়ন সময়ে ইহার অনুভব পাইল। এবং ঐ কুকর্মদ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হওনের অনেক ব্যাঘাত হইল।

১৪। যাকুবের যাত্রার বিষয়।

যাকুবের গৃহ ত্যাগ করণ সময়ে তাহার পিতা তাহাকে শত্রু রূপে আজ্ঞা দিয়া বলিল, তুমি

কিনান দেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না, কিন্তু অরাম নহরয়িমে যাইয়া তোমার মাতুল লাবনের এক কন্যাকে বিবাহ কর। পরে ইস্হাক তাহাকে আশীর্বাদ করিলে সে প্রস্থান করিল। আর পথে যাইতে ২ সূর্যাস্ত হইলে সে পথের পার্শ্বে কোন স্থানে শয়ন করিয়া এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিল। তাহার সম্মুখে এক মিঁড়ি ছিল, তাহার গোঁড়া ভূমিতে স্থাপিত, কিন্তু অগ্রভাগ গগনস্পর্শী, এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ যাতায়াত করিতেছে। এবং পরমেশ্বর মিঁড়ির উপরিভাগে প্রত্যক্ষ হইয়া যাকুবকে কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ঈশ্বর, তোমার বংশদ্বারা পৃথিবীর তাবৎ লোক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে, তুমি যে যে স্থানে যাইবা, আমি তথায় তোমার সঙ্গে থাকিব। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকুব বলিল, এই কেমন পুণ্য স্থান! এই স্থান পরমেশ্বরের গৃহ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। এবং সে এক প্রস্তর লইয়া এই বিষয়ের স্মরণার্থে চিহ্নের কারণ স্থাপিত করিয়া সেই স্থানের নাম বৈথেল অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘর রাখিল। পরে যাকুব যাইতে ২ হারণ দেশে লাবনের ঘরে পৌঁছিল। সেই লাবনের দুই কন্যা ছিল, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া, ও কনিষ্ঠার নাম রায়েল। ইব্রাহীমের সেবক ইলিয়েষর যেমন কুপের নিকটে রিবকাকে দেখিয়া-

ছিল, তদ্রূপ যাকুবও রাহেলের দর্শন পাইল। আর সে এই কন্যাকে প্রেম করিয়া তাহাকে পাইবার জন্যে সাত বৎসর লাবনের সেবা করিল। কিন্তু লাবন প্রতারণা করিয়া তাহাকে রাহেলের বিনিয়মে লেয়াকে দিয়া কহিল, তুমি আর সাত বৎসর আমার দাস্য কর্ম করিলে আমি রাহেলকেও তোমাকে দান করিব। পরে যাকুব আর সাত বৎসর দাস্য কর্ম করিয়া এই কন্যাকেও বিবাহ করিল। সেই দুই স্ত্রীহইতে যাকুবের দ্বাদশ পুত্র জন্মিল। তাহারাই ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। তাহাদের নাম এই ২, রাবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহুদা, দান, নফথালি, গাদ, আশের, ইষাখর, সিবুলুন, যুষফ, বিন্যামীন। যাকুব চৌদ্দ বৎসর লাবনের দাস্য কর্ম করিলে পর আর ছয় বৎসর তাহার নিকটে থাকিল। ঈশ্বর তাহাকে আশীর্বাদ করাতে তাহার বহু দাস দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দভ ও পশু ও মেঘ ইত্যাদি সম্পত্তি হইল। এই জন্যে লাবন যাকুবের প্রতি ঈর্ষ্যা করিল। পরে যাকুব তাহা দেখিয়া আপন দুই স্ত্রী ও সকল সম্পত্তি লইয়া গোপন রূপে পলাইল। তৃতীয় দিবসে লাবন এই সম্বাদ পাইয়া যাকুবের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সাত দিনের পরে তাহার লাগাইল পাইল। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে লাবনকে যাকুবের হিংসা করিতে

নিষেধ করিয়া বলিলেন, সাবধান হও, যাকুবকে ভাল বৈ মন্দ কিছু বলিও না। তখন লাবন গিলিয়দ পর্বতে যাকুবের সহিত নিয়ম করিয়া তাহাকে নির্বিরোধে বিদায় করিল।

পরে যাকুব আপন আগমনের সম্বাদ দিবার জন্য এসৌর নিকট দূত পাঠাইল। এসৌ ইহা শুনিয়া চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া যাকুবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাতে যাকুব অতি ভীত হইয়া আপন পালকে দুই দলে পৃথক করিয়া বলিল, এসৌ আসিয়া যদি এক দলকে নষ্ট করে, তবু অন্য দল বাঁচিতে পারিবে। পরে যাকুব প্রার্থনা করিল, “হে আমার পিতার ঈশ্বর, তুমি এই দাসের প্রতি যে দয়া এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিৎও যোগ্য পাত্র আমি নহি। কেননা আমি যষ্টি মাত্র লইয়া এই বর্দন নদী পার হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি দুই দলের কর্তা হইয়াছি। এই ক্ষণে আমার ভ্রাতা এসৌর হাতছইতে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমি কহিয়াছ, আমি অবশ্য তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিব।” পরে সে আপন ভ্রাতার উপঢৌকনের নিমিত্তে পালের মধ্যে অত্যন্ত পশু লইয়া এই কথা বলিয়া পাঠাইল, “যাকুব, আপন প্রভু এসৌর নিকটে এই ভেট পাঠাইতেছে।” তৎপরে যাকুব আপন স্ত্রী ও পুত্র এবং সকল পশুকে সঙ্গে

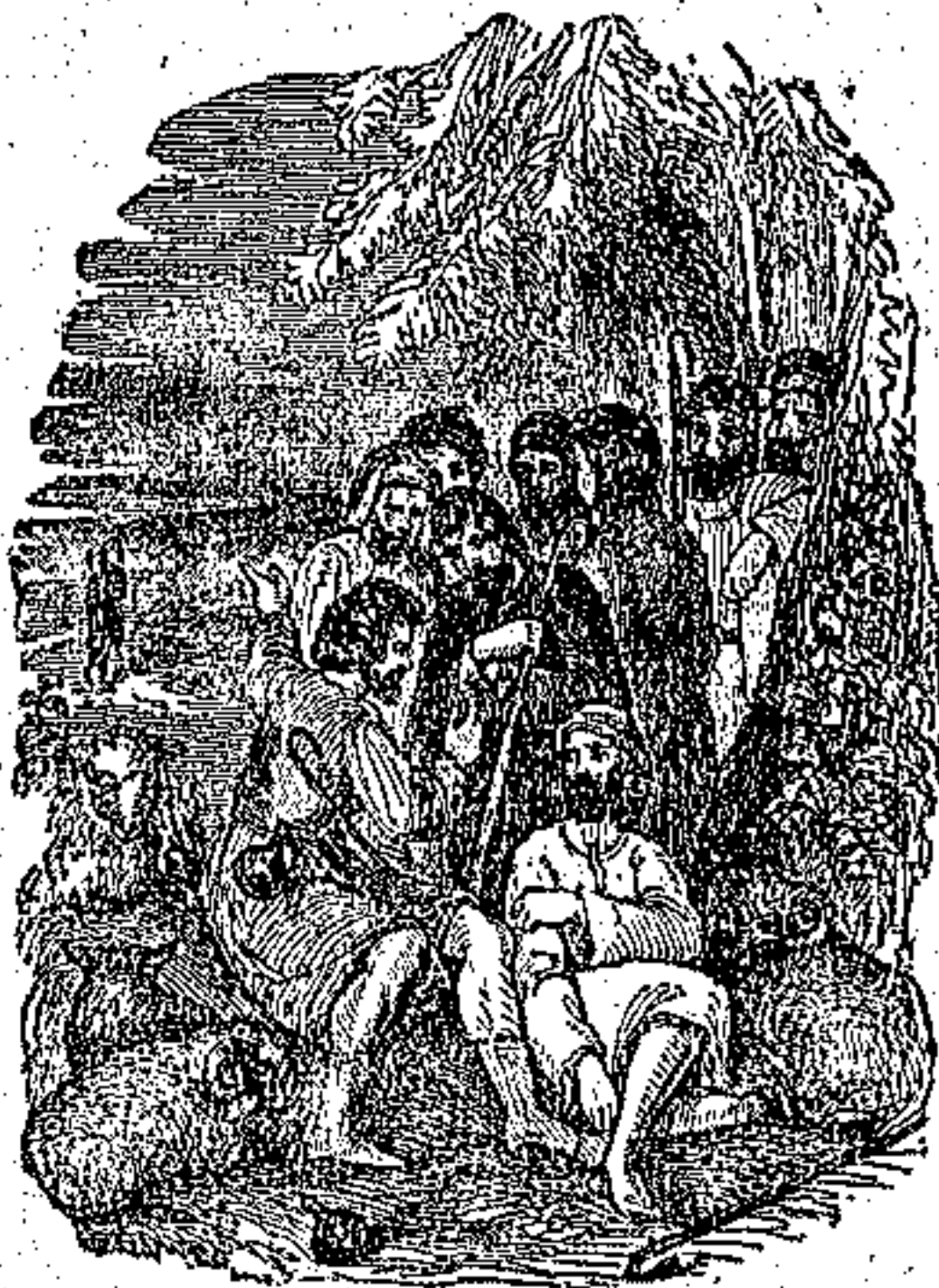
লইয়া যব্বাক নদী পার করিয়া দিয়া আপনি একাকী থাকিল। এবং এক জন তাহার সহিত প্রভাত কাল পর্য্যন্ত মল্লযুদ্ধ করিল। প্রভাত হইলে সেই পুরুষ যাকুবকে কহিল, আমাকে ছাড়; কেননা প্রভাত হইতেছে। তখন যাকুব কহিল, তুমি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে ছাড়িয়া দিব না। তৎপরে সে পুরুষ কহিল, “তোমার নাম কেবল যাকুব খ্যাত হইবে না, কিন্তু ইশ্রায়েল অর্থাৎ ঈশ্বরজয়ী হইবে। কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরকে জয় করিয়াছ, এবং মানুষকেও জয় করিবা।” পরে তিনি যাকুবকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যাকুব ঐ স্থানের নাম পিনুয়েল অর্থাৎ ঈশ্বরের মুখ রাখিল।

তখন যাকুব দূরহইতে আপন ভাতা এসৌকে আসিতে দেখিয়া অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কিন্তু এসৌ শীঘ্র আসিয়া যাকুবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন পূর্বক ক্রন্দন করিল। পরে যাকুবের স্ত্রীরা এবং পুত্রেরাও এসৌর সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। এসৌ যাকুবের ভেট গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে যাকুব অতি আগ্রহ পূর্বক তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে প্রার্থনা করিল। তাহাতে এসৌ তাহা গ্রহণ করিল। পরে এসৌ প্রস্থান করিল, এবং যাকুবও কিনান দেশে আপন পিতার নিকটে গেল।

১৫। যুষফের বিময়।

যাকুবের যে একাদশ পুত্র পদন-অরামে জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাহেলের গর্ভজাত যুষফ সকলের কনিষ্ঠ। আর বিন্যামীন নামে দ্বাদশ পুত্র পশ্চাৎ কিনান দেশে জন্মিয়াছিল। কিন্তু যাকুব যুষফকে অধিক প্রেম করিয়া সুন্দর বস্ত্র দিয়াছিল, এই জন্য তাহার ভাতারা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিত, ও হিংসা করিতে অভিলাষী হওয়াতে তাহার সহিত প্রণয়ের কোন কথাই কহিত না। সেই সময়ে যুষফ এই রূপ স্বপ্ন দেখিল, আপনি ও ভাতারা ক্ষেত্রেতে গিয়া আঁটি বান্ধিল, তাহাতে তাহার ভাতাদের আঁটি সকল তাহার আঁটিকে প্রণাম করিল। যুষফ আপন ভাতাদিগকে এই স্বপ্ন বলিলে তাহারা তাহার প্রতি আরও হিংসা করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে যুষফ তাহাদিগকে আর এক স্বপ্নের বিষয় কহিল, আমি সূর্য ও চন্দ্র আর একাদশ তারাকে আমার সম্মুখে প্রণাম করিতে দেখিলাম। এই কথা শুনিয়া তাহার পিতা তাহাকে ধমকাইয়া কহিল, “তোমার মাতা এবং ভাতারা আর আমি আনিয়া কি তোমার আরাধনা করিব?” কিন্তু যাকুব এই কথা মনে রাখিল। অল্প কাল পরে ঐ যুষফের ভাতারা পশুপাল চরাইতে অতি দূরে অর্থাৎ শিখিমে গেলে যাকুব তাহাদিগের কুশল জানিতে যুষফকে পাঠাইল। পরে যুষফ গিয়া দোথন

নগরের নিকটে তাহাদের দেখা পাইল। অনন্তর তাহারা যুষফকে দূরহইতে দেখিয়া কহিল, “এ



দেখা সেই স্বপ্নদর্শক আসিতেছে, আইস, আমরা তাহাকে বধ করি, তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, দেখা যাইবেক।” কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবেণ তাহাকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া কহিল, “রক্তপাত না করিয়া উহাকে গর্তমধ্যে ফেলিয়া দেও।” পরে তাহারা সেই ঋণ করিলে যিহূদা গিলিয়দহইতে এক দল ইস্রায়েলীয় লোককে মিসরের পথে যাইতে দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে কহিল, “আইস, আমরা ইস্রায়েলীয়দের নিকট ইহাকে বিক্রয় করি।” তখন তাহারা তাহাকে গর্তহইতে উঠাইয়া ঐ ইস্রায়েলীয়দের স্থানে বিংশতি রোপায়ুদা লইয়া

যুষফকে বিক্রয় করিল। অনন্তর তাহার। যুষফের নানা বর্ণের বস্ত্র লইয়া তাহাতে একটা ছাগ বাচ্চার রক্ত মাখাইয়া পিতার নিকটে পাঠাইয়া কহিল, আমরা এই বস্ত্র পাইয়াছি, এ তোমার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না? তখন যাকুব তাহা দেখিয়া চিনিয়া বলিল, এই আমার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে নষ্ট করিয়াছে; যুষফ অবশ্য খণ্ড ২ হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছে। পরে যাকুব অনেক দিন শোক করিল। তাহার পুত্রের। তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও সে প্রবোধ না মানিয়া বলিল, আমি অবশ্যই এই পুত্রশোকে মরিব।

১৬। যুষফের মিসর দেশে অবস্থিতি।

সেই ইস্রায়েলীয় লোকের। মিসর দেশে পৌছিয়া ফিরোণ রাজার পোটিফর নামক প্রধান কোটালের নিকটে দাস্য কর্মার্থে যুষফকে বিক্রয় করিল। কিন্তু ঈশ্বর যুষফের সঙ্গে থাকিয়া তাহার তাবৎ কর্মেই মঙ্গল করিলেন। পোটিফর তাহা দেখিয়া তাহাকে আপন সেবাতে নিযুক্ত করিল। তাহাতে যুষফ তাহার অনুগ্রহপাত্র হইয়া কিছু দিন সুখে কাল যাপন করিতেছিল। সেই পোটিফরের স্ত্রী অতি দুষ্টা, তজ্জন্য যুষফকে দুষ্ট কর্ম করাইতে চাহিল; কিন্তু যুষফ তাহাকে কহিল, আমি কি কাপে এমন দুষ্টাচরণ করিয়া ঈশ্বরের গোচরে

পাপ করিতে পারি? তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া পোটিফরের নিকটে যুষফের নামে সেই দুঃকর্মের বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ দিল। পোটিফর আপন স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিয়া যুষফের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল। কিন্তু ঈশ্বর কারাগারজনের অন্তঃকরণে এমনি প্রভুতি দিলেন, যে সে যুষফের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে কারাগারস্থিত তাবৎ লোকের কর্মনির্বাহক করিল। এই রূপ হওয়াতে যুষফ কারাগারে থাকিলেও তাহার প্রতি যে ঈশ্বরের রূপা আছে, ইহা জানিতে পারিল।

সেই কালে মিসরদেশীয় রাজার প্রধান পানপাত্রবাহক ও মোদক কারাগারে বদ্ধ হইলে যুষফ তাহাদেরও কর্মনির্বাহক হইল। এক দিন প্রাতঃকালে যুষফ কারাগারে আসিয়া সেই দুই জনকে অতি বিষন্ন দেখিল। পরে তাহারা যুষফকে বলিল, আমরা রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থ যে বলে এমন কেহ নাই। তখন যুষফ তাহাদিগকে বলিল, অর্থ কথনের শক্তি কি ঈশ্বর হইতে হয় না? তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বল। তখন প্রধান পানপাত্রবাহক কহিতে লাগিল, আমি স্বপ্নে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম, সেই দ্রাক্ষালতার তিনটি ডাল ছিল। পরে আমি সেই দ্রাক্ষালতাকে পল্লবিত ও পুষ্পিত এবং পক্ক ফলযুক্ত হইতে দেখিলাম; আর ফিরোণের পানপাত্র

আমার হস্তে থাকাতে সেই পাণ্ড্রে আমি দ্রাক্ষা-ফল নিষ্কড়াইয়া তাহা ফিরোণের হস্তে দিলাম। যুষফ উত্তর করিল, ইহার অর্থ এই, তিন ডা-লেতে তিন দিনকে বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফিরোণ তোমার বিষয় বিচার করিয়া তোমাকে তোমার পদে নিযুক্ত করিবে, তাহাতে তুমি পূর্বের ন্যায় পানপাত্রবাহক হইয়া পুনশ্চ ফিরোণের হস্তে পানপাত্র দিবা। কিন্তু যখন তোমার মজল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও; এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার বিষয় ফিরোণের গোচর করিয়া আমাকে এই কারাগার-হইতে মোচন করিও।

পরে প্রধান মোদক তাহার ভাল অর্থ শুনিয়া আত্মাদিত হইয়া যুষফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; যেন আমার মস্তকোপরি তিনটি চুপড়ী ছিল, তাহার উপরিস্থ চুপড়ীতে ফিরোণের ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্কান্ন ছিল। আর পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থিত চুপড়ী-হইতে তাহা লইয়া খাইল। তখন যুষফ কহিল, সেই তিন চুপড়ীতে তিন দিনকে বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফিরোণ তোমার বিষয় বিচার করিয়া তোমাকে মস্তকোপরি ফাঁসি দিবে, এবং পক্ষিগণ আসিয়া তোমার মাংস খাইবে।

অনন্তর তিন দিনের পরে ফিরোণের জন্মদিন

উপস্থিত হইলে সে ঐ দুই বন্দির বিষয় স্মরণ করিয়া প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার পদে নিযুক্ত করিল, কিন্তু যুষফের অর্থানুসারে প্রধান মোদককে ফাঁসি দিল। অপর যুষফের কথা প্রধান পানপাত্রবাহকের মনে না হওয়াতে যুষফ আর দুই বৎসর কারাগারে থাকিল। কিন্তু ঈশ্বর যুষফকে বিস্মৃত হইলেন না; উচিত সময়ের মধ্যে তাহাকে মুক্ত করিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে ফিরোণ এক স্বপ্ন দেখিল; কিন্তু তাহার অর্থ কেহ বলিতে পারিল না। তখন যুষফের কথা মনে হওয়াতে পানপাত্রবাহক রাজাকে কহিল, কারাগারে এক যুবলোক আছে, সে আমার ও মোদকের স্বপ্নের উপযুক্ত অর্থ কহিয়াছিল। ফিরোণ ইহা শুনিয়া যুষফকে লীয়ে আনিতে আজ্ঞা দিল। এবং যুষফ আইলে পর ফিরোণ তাহাকে বলিল, আমি যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেহ তাহার অর্থ বলিতে পারে না; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তুমি স্বপ্নের অর্থ বলিতে পার। যুষফ উত্তর করিল, তাহা আমাহইতে হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে তাহার ভাল উত্তর দিবেন। পরে রাজা বলিল, আমি স্বপ্নেতে মিসর দেশের নীল নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহাতে সাতটা ছোট পুষ্ট সুন্দর গোক নদীহইতে উঠিয়া মাঠে চরিতে লাগিল। তাহার পাশ্চাৎ এমন কুৎসিত সাতটা কৃশ গোক উঠিল, যে তে-

মন কদর্য গোক কখনও মিসর দেশে দেখি নাই। পরে ঐ কুৎসিত রূশ গো মকল ছুঁ পুঁ মাতটা গোককে গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা যে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, তাহা জানা গেল না। তাহারা পূর্বের মত কুৎসিতই থাকিল। তখন আমি জাগ্রৎ হইলাম। কিছু কাল পরে আমি আর এই এক স্বপ্ন দেখিলাম, একটা গাছ-হইতে সাতটা মোটা উত্তম শীষ উঠিল, এবং তৎপরে পূর্বীয় বায়ুতে শুষ্ক এবং ক্ষীণ সাতটা শীষ উঠিল, এবং সেই শুষ্ক ও ক্ষীণ সপ্ত শীষ ঐ মোটা সাতটা শীষকে গ্রাস করিল। অনন্তর যুষফ রাজাকে বলিল, এই দুই স্বপ্নের এক অর্থ, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা তো-মাকে জানাইয়াছেন। সেই সপ্ত উত্তম গোক আর সেই সপ্ত ক্ষুদ্র শীষ বহু শস্যশালি সপ্ত বৎসরকে বুঝায়; আর সেই সাতটা রূশ গোক ও সপ্ত ক্ষীণ শীষ দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরকে বুঝায়। অতএব দেখ, মিসর দেশে সাত বৎসর বহুশস্য হইবে, আর তাহার পর সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে। হে ফিরৌণ, তুমি দুই বার তাহা দেখি-য়াছ, অতএব অগ্নি কালের পরেই ঈশ্বর তাহা অবশ্য করিবেন। অতএব হে মহারাজ, কোন বি-বেচক ও জ্ঞানি মনুষ্যের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসর দেশের উপর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। সেই

অধ্যক্ষদ্বারা তুমি সুভিক্ষা সপ্ত বৎসরে মিসরদেশে
শস্যের পঞ্চমাংশ লও। কেননা মিসরদেশে সুভিক্ষা
সপ্ত বৎসরে শস্য সংরক্ষণ করিয়া রাখিলে দেশস্থ লো-
কেরা দুর্ভিক্ষে মারা পড়িবে না। সেই অর্থ করণ
ও মন্ত্রণাদ্বারা ফিরোণ তুষ্ট হইয়া বলিল, যাহাতে
ঈশ্বর আছেন, এমন ইহার তুল্য মনুষ্য আর
কোথায় পাইব? পরে রাজা সমস্ত মিসর দেশের
উপর যুষফকে নিযুক্ত করিয়া বলিল, আমি কেবল
সিংহাসনে তোমাহইতে বড় থাকিব। অনন্তর
তিনি আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যুষফের
হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করাইয়া
তাহার গল দেশে স্বর্ণহার দিল। এবং তাহাকে



আপনার রাজরথে আরোহণ করতে আজ্ঞা দিল,

এবং তাহার আগে ২, দণ্ডবৎ হও ২, এই কথা কহিয়া এক জনকে যাইতে কহিল। এবং ফিরোণ যুষফকে বলিল, আমি মহারাজ থাকিলাম, তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে সমস্ত দেশের মধ্যে কোন মনুষ্য হাত পা লাড়িতে পারিবে না। এই রূপে ঈশ্বর যুষফকে তাহার পিতার গৃহহইতে গর্তে, ও গর্তহইতে দাসত্বে, ও দাসত্বহইতে কারাগারে, এবং কারাগারহইতে রাজবাটীতে আনিলেন।

যুষফের বিক্রয় কালীন ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। ফিরোণের সম্মুখে উপস্থিত সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি ধনি লোককে নত এবং দরিদ্র লোককে উন্নত করিতে পারেন। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সঙ্খ্যা নাই।

১৭। মিসর দেশে যুষফের আতাদের
আগমনের বিষয়।

অপর পরমেশ্বরের কথা অনুসারে মিসর দেশে মাত বৎসর বহুশস্য জন্মিল। তাহাতে যুষফ সমস্ত দেশোৎপন্ন শস্যের পঞ্চমাংশ লইয়া গোলাতে এত শস্য সঞ্চয় করিল, যে তাহার পরিমাণ করিতে পারিল না। আর তাহার পর সপ্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল। তাহাতে মিসরের নিকটবর্ত্তি তাবৎ দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হওয়াতে তত্তদদেশীয় তাবৎ

লোক মিসর দেশে যুষফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আইল। কিনান দেশেও দুর্ভিক্ষ প্রবল হওয়াতে মিসর দেশে শস্য আছে, ইহা শুনিয়া ইশ্রায়েল আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা কি জন্য এমন চিন্তিত হইয়াছ? মিসর দেশে শস্য আছে ইহা আমি শুনিয়াছি, অতএব তথায় যা-ইয়া আমাদের কারণ শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে আমরা বাঁচিব। তাহা শুনিয়া দশ জন পুত্র মিসর দেশে গেল। কেবল বিন্যামীন আপন পিতার নিকটে থাকিল। পরে তাহারা মিসর দেশে পৌছিয়া যুষফের নিকট আসিয়া তাহার সম্মুখে বড় লোকের নিকট কর্তব্য রীতি মতে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। যুষফ তাহাদিগকে চিনিল, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি অপরিচিত ও ক্রুর মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া মিসরদেশীয় ভাষাতে দ্বিভাষি লোকদ্বারা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা কিনান দেশহইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছি। তখন যুষফ বলিল, তোমরা চর লোক, এই দেশ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ। ভ্রাতারা বলিল; তাহা নহে, আমরা সরল লোক; আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলকে এক জনের সম্ভান; আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখনও পিতার নিকটে আছে, আর এক জন নাই। তখন যুষফ বলিল, এই কথার সত্য

মিথ্যা আশ্রয় করার জন্যে তোমাদের পরীক্ষা করিব ; তোমাদের মধ্যে এক জনকে পাঠাইয়া তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এখানে আন, আর তোমরা বদ্ধ হইয়া এখানে থাক। পরে যুষফ তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিল। তৃতীয় দিনে সে আপন নিকটে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয় আছে, অতএব আমি কাহারও প্রতি অন্যায় করিব না। তোমাদের এক ভ্রাতাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ শস্য লইয়া বাটীতে যাও ; কিন্তু তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে যদি না আন, তবে তোমরা অবশ্য মরিবা। পরে তাহারা পরস্পর ইব্রীয় ভাষাতে এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা সে আমাদের কাছে কাকুতি করিলে আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা গুনিলাম না। এই জন্যে যুষফ তাহাদের নিকটহইতে গিয়া ক্রন্দন করিল ; কিন্তু সে যে তাহাদের কথা বুঝিল, ইহা তাহারা জানিতে পারিল না। পরে যুষফ তাহাদের মধ্যহইতে শিমিয়োনকে লইয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বান্ধিয়া কারাগারে পাঠাইল। এবং অন্যান্য ভ্রাতারা আপন ২ ছালাতে শস্য ভরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহাদের পিতা ঐ সমস্ত ঘটনা শু-

নিয়া অতি দুঃখী হইয়া বলিল, তোমরা আমাকে
পুত্রহীন করিতে আসিয়াছ। দেখ, যুষক নাই, ও
শিমিয়োন নাই, আর বিন্যামীনকেও লইয়া যা-
ইতে চাহিতেছ। এই সকল আমার বিকদ্ধ হই-
তেছে; বিন্যামীন তোমাদের সঙ্গে যাইবে না।

১৮। যুষকের ভাতাদের দ্বিতীয় যাত্রা।

অপর কিনান দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে
এক বৎসরের পরে ইশ্রায়েলের পুত্রদিগকে আর
বার শস্য আনিতে মিসর দেশে যাইতে হইল।
যাকুব আপন পুত্র বিন্যামীনকে দিতে অনিচ্ছুক
হইলেও তাহাদের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইতে হইল।
আর সে সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দিতে দেশের
অত্যুত্তম ফল ও মসলা ও গন্ধারস ও বটন ও বা-
দাম ও গুগ্গল এবং মধু তাহাদিগকে দিয়া কহিল,
“সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের
সম্মুখে এমন রূপাপাত্র করুন, যে সেই অধ্যক্ষ
তোমাদের অন্য ভ্রাতা শিমিয়োনকে ও বিন্যামীন-
কে ছাড়িয়া দিউক; কিন্তু যদি আমাকে পুত্রহীন
হইতেই হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।” তখন তা-
হারা প্রস্থান করিল। পরে যুষক তাহাদের পঁছছন
সম্বাদ শুনিয়া তাহাদিগকে আপন সম্মুখে আনিতে
আজ্ঞা দিল। অনন্তর মিষ্ট বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিল, তোমাদের বৃদ্ধ পিতা কি ভাল আ-

ছেন? আর এই কি তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা? পরে বিন্যামীনকে বলিল, হে বৎস, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এবং যুষফ আপন ভ্রাতা বিন্যামীনকে দেখিয়া অন্তঃকরণে স্নেহ উপস্থিত হওয়াতে মনস্তাপ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপন কুঠরীতে গিয়া রোদন করিল। পরে সে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আগমন পূর্বক স্থির হইয়া তাহাদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। এবং সে তাহাদের সঙ্গে আহার করিল, কিন্তু মিসর দেশের রীত্যানুসারে যুষফ ও তাহার ভ্রাতৃগণের পরিবেষণ পৃথক্ ২ হইল। যুষফ আপন ভ্রাতাদের বয়স অনুসারে তাহাদিগকে বসাইল; তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে তাহারা আনন্দ করিয়া ভোজন পান করিল। অনন্তর যুষফ আপন ভ্রাতাদের ছালাতে যত শস্য ধরে, তত দিয়া প্রত্যেক জনের ছালাতে তাহার মুদ্রা ও বিন্যামীনের ছালাতে আপনার রূপার বাটি রাখিতে আজ্ঞা দিল। প্রভাতে তাহারা প্রস্থান করিলে কিছু কাল পরে যুষফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে তাহাদের পশ্চাৎ পাঠাইল। আর সে তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, তোমরা উপকারের পরিবর্তে অপকার কেন করিলে? পরে সে কি বলে, তাহা তাহারা না জানিয়া নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে এমন কথা कहিলা? তখন গৃহাধ্যক্ষ বলিল, আমার কথা কি তোমরা বুঝ না?

আমার প্রভু যাহাতে পান করেন, সেই বাটি তোমাদের মধ্যে কে চুরি করিয়াছে? তাহারা উত্তর করিল, আমাদের প্রভু কেন এমন কথা বলেন? আমরা বিশ্বস্ত লোক; সেই বাটি আমাদের মধ্যে যাহার নিকটে পাইবা, সে মরিবে; এবং আমরা ও প্রভুর দাস হইব। তৎপরে তাহারা সকল ছালা খুঁজিতে লাগিল। তাহাতে বিন্যামীনের ছালাতে সেই বাটি পাওয়া গেল।



পরে তাহারা আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া পুনরায় নগরে আইল। তখন যুষফ তাহাদিগকে নিষ্ঠুর কথা কহিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমরা কেন এমন কর্ম করিলি? যিহূদা কহিল, আমাদের প্রভুকে কি উত্তর দিব? ও কি কথা কহিব? ও কি কপেই বা আপনাদিগকে

নির্দোষ করিব ? ঈশ্বর তোমার দাসদের দোষ প্রকাশ করিয়াছেন । দেখ, আমরা এবং যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম । তাহাতে যুবক কহিল, এমন কর্ম আমার কর্তব্য নহে ; কিন্তু যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে । আর তোমরা শান্ত হইয়া তোমাদের পিতার নিকটে যাও । তাহাতে যিহুদা নিবেদন করিয়া কহিল, আমরা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই যুবক না থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মরিবেন । কেননা তোমার দাস যে আমি, আমি আপন পিতার নিকট এই যুবক প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, যদি আমি ইহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে তোমার সাক্ষাতে আমি চিরকাল দোষী থাকিব । অতএব নিবেদন করি, এই যুবক পরিবর্তে আমি প্রভুর নিকট দাস হইয়া থাকি, কিন্তু এই যুবকে ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন । কেননা এ আমার সহিত না গেলে কি প্রকারে আমি পিতার নিকটে যাইতে পারি ? আর আমার পিতার যে দশা ঘটিবে, তাহা কি প্রকারে দেখিব ? এই কথাতে যুবক অধৈর্য হইয়া মিসরীয় তাবৎ লোককে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিল । তখন সেখানে অপর লোক আর কেহ নাই জানিয়া সে ভ্রাতাদের নিকটে গিয়া তাহাদের অশ্রুমোচন করিয়া

বলিল, আমি যুষফ, আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? ইহাতে তাহার ভ্রাতারা এমন ভীত হইল, যে কিছুমাত্র উত্তর দিতে পারিল না। পরে তাহার ভয় ও লজ্জা এবং হর্ষ ও বিস্ময়েতে পূর্ণ হইল। তখন যুষফ কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস; তাহাতে তাহার নিকটে গিয়াও কোন কথা বলিতে পারিল না। যুষফ বলিল, আমি যুষফ, তোমাদের ভ্রাতা, যাহাকে তোমরা মিসরদেশ-গামি লোকদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করাতে আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না। কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাও, আমার এই মিসর দেশের ঐশ্বর্য্য যাহা দেখিলা, সে সকল গিয়া আমার পিতাকে কহ, পরে শীঘ্র করিয়া এই স্থানে ফিরিয়া আইস। অনন্তর যুষফ আপন ভ্রাতা বিন্যামীনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং বিন্যামীনও তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। এবং সে অন্য ভ্রাতাদিগকে চুম্বন করিয়া রোদন করিল। তৎপরে তাহার ভ্রাতারা তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। এবং মিসরের রাজা ইহা শুনিয়া তাহাদের পিতা যাকুবকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্তে মিসরহইতে রথ লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে যুষফ আপন পিতার নিকটে শকট ও বহু-

মৃত্যু দ্রব্য ভেটে পাঠাইল। তাহার পর যুষফের ভ্রাতারা প্রশ্ন করিলে সে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বিবাদ করিও না।

১৯। যাকুবের মিসর দেশে গমনের বৃত্তান্ত।

যুষফের ভ্রাতৃগণ আপন দেশে আগমন করিয়া পিতার নিকটে কহিল, যুষফ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এবং সমস্ত মিসর দেশের অধ্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু যাকুব তাহা শুনিয়া প্রথমে তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করিয়া অন্তঃকরণে দুঃখিত হইল, পরে সকল বিস্তার ক্রমে শুনিয়া এবং যুষফের প্রেরিত দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহার মন প্রকুল হইল, এবং সে কহিল, যুষফ অদ্যাপি জীবৎ আছে, এই আমার যথেষ্ট, আমি গিয়া মরণের পূর্বে তাহাকে দেখিব। তখন যাকুব পুত্র পৌত্র ও দাস দাসী ও সমস্ত সম্পত্তি লইয়া শকটে আরোহণ করিয়া মিসর দেশে যাত্রা করিল। যাকুবের পুত্রবধূ ব্যতিরেকে ছেয়টি জন মিসর দেশে গমন করিল। পরে যুষফ রথে আরোহণ করিয়া আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে বাহিরে গেল। পরে সাক্ষাৎ হইলে যাকুব তাহার গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া বলিল, তুমি অদ্যাবধি জীবৎ আছে, তোমার মুখ আমি দেখিলাম, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব। পরে যুষফ আপন পিতা যাকুবকে রাজবাটীতে

লইয়া গেলে রাজা যাকুবকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়ঃক্রম কত বৎসর হইয়াছে? যাকুব কহিল, আমার প্রবাসকাল এক শত ত্রিশ বৎসর হইল।

যাকুব এই জগৎকে বিদেশ এবং স্বর্গকে আপন স্বদেশ জ্ঞান করিত, এই কারণ কহিল, আমার প্রবাসকাল এক শত ত্রিশ বৎসর হইল; আর আমার আয়ু অল্প ও ক্লেশজনক, আমার পূর্বপুরুষের প্রবাসকালের তুল্য নয়। পরে যাকুব ফিরোণকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইল। তাহার পর যাকুব মিসর দেশে আর সতের বৎসর জীবৎ থাকিল।

যাকুবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যুষফ আপন দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন যাকুব যুষফকে কহিল, দেখ, আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশে দেখাইলেন। তখন যুষফ দুই পুত্রকে লইয়া আশীর্বাদ পাইবার নিমিত্তে পিতার নিকট দাঁড়াইলে যাকুব দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া ইফুয়িম নামে যুষফের কনিষ্ঠ পুত্রের মস্তকে দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিল, এবং বাম হস্ত মিনশি নামে জ্যেষ্ঠের মস্তকে দিয়া আশীর্বাদ করিল। পরে যুষফকেও আশীর্বাদ করিয়া কহিল, আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইশ্মহাক যাহার পথাবলম্বী, ও যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি

এই বালকদিগকে আশীর্বাদ করুন; ইহাদের দ্বারা আমার নাম ও আমাদিগের পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের নাম থাকুক; আমি আপন পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে অধিকার দিলাম; আর ইস্রায়েল লোকের মধ্যে যে যাহাকে আশীর্বাদ করিবে, সে তাহাকে এই রূপ বলিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফুয়িমের ও মিনশির তুল্য করুন। পরে যাকুব আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া প্রত্যেক জনকে আশীর্বাদ করিয়া ভাবি অবস্থা বিষয়ক কথা কহিল। অবশেষে যাকুব আপন শয়নস্থানে গিয়া শব্যাগত হইয়া মরিল।

তাহার মৃত্যুর পরে যুষফ আপনার একাদশ ভ্রাতা ও ফিরোণের ভৃত্য এবং মিসরীয় দেশাধ্যক্ষগণের সঙ্গে বহু রথ ও অশ্বাচ্ছাদগণকে লইয়া যাকুবের কবর দেওনার্থে কিনানদেশে যাত্রা করিল। এবং তাহারা তাহাকে ইব্রাহীমের কবর স্থানে অর্থাৎ মন্দির পূর্বদিকস্থ মক্কেলা ক্ষেত্রে কবর দিল। তদনন্তর তাহারা মিসর দেশে ফিরিয়া আইলে যুষফের ভ্রাতারা পরস্পর বলাবলি করিল, আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে যুষফ আমাদিগকে যুগা করিবে, এবং পূর্বকৃত মন্দ কর্মের প্রতিফলও দিবে। কিন্তু যুষফ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ? তোমরা আমার বিবন্ধে কুপারামর্শ করিয়াছিল। বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সুপারামর্শ করিলেন। ফলতঃ এখন যে

রূপ - দেখিতেছ, এই রূপ তিনি অনেক মনুষ্যের
প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। পরে যুযুৎ ও তাহার আ-
ত্মগণ অনেক দিন মিসরদেশে বাস করিয়া আপনা-
দের পুত্র পৌত্রদিগকে দেখিল।

২০। আযুবের বিবরণ।

এই বিবরণ ধর্মপুস্তকের অন্য স্থানে লিখিত
আছে, কিন্তু আযুব এই সময়ে বর্তমান ছিল; এই
নিমিত্তে তাহার রত্তান্ত এখন লিখি। আযুব ইব্রা-
হীমের ভ্রাতা নাহোরের বংশোদ্ভব ছিল। সেই
আযুব উষ দেশে বাস করিত। সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ
ধার্মিক ও সরল ও ঈশ্বরভয়কারী ও কুক্রিয়াত্যাগী
ছিল। ঈশ্বর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া এমন বহু
সম্পত্তি ও ধন দিলেন, যে তৎকালে তাহার সমান
অতি ধনী কেহ ছিল না, এবং তাহার সকল কর্ম
সফল হইত। কিন্তু শয়তান আযুবের প্রতি ঈর্ষ্যা
করিয়া ঈশ্বরকে কহিল, আযুব কেবল তোমার আ-
শীর্বাদ ও ধনদান প্রাপ্ত তোমাকে ভয় করে। কিন্তু
যদি তুমি তাহার সম্পত্তি নষ্ট কর, তবে সে তোমার
সেবা পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন,
দেখ, তাহার তাবৎ সম্পত্তি তোমার হাতে আছে,
কিন্তু তাহার গাত্রে তুমি হাত দিও না। তখন শয়-
তান প্রস্থান করিল। তৎপরে এক দিন আযুবের
কন্যা পুত্রগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে কন্যা-

হার করিতে গেলে এক জন দূত আয়ুবের নিকট আসিয়া বলিল, শিবা দেশের লোকেরা আসিয়া সকল বনাদ ও গর্দভগণকে লুটিয়া লইল, এবং তোমার দাসদিগকে বধ করিল। সে এই কথা কহিতে ২ আর এক জন আসিয়া বলিল, ঈশ্বরের অগ্নি আকাশহইতে পতিত হইয়া সকল মেঘ ও দাসদিগকে নষ্ট করিয়াছে। এবং সে এই কথা কহিতে ২ তৃতীয় জন আসিয়া কহিল, কস্‌দীয়েরা তোমার সকল উষ্ট্রকে লুটিয়া লইয়াছে ও দাসদিগকে বধ করিয়াছে। সে জন বাহিরে গেলে আর এক জন আসিয়া আয়ুবকে এই সমাচার দিল, তোমার পুত্র ও কন্যারা আপনাদের জ্যেষ্ঠের গৃহে ভোজন পান করিতেছিল, এমন সময়ে মহাবায়ু উঠিয়া সেই গৃহের চারি কোণে লাগিল। তাহাতে যুবদের উপর গৃহ পতিত হওয়াতে তাহারা হত হইয়াছে। তখন আয়ুব ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমার মাতার গর্ভহইতে আমি উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছি, এবং উলঙ্গ হইয়া ফিরিয়া যাইব; প্রভু দিয়াছেন, প্রভুই লইয়াছেন, প্রভুর নাম ধন্য হইক। এমতেও আয়ুব পাপ না করিয়া ঈশ্বরের ভয়ে স্থির থাকিল।

অনন্তর শয়তান ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসিয়া বলিল, আয়ুব পাপ করিল না বটে, কিন্তু মনুষ্য আপন প্রাণের কারণ সকলি দেয়; যদি তুমি তাহাকে অস্বাস্থ্য দেও, তবে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে।

তাহাতে ঈশ্বর এই কাপে আয়ুবের পরীক্ষা করিতে শয়তানকে অনুমতি করিলেন। পরে আয়ুব বিস্ফোটকের শক্ত ব্যথাতে ব্যথিত হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, এখনও কি তুমি ঈশ্বরে অনুরাগ করিতেছ? অিয়মাণ হইয়াও কি আপন ধর্ম ছাড়িবা না? কিন্তু আয়ুব তাহাকে দোষ দিয়া কহিল, তুমি অজ্ঞানা স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা কি ঈশ্বরের হাতহইতে সকল মঙ্গল গ্রহণ করিব, কিছুই অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই কথাতেও আয়ুব পাপ না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া থাকিল। তৎপরে ইলীফস ও বিল্দাদ ও সোফর, তাহার এই তিন জন মিত্র আসিয়া তাহার বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে দোষ দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাহার ধর্ম ও প্রার্থনাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া আপন সর্বশক্তি ও জ্ঞান তাহাকে দেখাইলেন, ও তাহার মিত্র ও পরিচিত লোকদের সম্মুখে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। এবং ঈশ্বর আয়ুবের প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থায় এমন মঙ্গল করিলেন, যে তাহার সম্পদ পূর্বে যেমন ছিল, তাহার দ্বিগুণ হইল। তৎপরে আয়ুব এক শত চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া আপন পুত্র পৌত্রের চারি পুরুষ পর্যন্ত দর্শন করিল।

২১। যুসার বিবরণ।

মিসর দেশে ইস্রায়েলের গমনকালীন ঈশ্বর তা-

হাকে বলিলেন, আমি সেই স্থানে তোমার বংশ
 বৃদ্ধি করিব। ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়ে-
 লের বংশ কএক শত বৎসরের মধ্যে এমনত বহু-
 গোষ্ঠী হইল, যে তাহাদের দ্বারা সেই দেশ পরিপূর্ণ
 হইল। কিন্তু যুষফের মৃত্যুর পরে এক নূতন রাজা
 হইল; সে যুষফের কর্মের বিষয় অজ্ঞাত প্রযুক্ত
 ইস্রায়েল লোকদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিল; বিশে-
 ষতঃ তাহাদের দ্বারা আপনার নিমিত্তে ভাণ্ডারনগর
 গাঁথাইল এবং অন্য ২ ক্লেশজনক কর্ম করাইল।
 পরে এক জন নূতন রাজা হইয়া ইস্রায়েলীয়দের
 পুত্রসন্তানদিগকে নষ্ট করিতে এবং কন্যাদিগকে
 জীবিত রাখিতে ইস্রায়েলের খাদ্যদিগকে আক্রা-
 দিল। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া পুত্র
 সন্তানদিগকে জীবিত রাখিতে লাগিল। পরে
 সেই রাজা ইস্রায়েলদিগের তাবৎ পুত্র সন্তানকে
 নদীতে নিক্ষেপ করিতে আপনার সকল লোককে
 আক্রা দিল। সেই কালে এক ইস্রায়েল লোকের
 স্ত্রী এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে তিন মাস
 পর্যন্ত অতি ভয়ক্রমে গোপন করিয়া রাখিল।
 পরে আর গোপন করিতে না পারাতে একটা নলের
 পেটরা নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালককে
 রাখিয়া নদীতীরস্থ নলবনে স্থাপন করিল। কিছু
 কাল পরে ফিরোণের কন্যা স্নানার্থে ঐ নদীতীরে
 আসিয়া পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আ-

নিতে আঞ্জা দিল; পরে তাহা খুলিয়া তাহার মধ্যে এক বালক ব্রন্দন করিতেছে, ইহা দেখিয়া খেদা-স্থিত হইয়া কহিল, এই ইস্রায়েলের এক বালক। তখন ঐ বালকের ভগিনী নিকটে আসিয়া ফিরো-ণের কন্যাকে কহিল, তোমার নিমিত্তে ঐ বালককে দুগ্ধ পান করাইতে আমি যাইয়া কি ইস্রায়েলের এক খাত্রীকে ডাকিয়া আনিব? তখন রাজকন্যা কহিল, যাও, তাহা কর। পরে সে অতি শীঘ্র গিয়া ঐ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল। তখন সেই স্ত্রী আপন বালককে দুগ্ধ পান করাইল। অনেক কাল পরে রাজকন্যা ঐ বালককে রাজবাটীতে আ-নিয়া মিসরীয়দিগের সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করাইল। এবং তাহার নাম যুসা অর্থাৎ আকর্ষিত রাখিল। যুসা বড় হইলে ইস্রায়েলের সম্ভ্রান্তরূপে খ্যাত না হইয়া ফিরোণের কন্যার সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত হইল। পরে ইস্রায়েল লোকদের প্রতি মিসরীয়দের অত্যন্ত দুষ্টাচার দেখিয়া যুসা অতিশয় মনস্তাপ পাইল। এক দিন সে বাহিরে গিয়া এক জন মিসরীয় এক ইব্রীয় লোককে প্রহার করিতেছে দেখিয়া আপন ভ্রাতার উপকারার্থে ঐ মিসরীয় লোককে বধ করিল। কিন্তু যুসার হস্তদ্বারা আমাদের উদ্ধার হইবে, ইহা যুসার ভ্রাতৃগণ সেই সময়ে বুঝিল না।

পরে রাজা এই রক্তাক্ত শুনিয়া যুসাকে বধ করিতে অশেষণ করিলে যুসা ফিরোণের সম্মুখস্থ হইতে পলা-

মন করিয়া মিদিয়ন দেশে গেল। মিদিয়ন লোকেরা ইব্রাহীমের বংশ ছিল; তাহারা মূফ সাগরের নিকট-বর্ত্তি প্রান্তরের মধ্যে বাস করিত। সেই প্রান্তরের মধ্যে মূসা এক কূপের নিকটে বসিলে মিদিয়-নীয যাজকের সাত কন্যা মেঘপালককে জল পান করাইতে আইল। কিন্তু অন্য মেঘপালকেরা আসিয়া সেই কন্যাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলে মূসা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ঐ কন্যা-দের মেঘদিগকে জল পান করাইল, এবং যথেষ্ট উপকার করিল। যিথো নামক ঐ কন্যাদের পিতা মিদিয়নের এক অধিপতি; তাহাকে এই সকল রত্নান্ত্র কহা গেল। পরে যিথো মূসার সহিত সিপোরা নাম্নী আপন কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে আপন মেঘপালকদের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিল। এই রূপে মূসা রাজবাটীতে নিযুক্ত হইলে পর তাহার পূর্বপুরুষ-দের ন্যায় বিদেশে মেঘপালক হইল। এবং মিসরীয় রাজসভায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল না।

২২। মূসার ফিরোণের সন্মুখবর্ত্তী হওন।

মূসার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইলে সে মিসর দেশহইতে পলায়ন করিয়াছিল, পরে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মিদিয়নদেশে মেঘপালকদের মধ্যে বাস করিয়াছিল। তৎপরে এক দিন যখন মূসা প্রান্তরের মধ্যে হোরেব নামক পর্বতে মেঘপাল চরাই-

তেছিল, তখন দেখিল, যে এক ষোণ অগ্নিতে প্রজ্ব-
লিত হইতেছে, কিন্তু দগ্ধ হয় না । পরে সে ইহার
কারণ জানিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে গেল
ষোণের মধ্যহইতে এই রব হইল, হে মূসা, হে
মূসা । তখন মূসা কহিল, আপনি কি আত্মা করেন ?
আমি এখানে উপস্থিত আছি । তখন সেই রব
কহিল, তুমি এই স্থানের নিকটবর্তী হইও না, ও
তোমার পাদহইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল ; তুমি যে
স্থানে দণ্ডায়মান আছ, সে পবিত্র ভূমি । এবং তিনি
আরো কহিলেন, আমি তোমার পূর্বপুরুষদের
ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ও যাকুবের
ঈশ্বর । তাহাতে মূসা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে
ভীত হইয়া আপন মুখ আচ্ছাদন করিল । পরে
পরমেশ্বর কহিলেন, আমি মিসরস্থিত আমার
লোকদের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়াছি, অতএব মিস-
রীয়দের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে,
এবং সেই দেশ অপেক্ষা উত্তম প্রশস্ত দেশে তাহা-
দিগকে আনিতে নামিলাম । এখন যাও, আমি
তোমাকে ফিরোণের সম্মুখে পাঠাই, তুমি আমার
লোক ইস্রায়েল বংশকে মিসর দেশহইতে বাহির
করিবা । মূসা ইহা শুনিয়া কহিল, আমি কি ফিরো-
ণের নিকট গিয়া ইস্রায়েল বংশকে মিসর দেশহইতে
বাহির করিতে পারিব ? তখন ঈশ্বর কহিলেন,
আমি তোমার সহায় হইব । কিন্তু মূসা বলিল, ইস্রা-

যেল লোকেরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, বরং বলিবে, ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দেন নাই। তখন প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে এ কি? সে কহিল, যষ্টি। তাহাতে তিনি কহিলেন, তাহা ভূমিতে ফেল। তখন সে তাহা করিলে সেই যষ্টি সর্প হইল। পরে মূসা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, কিন্তু প্রভু কহিলেন, তুমি হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লাজুল ধর। তখন সে ধরিলে সেই সর্প তাহার হস্তে পুনরায় যষ্টি হইল। পরে পরমেশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, তুমি হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখ। তখন সে তাহা করিয়া হস্ত বাহির করিলে সেই হস্ত কুণ্ডলুকের ন্যায় হিমবর্ণ হইল। পরে সেই হস্ত পুনরায় বক্ষঃস্থলে দিয়া বাহির করিলে তাহার মাংস অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। পরে ঈশ্বর বলিলেন, তাহারা যদি এই দুই চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে বিশ্বাস না করে, তবে নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ফেল, তাহাতে সে রক্ত হইবে। পরে মূসা বলিল, হে আমার প্রভু, আমি পূর্বার্থি বাকপটু নহি, আমি বাক্য কহনে অক্ষম ও জড়জিহ্বা আছি। তখন পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ নির্মাণকারী কে? এবং বোবা ও বধির কিম্বা দর্শক ও অন্ধ, এ সকলকে কে নির্মাণ করে? আমি পরমেশ্বর কি তাহা করি না? অতএব এখন যাও; আমি তোমার মুখে থাকিয়া বক্তব্য কথা শিক্ষা করাইব।

এবং তোমার ভাতা হারোণ সুবক্তা, সে তোমার নিকটে থাকিবে, তুমি তাহাকে বলিবা, এবং সে তোমার বদলে কথা কহিবে।

তৎপরে মূসা মিসর দেশে প্রস্থান করিলে পথের মধ্যে হারোণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর তাহারা মিসর দেশে ফিরিয়া গিয়া ইস্রায়েল বংশীয় প্রাচীনবর্গকে একত্র করিয়া তাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রকাশ করিল। পরে মূসা ও হারোণ রাজার নিকটে গিয়া তাহাকে বলিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করিবার নিমিত্তে আমার লোকদিগকে যাইতে দেও। তাহাতে ফিরোণ রাজা উত্তর করিয়া বলিল, পরমেশ্বর কে, যে আমি তাহার কথা মানিয়া ইস্রায়েল বংশকে যাইতে দিব? আমি প্রভুকে চিনি না, ও ইস্রায়েল বংশকে যাইতে দিব না। পরে ফিরোণ সেই দিনে ইস্রায়েল লোকদের উপর আরও অধিক কর্মের ভার দিতে আজ্ঞা দিয়া কহিল, এই ইব্রীয় লোকেরা অলস আছে; তোমরা তাহাদিগকে পূর্বে ইষ্টকাদির নিমিত্তে যেমন বিচালি দিয়াছিল, তেমনি আর দিও না, তাহারা যাইয়া আপনারা সংগ্রহ করিয়া পূর্বমত ইষ্টক গণনা করিয়া দিউক। মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই আশ্চর্য ক্রিয়া করিল, তথাপি ফিরোণ মূসার কথাতে মনোযোগ করিল না; কারণ মিসরীয় মায়াবি লোকে

রাও এমন কর্ম করিতে পারিত। কিন্তু ফিরোণের অন্তঃকরণ কঠিন হওয়াতে ঈশ্বর মূসা দ্বারা অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া মিসরীয় লোকদের উপর বড় বিপদ ঘটাইলেন।

প্রথমে মূসা আপন যষ্টি নীল নদীর উপর বিস্তার করিলে তাহার জল রক্ত হইয়া গেল; সাত দিন পর্যন্ত সেই রক্ত নদীর জল রক্ত থাকিল, কেহ তাহার জল পান করিতে পারিল না, এবং সমস্ত মৎস্য মরিয়া গেল। পরে ফিরোণ ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ না করাতে হারোণ আপন হস্ত মিসর দেশীয় জলের উপর বিস্তার করিলে সকল দেশ এমন ভেঁকে পরিপূর্ণ হইল, যে গৃহ ও শয়নাগার ও শয্যা ও তুন্দুর ও আটামর্দনের পাত্র এ সকল স্থানে ভেঁক প্রবেশ করিল। তখন ফিরোণ মূসাকে বলিল, আমার দেশহইতে এ সকল ভেঁককে দূর করণার্থে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, পরে আমি তোমার লোকদিগকে যাইতে দিব। তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে সকল ভেঁক এক দিনেই মরিল। অনন্তর লোকেরা সেই মৃত ভেঁক সকল একত্র করিয়া টিবি করিলে দেশে মহা দুর্গন্ধ হইল। কিন্তু ফিরোণ পুনরায় আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া ইজ্রায়েল লোকদিগকে যাইতে দিল না। পরে হারোণ আপন যষ্টি উঠাইয়া ধূলির উপর প্রহার করিল। তাহাতে সেই ধূলি মনুষ্য ও পশুদের উপর

উকুণ হইল। পরে মায়াবি লোকেরা একপ করিতে না পারাতে ফিরোণকে বলিল, ঐ কর্ম ইশ্বরের অঙ্গুলীকৃত। তথাপি রাজার অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল। তৎপরে সমুদায় মিসর দেশে মশাকের বাঁক উপস্থিত হইল। তাহাতে লোকদের বড় ক্লেশ হইলে ফিরোণ কিঞ্চিৎ নত্বতা প্রকাশ করিল, এবং মূসার প্রার্থনাতে পরমেশ্বর সেই মশকদিগকে দূর করিলেন। কিন্তু ফিরোণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে পূর্ববৎ অসম্মত থাকাতে পরমেশ্বর মিসরীয়দিগের পশুর মধ্যে মড়ক জন্মাইলেন, তাহাতে মিসরীয়দের লক্ষ ২ পশু মরিল। কিন্তু ইজ্রায়েল বংশের একটি পশুও মরিল না।

তথাপি ফিরোণ সেই ঋপ কঠিন থাকিল। পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে চুলার ভস্ম লইয়া ফিরোণের সম্মুখে আকাশের দিগে ছড়াইয়া দিল, তাহাতে সকল মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত ক্ষেটক হইল। তখন মায়াবি লোকেরা মূসার সম্মুখে থাকিতে পারিল না, কেননা তাহাদের গাত্রেও ক্ষেটক হইল। ইহাতেও ফিরোণের অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল। পরে মূসা পুনরায় আপল যষ্টি আকাশের দিগে উঠাইলে দুঃসহ বড় মেঘগর্জন ও শিলাবর্ষণ ও অগ্নিরষ্টি হইল; একপা মিসর দেশের স্থাপনাবধি কখন হয় নাই; ক্ষেত্রের রক্ত সকল ভগ্ন হইল, এবং ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকল শিলারষ্টিতে

নষ্ট হইল । তাহাতে ফিরোণ য়ুসাকে ও হারোণকে শীঘ্র আনিতে আজ্ঞা দিল । য়ুসা আইলে ফিরোণ তাহাকে কহিল, এই বার আমি পাপ করিলাম, অতএব এই মেঘগর্জন ও শিলারুষ্টি আর যেন অধিক না হয়, এই নিমিত্তে তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর । পরে য়ুসা ফিরোণের নিকটহইতে নগরের বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের পুতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে মেঘগর্জন নিবৃত্ত হইল । কিন্তু ফিরোণের অন্তঃকরণ পূর্বমত কঠিন থাকিল । পরে পূর্ব বায়ুর আগমনে পদ্মপাল উপস্থিত হইল । সে মিসর দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া অবশিষ্ট যে কিছু ছিল, সে সকলি ভক্ষণ করিল ।

ফিরোণ পুনরায় য়ুসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা করিয়া আমার এই দুরবস্থা দূর কর । তখন য়ুসার প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর পশ্চিম বায়ু বহাইয়া দেশহইতে পদ্মপালকে সূর্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । তথাপি ফিরোণ কঠিন থাকিল । তাহার পর য়ুসা আপন হস্ত আকাশের দিগে বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত সমস্ত মিসর দেশে এমন ঘোরতর অন্ধকার হইল, যে এক জন অন্য জনকে দেখিতে পাইল না, এবং আপন হস্তানহইতে উঠিতে পারিল না । কিন্তু গোশন দেশে ইজ্রায়েল বংশের বাসস্থান দীপ্তিময় ছিল । তখন ফিরোণ অতি কঠিন হইয়া য়ুসাকে

কহিল, তুমি আমার নিকটহইতে দূর হও ! কিন্তু
সাবধান, আমার মুখ আর কখন দর্শন করিও না;
যে দিনে আমাকে দেখিবা, সেই দিনে মরিবা।

২৩। মিসর দেশহইতে প্রস্থান।

ফিরোণের অধিক অবাধ্যতা হইলে ঈশ্বর মূসা-
কে কহিলেন, আমি ফিরোণের এবং মিসর দেশের
উপর আর এক উৎপাত ঘটাইব, তাহাতে সে তো-
মাদিগকে এই স্থানহইতে বাহির করিয়া দিবে,
সর্বশুদ্ধই বাহির করিয়া দিবে। কেননা আমি মি-
সরের মধ্য দিয়া যাইব, তাহাতে তাবৎ প্রথমজাত
মরিবেক। পরে ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে যাত্রার
কারণ সমস্ত প্রস্তুত করিতে ও ভোজন করিতে
আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা এই কাপে কটিবন্ধন
করিয়া ও চরণে পাদুকা দিয়া হস্তে যষ্টি গ্রহণ পূর্বক
ভোজন করিবা। তোমরা এক ২ গৃহস্থ সপারিবারে
এক ২ মেঘ ভোজন করিবা, আর তাহার কিঞ্চিৎ
রক্ত লইয়া আপন ২ গৃহে চিহ্ন রাখিতে হইবে;
তাহাতে তোমাদের গৃহের প্রথমজাত প্রত্যেক জন
রক্ষা পাইবে। পরে এই কাপ প্রস্থানের কারণ সেই
দিনে স্থাপিত হইল। ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কর্ম করিল। পরে দুই প্র-
হর রাত্রির সময়ে পরমেশ্বর মিসরের মধ্যে আইলে
তাহাদের সকল প্রথমজাত, অর্থাৎ ফিরোণের জ্যেষ্ঠ

পুত্র অবাধি অতি সীচ দাসীর প্রথমজাত পর্যন্ত
 মরিল। এবং পশুদেরও প্রথমজাত মরিল। তা-
 হাতে তাবৎ মিসর দেশে যেমন কখন হয় নাই,
 সেই রূপ রোদন উপস্থিত হইল। এবং ফিরোণ ও
 তাহার লোক অতি ভীত হইয়া রাত্রিকালে ঘুমা ও
 হারোণকে ইহা বলিয়া পাঠাইল, তোমরা ইস্রায়েল
 লোকদিগকে ও আপন ২ পুত্রদিগকে ও পশুদি-
 গকে লইয়া শীঘ্র উঠিয়া আমাদের মধ্যহইতে বা-
 হিরে যাও। আর ইস্রায়েলের বংশ যাহাতে শীঘ্র
 যায়, মিসরীয় লোকেরা এমত উদ্যোগ করিল। কে-
 ননা তাহারা কহিল, আমরা সকলে মরিব। পরে
 ইস্রায়েল মিসর দেশহইতে প্রস্থান করিল, এবং
 আপন ২ সঙ্গে বহু স্বর্ণপাত্র ও রৌপ্যপাত্র ও বস্ত্রাদি
 লইয়া গেল। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরোণ রাজা ইস্রায়েল
 বংশের প্রস্থানের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইল, এবং
 আপন রথ প্রস্তুত করাইল, আর আপন লোকদি-
 গকে লইয়া ইস্রায়েল বংশের পশ্চাৎ ২ ধাবমান
 হইল। এবং সুফ সাগরের নিকটে পার্বতের মধ্যে
 নিম্ন ভূমিতে তাহাদিগকে পাইল। ইস্রায়েল লো-
 কেরা মিসরীয় লোকদিগকে দেখিয়া অতি ভীত
 হইলে মুসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও
 না; পরমেশ্বর তোমাদিগের নিমিত্তে যুদ্ধ করি-
 বেন; তোমরা স্থির হইয়া থাক। ইস্রায়েল লো-
 কেরা সেই স্থানে বড় ভীত হইয়াছিল; কারণ তা-

হাদিগের সম্মুখে অতি গভীর সমুদ্র, এবং দক্ষিণ ও বাম ভাগে অগম্য অতি উচ্চ পর্বত, ও পশ্চাতে মিসরীয় সৈন্য ছিল। তখন মূসা প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ ? ইশ্রায়েল লোকদিগকে অগ্রসর হইয়া সমুদ্রের দিগে যাইতে কহ। আমি এখন ফিরোণের ও মিসরীয় তাবৎ সৈন্যের রক্তদ্বারা সমুদ্র প্রাপ্ত হইব ; আমি যে পরমেশ্বর, ইহা মিসরীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে। তখন পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা আপন যষ্টি সমুদ্রের উপর বিস্তার করিলে সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্বীয় বায়ু বহিয়া সমুদ্রকে দুই ভাগ করিল, ও জল দুই দিগে প্রাচীরস্বরূপ স্থাপিত হইল। এবং ঈশ্বর ইশ্রায়েল লোক ও মিসরীয় লোকদের মধ্যস্থানে এক মেঘ স্থাপিত করিলেন, তাহাদ্বারা ইশ্রায়েল লোকের প্রতি আলো এবং মিসরীয় লোকের প্রতি অন্ধকার হইল। মিসরীয় লোকেরা ইশ্রায়েল লোককে দেখিতে পাইল না ; তাহাতে ইশ্রায়েল লোক সকল শুষ্ক পথ দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল ; তাহাদিগের বামে ও দক্ষিণে জল প্রাচীরস্বরূপ হইয়া থাকিল। পরে ফিরোণ আপন লোকদের সঙ্গে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করাতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাহার সকল লোকও সমুদ্রে প্রবেশ করিল। ইশ্রায়েলের বংশ সমুদ্র পার হইলে পর পরমেশ্বর ঐ মেঘের মধ্যস্থিতে অগ্নিদ্বারা মিসরীয় লোকদি-

গকে ব্যাকুল করিলেন। পরে তাহারা কহিল, আ-
ইম আমরা ইস্রায়েলের বংশহইতে পলায়ন করি ;
কেননা পরমেশ্বর তাহাদিগের পক্ষ হইয়া মিসরীয়
লোকদের প্রতিবুলে যুদ্ধ করিতেছেন। পরে পর-
মেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপর আ-
পন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে অকস্মাৎ মিসরীয়
লোকদের উপর জল পুনর্বার আসিবে। পরে সে
সেই রূপ করিলে প্রাতঃকালে সমুদ্র সমান হইল,
এবং মিসরীয়েরা পলায়ন করিতে না পারিয়া সমু-
দ্রের মধ্যে নষ্ট হইল। তাহাতে ফিরোণের যে
সংকল সৈন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তা-
হার এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।

২৪। প্রান্তরে ইস্রায়েল লোকদের অবস্থিতি।

মিসর দেশ ও কিনান দেশের মধ্য স্থানে বড়
প্রান্তর আছে ; তাহার মধ্যে সশস্য ভূমি নাই।
সেখানে না নদী, না উনুই, না তৃণ, না কাষ্ঠ, না
পথ, কেবল বালুকা আছে। তিন দিবসের পর
ইস্রায়েল লোক সেই প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিয়া এক
উনুই পাইল, কিন্তু তিক্ততা প্রযুক্ত জল পান করিতে
পারিল না ; একারণ মূসার বিবন্ধে বচসা করিতে
লাগিল। পরে মূসা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা
করিলে প্রভু তাহাকে এক কাষ্ঠ দেখাইলেন, এবং
তাহা জলেতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে

ঐ জল মিষ্ট হইলে তাহারা তাহা পান করিতে লাগিল। প্রভু আরো কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, তোমাদের আরোগ্যকারী। কিছু কাল পরে লোকেরা খাদ্য দ্রব্য না পাইয়া পুনর্ব্বার বচসা করিল। পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি আকাশ হইতে তোমাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব। পরে প্রাতঃকালে প্রান্তরে বেড়াইলে ইস্রায়েল লোকেরা ভূমির উপর পতিত নীহারের ন্যায় কোন ক্ষুদ্র বস্তু দেখিয়া তাহা না জানাতে কহিল, মাস্বা? অর্থাৎ, এ কি? এই কারণে তাহার মাস্বা এমন নাম থাকিল। পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর আহারার্থে তোমাদিগকে এই দ্রব্য দিলেন। সেই মাস্বার আকৃতি মাগু দানার ন্যায়, আশ্বাদ মধুমিশ্রিত শক্তুর ন্যায়।

পরে ইস্রায়েল বংশেরা সেই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া রিকিদিমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেখানে জল না পাওয়াতে তাহারা বিবাদ করিয়া মূসাকে কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা কি পান করিব? তখন মূসা পরমেশ্বরের নিকট পার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, তোমার যষ্টি লইয়া হোরের পর্বতে আঘাত কর, তাহাতে সেই পর্বত হইতে জল নির্গত হইবে। পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহা করিলে ঐ পর্বত জল দিল, এবং লোকেরা পান করিল।

পরে অমালেক লোকেরা রিকিদিমে আসিয়া

ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিল। তখন মূসা যোশূ-
য়কে ডাকিয়া অমালেকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার
নিমিত্তে প্রেরণ করিল, এবং আপনি পর্বতের
শিখরে গিয়া আপন হস্ত ঈশ্বরের কাছে উঠাইয়া
প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে মূসা যখন আপন
হস্ত উর্দ্ধে রাখে, তখন ইস্রায়েল বংশ জয়ী হয়,
এবং আপন হস্ত নামাইলে অমালেক জয়ী হয়।
পরে মূসা পরিশ্রান্ত হইলে হারোণ ও হূর ইহারা
তাহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া রাখিলে অমালেক
ও তাহার লোকেরা পরাস্ত হইল।

২৫। ব্যবস্থা দেওনের বিষয়।

মিসর দেশহইতে প্রস্থান করিলে পর তৃতীয় মাসে
ইস্রায়েলের লোকেরা প্রান্তরের মধ্যে সীনয় পর্বতে
উপস্থিত হইল। তথাকার তৃণচ্ছন্ন সুন্দর নিম্ন
ভূমিতে তাহারা যে সম্বৎসর যাপন করিল, তন্মধ্যে
ভারি ২ ঘটনা হইল। সেই স্থানে মূসা সকল লোক-
দিগকে গণনা করিয়া সকল গোষ্ঠী এবং পরিবারের
প্রতি আদেশ করিল, এবং তাহাদিগের উপর শাসন-
কর্তাদিগকে নিযুক্ত করিল। ইস্রায়েলের গণনার
সময়ে তাহারা ত্রিশ লক্ষ হইল। ঈশ্বর ঐ স্থানে
ধর্ম ব্যবস্থা দিলেন, এবং ইস্রায়েল লোককে আ-
পন লোক করিলেন। পরে সীনয় পর্বতের তলে
শিবির স্থাপিত হইলে মূসা পর্বতের শৃঙ্গে উঠিল,

এবং প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি লোকদের কাছে গমন করিয়া অদ্য অবধি পর দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে পবিত্র কর, এবং তৃতীয় দিবসে প্রস্তুত হও। কেননা সেই দিনে প্রভু সীনয় পর্বতের শিখরে অবতীর্ণ হইবেন। এবং পর্বতের চতুর্দিকে সীমা নিকপণ কর, পাছে কেহ তাহা স্পর্শ করে। কেননা পর্বতকে স্পর্শ করিলে মৃত্যু হইবে।

পরে তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকাল হইলে ভয়ানক মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্বতের উপর তুরীর শব্দ হইল, ও পর্বত ধূমময় হইল, এবং লোক সকল বড় ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন পরমেশ্বর এই সকল কথা কহিলেন; যথা,

আমি পরমেশ্বর, আমি তোমাদিগকে মিসর দেশ অর্থাৎ দাসত্বরূপ গৃহহইতে আনিয়াছি; আমার সাক্ষাতে তোমরা আর কোন দেবতা মানিও না।

তুমি পূজা করণার্থে আপনার নিমিত্তে কোন আকৃতি নির্মাণ করিও না।

তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না।

বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসায়াদি কর্ম কর, কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিনে কোন কার্য করিও না।

তুমি আপন পিতা মাতাকে সন্ত্রম কর।

নরহত্যা করিও না।

পরদার করিও না।

চুরি করিও না।

আপন প্রতিবাসির বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

এবং আপন প্রতিবাসির গৃহে ও তাহার বস্তুতে
লোভ করিও না, ও তাহার ভাষ্যতে লোভ করিও না।

অপর সকল লোক বিদ্যুৎ ও ধূমময় পর্বত দেখিয়া
এবং মেঘগর্জন ও তুরুর শব্দ শুনিয়া দূরে গিয়া
দাঁড়াইল, এবং মূসাকে বলিল, তুমি আমাদের
সহিত কথাবার্তা কর, ঈশ্বর না কহুন, পাছে আ-
মরা মরি; তিনি তোমাকে যে সকল কথা কহিবেন,
তাহা আমরা শুনিব এবং পালন করিব। পরে মূসা
মেঘের মধ্যে পর্বতের উপর গিয়া ঐ স্থানে চল্লিশ
দিবরাত্রি থাকিল। পরে পরমেশ্বর তাহার সহিত
কথোপকথন সাজ করিয়া তাহাকে আপন অঙ্গুলি-
লিখিত দুই খান প্রস্তরের পাট্টা দিলেন। অপর
মূসা পুনর্ব্বার পর্বতহইতে নামিল, ও ঈশ্বরনির্মিত
এবং ঈশ্বরলিখিত সেই দুই প্রস্তর তাহার হস্তে ছিল।
পরে শিবিরের নিকটে আসিয়া দেখিল, সকল লোক
এক গোবৎসমূর্ত্তির চতুর্দিকে নাচ ও গীত বাদ্য
করিতেছে। মূসা তাহা দেখিয়া অতি ক্রোধান্বিত
হইয়া সেই দুই প্রস্তর আপন হস্তহইতে পর্বতের
তলায় ফেলিয়া ভাঙ্গিল, এবং হারোণকে বিন্দা
করিয়া কহিল, এই লোকেরা তোমার প্রতি কি করিল

যে তুমি ইহাদের উপর এমন মহাপাপ ঘটাইলা ? তখন হারোণ কহিল, আমার প্রভু ক্রোধাশ্বিত না হউন। যেহেতু এ লোকেরা দুষ্ট, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; তাহারা আমাকে বলিল, আমাদের অগ্রে ২ গমনার্থে দেবতা নির্মাণ কর। কেননা যে যূসা আমাদের মিসর দেশহইতে বাহিরে আনিয়াছে, তাহার কি ঘটিয়াছে তাহা আমরা জানি না। তাহাতে আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যাহার স্বর্ণ থাকে, সে তাহা আমাকে দিউক। পরে তাহারা আপন ২ স্ত্রীলোকের ও শিশুদিগের কর্ণভূষণ আমাকে দিলে আমি তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দিলাম, তাহাতে এই গোবৎস নির্গত হইল। তখন যূসা সেই গোবৎস লইয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণ করিয়া জলের উপর ছড়াইয়া লোকদিগকে পান করাইল। পরে যূসা প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরকে কহিল, হে প্রভো, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদিগের পাপ ক্ষমা কর; যদি ইচ্ছা না হয়, তবে আমার নাম তোমার লিখিত পুস্তকহইতে কাটিয়া ফেল। অপর পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি এক্ষণে যাও, তোমাকে যে দেশের বিষয় কহিয়াছি, এই লোকদিগকে সেই দেশে লইয়া যাও। যে জন আমার প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহার নাম আমার পুস্তকহইতে কাটিয়া ফেলিব। এবং দেখ, আমার

দূত তোমার অণ্ডে ২ যাইবে, কিন্তু আমি তাহাদের
পাপের প্রতিকূল অবশ্য দিব। পরে প্রভু যুসাকে
আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি ঐ প্রথম প্রস্তরের ন্যায়
আর দুই খান প্রস্তর খোদ, সেই প্রথম প্রস্তরে যে ২
কথা লিখিত ছিল, তাহা আমি এই দুই প্রস্তরে
আর বার লিখিব। তাহা প্রাতঃকালে আমার
নিকটে আন। তখন যুসা প্রভুর আজ্ঞানুসারে
প্রস্তর প্রস্তুত করিয়া পুনর্বার সীনয় পর্বতে উঠিয়া
চল্লিশ দিন আহার ও জল ব্যতিরেকে থাকিল।
তাহাতে পরমেশ্বর সেই দুই প্রস্তরে নিয়মবাক্য
অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।

২৬। দশ আজ্ঞা ভিন্ন অন্য ২ রাজনীত্যাতির বিষয়।

ঈশ্বর ইজ্রায়েলের প্রতি বিশেষ ২ গুরুতর আজ্ঞা
দিলেন।

তিনি গৃহ সম্বন্ধি সাধারণ কর্ম ও বিবাহ ও
উত্তরাধিকার বিষয়ক নিয়ম নিকূপণ করিলেন,
এবং অশুচি ভোজন ও চুরি ও বধ করণ ইত্যাদি
অনেক ২ দুষ্কর্ম বিষয়ে দণ্ড স্থাপিত করিলেন; এবং
যুদ্ধ করণ বিষয়ে এবং পিতা ও শিষ্য ইহাদিগের
কর্তব্য বিষয়ে এবং অনাথ ও অন্ধ ও বধির ও দাস
লোক ইহাদিগের উপকার বিষয়ে বিশেষ ২ আ-
দেশ জ্ঞাপন করিলেন। সেই আজ্ঞা সকলের মধ্যে
কএক আজ্ঞা এই, তুমি বধিরকে লাগ দিও না, ও

অন্ধের সম্মুখে কোন বাধা রাখিও না; কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় কর; কেননা আমি প্রভু। আর রুদ্ধ ২ মানুষকে সম্মান কর। আর তুমি বিধবাকে এ পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না; কারণ যদি তাহারা ক্লেশযুক্ত হইয়া আমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে আমি তাহার প্রতিফল অবশ্য দিব। তুমি বিদেশি লোককে ক্লেশ দিও না, এবং তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না; কেননা তুমিও বিদেশী ছিল। আর পশু ও পক্ষিগণের প্রতি উপদ্রব করিও না।

অপর প্রভু মন্দির ও যাজক লোক ও উপাসনার বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন; এবং তিনি লেবি নামক এক ইজ্রায়েলীয় গোষ্ঠীকে মনোনীত করিয়া যাজক ও অধ্যাপক ও বিচারকর্তা এই সকলের সভাপতি করিলেন। তখন মূসার ভ্রাতা হারোণ ও তাহার সমস্তানেরা যাজকত্বের ভার পাইল। হারোণ মহা-যাজকত্বপদে নিযুক্ত হইল। মূসা ভজনালয়রূপে এক উত্তম তাম্বু স্থাপিত করিল; এবং তাহার মধ্যে স্বর্ণময় সিন্ধুকে ঈশ্বরদত্ত যে নিয়মপত্র তাহা রাখিল। সকল নৈবেদ্য অর্থাৎ পাপ প্রায়শ্চিত্ত ও ধন্যবাদ ধারামত হউক; এবং যজ্ঞের নীচে কিম্বা পর্বতের উপর নৈবেদ্য না হউক, ঈশ্বর এই ২ আজ্ঞা দিলেন। আর বৎসরের মধ্যে তিন বড় পর্ব স্থাপিত হইল; প্রথম নিস্তারপর্ব, দ্বিতীয় পঞ্চাশত্তম দিনের পর্ব, তৃতীয় কুটীর স্থাপনের পর্ব। আবিব অর্থাৎ চৈত্র

মাসে মিসর দেশহইতে নির্গমন আরণার্থে নিস্তার
পর্বের উৎসবাদি করিতে সাত দিন বেথমীর কুটী
থাইতে আত্মা ছিল। তাহার পঞ্চাশ দিন পরে
অর্থাৎ কিনান দেশে শস্যসংগ্রহকালে মীনয়ের
ব্যবস্থা দেওনের আরণার্থে পর্ববিশেষ হইল। এবং
আশ্বিন মাসে জাগ্রাসংগ্রহকালের পরে কুটীরপর্ব
হইল। সেই পর্ব সময়ে সকল মনুষ্যকে সাত দিবস
কুটীরে বাস করিতে ঈশ্বর আত্মা দিয়া কহিলেন,
সাত দিবস তোমরা কুটীরে বাস করিয়া আমার
সম্মুখে আনন্দ করিবা; তাহাতে তোমাদের ভাবি
বংশ জানিবে, যে আমি পরমেশ্বর তোমাদিগকে
মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া কুটীরে বাস করা-
ইলাম, এবং আশীর্বাদ করিলাম।

২৭। লোভকবরের বিষয়।

ইস্রায়েল লোকেরা প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত মীনয়
পর্বতের নিকটে থাকিল। পরে স্তম্ভাকৃতি মেঘ
নিয়মতানুহইতে উঠিলে সকল লোক গমনের
নিমিত্তে আয়োজন করিল। সকল লোক প্রতিশ্রুত
দেশে অর্থাৎ দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে গমন করিতে
আনন্দিত হইল। কিন্তু কি ঘটনা হইল? তিন দিবস
প্রস্থান করিলে পর লোকেরা চঞ্চল হইয়া ক্রন্দন
করিয়া বলিল, ভক্ষণার্থে আমাদিগকে কে মাংস
দিবে? মিসর দেশে যে ২ মাস ও শস্য ও তর-

মুজ ও আর ২ ফল ও পলাণ্ডু ও লশুন পরিতোষ পূর্বক ভোজন করিতাম, তাহা এই ক্ষণে অরুণে আসিতেছে । কিন্তু এই ক্ষণে আমাদিগের প্রাণ শুষ্ক হইয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টিতে ঐ মাংস ব্যতিরেকে আর কিছু নাই । প্রভু লোকদের এমত বচসা শুনিয়া মূসাকে বলিলেন, লোকদিগকে এই কথা কহ, পরদিনের নিমিত্তে পূর্বে আয়োজন কর ; কেননা তোমরা কল্য মাংস ভক্ষণ করিবা । ঈশ্বর তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিলেন ; একারণ তোমাদিগকে মাংস দিবেন, এক দিবস ও দুই দিবস নহে, বিংশতি দিবসও নহে, এক মাস পর্য্যন্ত এমত প্রচুর মাংস দিবেন, যে তোমরা তাহা ভক্ষণ করিয়া ঘৃণায়ুক্ত হইবা ; যেহেতু তোমরা প্রভুর প্রতি দুঃখ জানাইয়াছ, ও তাঁহার সম্মুখে রোদন করিয়া এই কথা কহিয়াছ, কি জন্যে আমরা মিসর দেশহইতে বাহিরে আসিয়াছি ? তখন মূসা প্রভুকে কহিল, যে লোকের মধ্যে আমি আছি, সে ছয় লক্ষ পদাতিক লোক ; আর আপনি কহিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে এমত প্রচুর মাংস দিব, যে তাহারা এক মাস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিবে ? তাহাতে প্রভু কহিলেন, আমার হস্ত কি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে ? আমার বাক্য কি পূর্ণ হইবে না ? পরে মূসা ইজ্রায়েলের প্রাচীন লোকদিগকে একত্র করিলে পূর্বীয় বায়ু উৎপন্ন হইলে সমুদ্রহইতে ভাটুই পক্ষির পাল আসিয়া শিথিরের

চারি দিগে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত ভূমির উপরে দুই হাত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকিল। তাহাতে লোক সকল দুই দিবস ও দুই রাত্রি লক্ষ্য ২ পক্ষ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিল; কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ লোকদিগের প্রতি প্রাজ্বলিত হইলে তাহাদের মধ্যে অনেক ২ লোক মরিল, এবং সেই স্থানে কবর দিতে হইল। এই জন্যে সেই স্থানের নাম লোভকবর রাখিল।

২৮। চর লোকের বিষয়।

ইস্রায়েল লোকেরা প্রান্তরে উপস্থিত হইলে মুসা কিনান দেশ অনুসন্ধান করিতে প্রত্যেক বংশের এক ২ জন চর প্রেরণ করিল; তাহারা গমন করিয়া দক্ষিণহইতে উত্তরদিগে অগ্রসর হইয়া সমুদয় কিনান দেশ নিরীক্ষণ করিয়া চল্লিশ দিনের শেষে ফিরিয়া আইল। ইকোল নদীর নিকটে তাহারা এক দ্রাক্ষা-গুচ্ছ ছেদন করিয়াছিল; তাহা দুই লোকে বহন করিয়া আনিল; আর সেই স্থানহইতে তাহারা কতক দাড়িম ও ডুম্বুর ফলও আনিল। পরে ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইলে তাহারা তাহাদিগকে সেই দেশের ফল দেখাইল। এবং বর্ণনা করিয়া বলিল, তোমরা যে দেশে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল, আমরা সে দেশে গেলাম; সে দুখ মধু প্রবাহি দেশ বটে, আর এই ২ তাহার ফল। কিন্তু

সে দেশের লোকেরা অত্যন্ত বলবান, আর অতি বৃহৎ প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করে। এবং আমরা অতিশয় দীর্ঘকায় লোকদিগকে দেখিলাম। তাহাদের কাছে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে কড়িঙ্গের ন্যায় ছিলাম, এবং তাহাদিগের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ ছিলাম। পরে সমস্ত মণ্ডলী ভীত হইয়া উঠিয়া কহিল, হায়! আমরা যদি মিসর দেশে মরিতাম, কিম্বা এই প্রান্তরে আমাদের মৃত্যু হইত, তবে ভাল হইত। আইস আমরা এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া মিসর দেশে ফিরিয়া যাই। তখন ঐ বারো জন চরের মধ্যে যিহোশূর ও কালেব নামক দুই জন মণ্ডলীকে বলিল, ভীত হইও না, প্রভু আমাদের সমভিব্যাহারে থাকিয়া ঐ দেশে লইয়া যাইবেন। কিন্তু লোক সকল ঐ কথা শুনিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরঘাত করিতে উদ্যত হইল। তখন মণ্ডলীর আবাসে ইস্রায়েল লোকের সম্মুখে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল; এবং পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং তাহাদের মধ্যে এত আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলেও তাহারা আমাকে প্রত্যয় করিতে কত বিলম্ব করিবে? ইস্রায়েল বংশ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করিল, তাহা আমি শুনিলাম; তুমি তাহাদিগকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি নিত্য হই, তবে আমার কর্ণগোচরে তোমরা

যে কথা কহিয়াছ, আমি তোমাদের প্রতি তজ্ঞপ করিব। তোমাদের বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার অধিক বৎসর বয়স্ক যত ব্যক্তি আমার বিবন্ধে বচসা করিয়াছে, তাহারা সকলে ঐ প্রান্তরে পতিত হইবে। এবং চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে থাকিয়া কালের ও যিহোশূয় ভিন্ন আর সকলে মরিবে; কিন্তু যে মন্তানদের বিষয়ে তোমরা কহিলে, যে তাহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করাইব; এবং যে দেশ তোমরা তুচ্ছ করিয়াছ, তাহারা তাহা জ্ঞাত হইবে।

২৯। লোকদের বিগম্বাদ।

কিষ্টিঃ কাল পরে ইস্রায়েল লোকেরা পুনর্ব্বার মূসা ও হারোণের বিপরীতে উঠিল। লেবী বংশের কোরহ নামক এক জন, এবং কাবেন্ বংশের দাথন ও অবীরাম নামক দুই জন, আর ইস্রায়েল বংশের আড়াই শত প্রধান লোক একত্র হইয়া মূসা ও হারোণকে ভৎসনা করিল। তাহাতে মূসা বলিল, কল্য তোমরা ধূনাচি লইয়া প্রভুর সম্মুখে আইস; প্রভু কাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহা প্রকাশ হইবে। পরে কোরহ সকল লোকদিগকে একত্র করিলে পরমেশ্বর মণ্ডলীকে কহিলেন, তোমরা কোরহের ও অবীরামের ও দাথনের তাম্বুর সমীপহইতে উঠিয়া যাও; কেননা আমি তাহাদিগকে এক নিমিষে

নষ্ট করিব। তখন লোক সকল দূরে গেল পৃথিবী
আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগের গৃহ ও স্ত্রী
প্রভৃতি পরিবার ও সম্পত্তি সকল গ্রাস করিল; এবং
তাম্বুহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ধূপ নিবেদনকারি ঐ
দুই শত পঞ্চাশ মনুষ্যকে সংহার করিল। এই রূপে
ঈশ্বর মূসাকে শাসনকর্তৃত্বপদে ও হারোণকে যাজকত্বপদে স্থাপিত করিলেন। তথাপি লোকেরা
মূসা ও হারোণের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া কহিল,
তোমরা প্রভুর লোকদিগকে নষ্ট করিয়াছ। তা-
হাতে প্রভু তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া মহামারী-
দ্বারা তাহাদিগের চতুর্দশ সহস্র মণ্ড শত মনুষ্যকে
নষ্ট করিলেন। পরে মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর নিমি-
তে প্রার্থনা করিলে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

পরে লোকেরা প্রস্থান করিয়া সীন প্রান্তরস্থ কা-
দেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকিল। তখন ঐ
স্থানে জল না পাওয়াতে সকল লোক মূসা ও হা-
রোণের বিপরীতে পুনর্বার বচসা করিল। তাহাতে
মূসা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আজ্ঞা দিয়া
কহিলেন, তোমরা দুই জনে যষ্টি লইয়া সমস্ত মণ্ড-
লীকে একত্র কর; পরে তুমি তাহাদিগের সম্মুখে
পর্বতকে জল দিতে কহ, তাহাতে জল নির্গত হই-
বে। অনন্তর মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়ে-
লের মণ্ডলীকে একত্র করিয়া কহিল, হে অত্যাচারি-
গণ, মনোযোগ কর, আমি কি তোমাদের নিমিত্তে

এই পর্বতহইতে জল নির্গত করিব? কিন্তু মূসা পর্বতকে কিছু না কহিয়া ক্রোধাশ্রিত হইয়া আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দুই বার যষ্টিদ্বারা পর্বতকে আঘাত করিল; তাহাতে পর্বতহইতে অতিশয়রূপে জল নির্গত হইলে সমুদয় মণ্ডলী ও তাহাদের পশু সকল জল পান করিল। পরে প্রভু মূসা ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েলের সমস্তানদের সম্মুখে আমাকে প্রত্যয় করিলা না; অতএব আমি এই মণ্ডলীকে যে দেশ দিব, সেই দেশে তোমরা তাহাকে প্রবেশ করাইবা না। অপর সেই জলের নিরীবা, অর্থাৎ বিসম্বাদের জল, এই নাম হইল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে ইস্রায়েলের সমস্তানেরা হোর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে হারোণ ঐ স্থানে মরিল। আর ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হারোণের পুত্র ইলিয়াসর যাজক হইল। পরে চল্লিশ বৎসরের শেষ বৎসরে ইস্রায়েল লোকেরা ইদোম দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া মূসাকে কহিল, তুমি কেন আমাদের মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়া নষ্ট করিলা? কেননা এ দেশে অন্ন নাই ও জল নাই, এবং এই লঘু অন্ন আমাদের কাছে ভাল লাগে না। তখন পরমেশ্বর লোকদিগের মধ্যে অগ্নিবৎ সর্প প্রেরণ করিলেন। তাহারা তাহাদিগকে দংশন করিল; তাহাতে ইস্রায়েল বংশের অনেক লোক মরিল। পরে তাহারা মূসাকে কহিল, আমরা পাপ করি-

যাছি; তুমি প্রভুর স্থানে প্রার্থনা কর, এই সর্প সকল যেন আমাদের নিকটহইতে দূরীকৃত হয়। পরে যূসা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আত্মা দিয়া কহিলেন, তুমি এক বিষদ সর্পের পিতৃলময় আকৃতি নির্মাণ করিয়া দণ্ডাথে রাখ; তাহাতে সর্পের দংশনেতে পীড়িত যে কোন ব্যক্তি ঐ পিতৃলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বাঁচিবে। তখন যূসা ঐ রূপ পিতৃলের সর্প দণ্ডাথে রাখিলে ঈশ্বরের আত্মানুসারে যে ২ ব্যক্তি ঐ সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিল, সকলেই বাঁচিল।

৩০। বিলিয়মের স্বভাস্ত।

তাহার পর ইস্রায়েল লোকেরা যাত্রা করিয়া যখন যিশীমোনের নিকটস্থ পিসুগা পর্বতে উপস্থিত হইল, তখন ইমোরীয়দের রাজা মীহোনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ইহা কহিল, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদেরকে যাইতে দেও। কিন্তু মীহোন অনুমতি না দিয়া আপন লোকদিগকে সমজ্জ করাইয়া সঙ্গে লইয়া ইস্রায়েল লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইল। পরে ইস্রায়েল লোক যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেই দেশ আক্রমণ করিল, এবং মীহোনের নগরে বসতি করিল। পরে ওগ নামে বাশানের রাজা আপন দেশের মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি না দিলে তাহারা তাহাকেও জয়

করিয়া তাহার দেশ অধিকার করিল। পরে ইস্রায়েল যাত্রা করিয়া যিরীহোর সম্মুখস্থ যর্দনের পূর্ব-তীরে মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

তখন বালাক নামে মোয়াবীয়দের রাজা ইস্রায়েল লোককে দেখিয়া ভীত হইয়া বিলিয়মের নিকটে ইহা কহিতে দূত প্রেরণ করিল, আইস, আমার নিমিত্তে ইস্রায়েল বংশের প্রতি অভিশাপ দেও; তাহারা বলবান হইয়া আমাদের যেন জয় করিতে না পারে। তুমি যাহাকে যে কথা কহ, সে কথা অবশ্য সফল হয়, ইহা আমি জানি। তাহাতে পরমেশ্বর বিলিয়মকে বলিলেন, তুমি সেই দূতগণের সহিত গমন করিও না, এবং ইস্রায়েল বংশকে অভিশাপ দিও না; কেননা তাহারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে বালাক রাজা পুনশ্চ অতিশয় মান্য অন্য অধ্যক্ষদিগকে প্রেরণ করিল; সেই দূতগণ বিলিয়মকে অধিক মর্যাদা ও দানের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিলে সে তাহাদের সঙ্গে গেল। কিন্তু ঈশ্বরের দূত হস্তে খড়্গ করিয়া তাহার শত্রুরূপে পাথে দণ্ডায়মান হইল। বিলিয়ম গর্দভীতে আরোহণ করিয়াছিল; তখন গর্দভী দূতকে দেখিয়া পাথের পার্শ্বে গেল। বিলিয়ম গর্দভীকে পাথে ফিরিয়া আনিবার কারণ প্রহার করিল; যেহেতু বিলিয়ম দূতকে দেখে নাই। কিন্তু গর্দভী পুনর্বার পশ্চিমমুখে দূতকে দেখিয়া ভূমিতে পড়িল;

তাহাতে সে যষ্টি লইয়া গর্দভীকে আঘাত করিলে
 প্রভু গর্দভীকে বাকশক্তি দিলেন। তখন গর্দভী
 বিলিয়মকে বলিল, আমি তোমার কি করিয়াছি,
 যে তুমি আমাকে প্রহার করিতেছ? তাহাতে
 বিলিয়মের চক্ষু উন্মীলিত হইলে সেও ঐ দূতকে
 দেখিল; আর দূত তাহাকে কহিল, আমি তোমাকে
 যে কথা কহিব, তুমি বালাক রাজার নিকট গিয়া
 সেই কথা কহিবা। পরে বিলিয়ম বালাক রাজার
 নিকট গেলে তাহার। বালদেবের মূর্তিবিশিষ্ট উচ্চ
 স্থানে ঈশবেদ্য করিল। তখন ঈশ্বর তাহাকে যে
 কথা কহিলেন, সেই সকল কথা বিলিয়ম প্রকাশ
 করিয়া বলিল, দেখ, যাহাকে প্রভু শাপ দেন নাই,
 তাহাকে আমি কি রূপে শাপ দিতে পারি? যাহার
 প্রতি প্রভু আক্রোশ করেন নাই, তাহার প্রতি আমি
 কি রূপে আক্রোশ করিতে পারি? দেখ, আমি
 আশীর্বাদ করিতে আজ্ঞা পাইলাম, তিনিও আশী-
 র্বাদ করিয়াছেন, এবং আমি তাহার অন্যথা করি-
 তে পারিব না। তখন বালাক রাজা বিলিয়মকে
 বলিল, তুমি আমার প্রতি কি করিলা? আমি শত্রু-
 দিগকে শাপ দিতে তোমাকে ডাকাইয়াছিলাম,
 তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে তিন বার আশী-
 র্বাদ করিলা; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মান
 করিতে আনিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু তোমার সম্মা-
 নের ব্যাঘাত করিয়াছেন। তাহার পর বিলিয়ম

বিদায় হইয়া আপন স্থানে গমন করিল। পরে
ইজ্রায়েল লোক জয়ী হইয়া মোয়াবীয় লোকদি-
গকে বধ করিল।

৩১। মূসার মৃত্যুর বিষয়।

যে সকল মনুষ্যকে মূসা মিসর দেশহইতে বা-
হিরে আনিয়াছিল, তাহারা সকলে প্রান্তরে মরিল।
তাহাদিগের মধ্যে কেবল কালেব ও যিহোশূয়
জীবিত থাকিয়া কিনান দেশ দেখিতে পাইল। পরে
মূসার মৃত্যু উপস্থিত হইলে প্রভু মূসাকে কহিলেন,
তুমি নিবো পর্বতের শৃঙ্গে উঠ, সেই স্থানহইতে
আমি তোমাকে কিনান দেশ দেখাইব; কিন্তু তুমি
সেই দেশে প্রবেশ করিবা না। পরে মূসা ইজ্রায়েল
মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরের উপ-
কার স্মরণ করাইল, এবং সকল ব্যবস্থা পুনরায়
প্রকাশ করিল, ও আশীর্বাদ ও শাপ দেখাইল।
পরে সে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা
করিল, তোমাদিগের জাতাদের মধ্যহইতে প্রভু
আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে উত্থাপন
করিবেন; তাঁহার কথা তোমরা শুনিবা। তৎপরে
মূসা পর্বতের শৃঙ্গে উঠিলে ঐ স্থানে তাহার মৃত্যু
হইল। আর প্রভু তাহাকে এক নিম্ন ভূমিতে কবর
দিলেন, সেই কবর অद्याপি কেহ জ্ঞাত নহে। মূ-
সার মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম এক শত বিন্শতি

বৎসর ছিল; তথাপি তাহার চক্ষু নিস্তেজ হয় নাই, এবং তাহার স্বাভাবিক বল হ্রাস পায় নাই। মিসর দেশে কিরোণের ও তাহার সমস্ত দাসদের ও তাহার তাবৎ দেশের প্রতি যাহা করিতে পরমেশ্বর যুসাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে ও মহা প্রবল হস্তে এবং সমস্ত ইস্রায়েল বংশের দৃষ্টিতে রূত সমস্ত মহাভয়ঙ্কর কর্ম্মেতে যুসার তুল্য আর কোন ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েল বংশেতে জন্মিল না। কেননা পরমেশ্বর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন।

৩২। যিহোশূয়ের বিষয়।

এ ঘটনার পরে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সম্ভ্রান-দিগের শাসনকর্ত্তা হইল, এবং পরমেশ্বর যুসার ন্যায় তাহারও সঙ্গে থাকিলেন। যুসা যেমন ইস্রায়েল লোকদিগকে পদব্রজে সমুদ্র পার করাইয়া-ছিল, যিহোশূয় তদ্রূপ তাহাদিগকে পদব্রজে বর্দন নদী পার করাইল। পরে সকল লোক সেই নদী পার হইলে প্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ, আমি এই যিরীহো নগর ও তাহার রাজাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। তখন লোকেরা সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রভুর আজ্ঞানুসারে যাজকেরা নিয়মসিদ্ধক লইয়া ও তাহার অগ্রে সপ্ত জন তুরী বাজাইয়া ও সকল লোক সুসজ্জাভূত হইয়া

সেই নগর প্রদক্ষিণ করিল। ছয় দিবস পর্যন্ত প্রতিদিন এই রূপ করিলে সপ্তম দিবসে তাহারা সপ্ত বার নগর প্রদক্ষিণ করিল। অপর যিহোশূয় লোকদিগকে বলিল, তোমরা জয়ধ্বনি কর, যেহেতু প্রভু নগর তোমাদিগকে দিয়াছেন। পরে সেই তুরীধ্বনিতে ও জয়নাদে যিরীহোর প্রাচীর পড়িয়া ভুমিসাৎ হইল। তাহাতে ইস্রায়েল লোকেরা নগরে প্রবেশ করিয়া তথাকার কিনানীয় লোকদিগকে নষ্ট করিল ও নগর দখল করিল। তদবধি তাহারা কএক বৎসরের মধ্যে কিনান দেশের একত্রিশ রাজাকে দমন করিয়া তাহাদিগের দেশ ও নগর প্রাপ্ত হইল। এক বার কিনান দেশের পঞ্চ জন রাজা সন্মিলন হইয়া ইস্রায়েল লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল; তাহাতে ইস্রায়েল লোক তাহাদিগের বলবান সৈন্যগণকে দেখিয়া সকলে ভীত হইল। পরে প্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, ভীত হইও না, আমি কল্য তোমার হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিব। তখন ইস্রায়েল লোকেরা কিনানদেশীয় লোকদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইলে যিহোশূয় চন্দ্র ও সূর্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, যাবৎ আমরা শত্রুদিগকে নষ্ট না করি, তাবৎ তোমরা স্থগিত হও। তখন সেই রূপ হইল।

কিনান দেশের ঐ একত্রিশ রাজাকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের নগর সকল হস্তগত করিলে

পরে যিহোশূয় দেশকে বিভাগ করিল। কাবের বংশ ও গাদ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ যর্দন নদীর পূর্বদিগে অধিকার প্রাপ্ত হইল। অন্য নয় বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ যর্দন নদীর পশ্চিমতীর ও সমুদ্রের মধ্যস্থিত দেশে বাস করিল। লেবির বংশ কোন অধিকার পাইল না; কিন্তু দেশের নানা অঞ্চলে স্থিত বিশেষ ২ নগর তাহাদের বাসস্থান হইল, কারণ তাহারা যাজক ছিল। মণ্ডলীর আবাম ও নিয়মসিদ্ধুক শীলো নগরে স্থাপিত হইল। পরে যিহোশূয় ইস্রায়েল লোকদিগকে শিখিম নগরে একত্র করিল, এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া প্রভুর দয়া অরণ করাইল, ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে অনুরোধ করিল, এবং কহিল, প্রভুকে ভয় কর, এবং সরলান্তঃকরণে ও সত্যতাতে তাঁহার সেবা কর; অন্য দেবতার সেবার নিমিত্তে প্রভুকে ত্যাগ করিও না। তোমরা যদি অন্য দেবতাকে মানিতে চাহ, তবে যাহার সেবক হইবা, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর। কিন্তু আমি ও আমার পরিবার, আমরা তাহার সেবক হইব না; আমরা প্রভুর সেবা করিব। ইহা শুনিয়া সকল লোক উত্তর দিয়া কহিল, এমত মতি আমাদিগের না হউক, যে আমরা অন্য দেবতার সেবার নিমিত্তে প্রভুকে পরিত্যাগ করি। কিছু কাল পরে যিহোশূয়ের মৃত্যু হইল।

৩৩। বিচারকর্তাদের বিষয়।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদের প্রতিজ্ঞানুসারে আচরণ করিল না; তাহারা অনেক কাল অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া ঈশ্বরকে অমান্য করিল; এই কারণে প্রভু তাহাদিগকে হিব্রু লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যখন অনুতাপ করিল, তখন ঈশ্বর বিচারকর্তা ও প্রসিদ্ধ যোদ্ধাদিগকে উত্থাপন করিয়া তাহাদিগের উপকার করিলেন। সেই বিচারকর্তারা ইস্রায়েলের লোকদিগকে শাসন করিত।

এক বার মিদিয়নীয় লোকেরা আপন ২ পশুপালের সমভিব্যাহারে প্রান্তরহইতে আসিয়া ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য সকল হরণ করিয়া লইল। মণ্ড বৎসর পর্যন্ত এই প্রকার হইল; ইস্রায়েল লোকেরা তাহাদিগের প্রতিরোধ করণে অসমর্থ ছিল। ঐ কালে ঈশ্বর মিনশি বংশীয় গিদিয়োন নামে এক জনকে উৎপন্ন করিয়া আপন দূতদ্বারা বলিলেন, হে বলবান, প্রভু তোমার সঙ্গী হউন। তাহাতে গিদিয়োন বলিল, প্রভু যদি আমার সহায় হন, তবে ঐ সমস্ত আমাদের ঘটিয়াছে কেন? এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁহার যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল আমাদের জানাইল, তাহা কোথায়? তাহাতে প্রভু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তোমার এই পরাক্রমেতে গমন কর; তুমি মিদিয়নীয়দের

হস্তহইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিবা; কেননা আমি তোমাকে প্রেরণ করি। তখন গিদিয়োন উত্তর দিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি কিমের দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিব? মিনশি বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী দরিদ্র, এবং আমার পিতার পরিবার সৰ্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। পরে প্রভু তাহাকে কহিলেন, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গী হইব; এবং তুমি এক মনুষ্যের ন্যায় মিসিয়নীয়াদিগকে প্রহার করিবা। তখন গিদিয়োন প্রভুর আজ্ঞানুসারে আপন পিতার বাল দেবের যে বেদি ছিল, তাহা ভগ্ন করিল এবং তাহার নিকটস্থ চৈতরক্ষ ছেদন করিল। কিন্তু অকুতোভয়ে এমনত কৰ্ম করিতে নগরবাসি লোকেরা অতি ক্রোধান্বিত হইয়া গিদিয়োনকে বধ করিবার নিমিত্তে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার পিতা বলিল, তোমরা কি বাল দেবের নিমিত্তে উত্তর প্রত্যুত্তর করিবা? সে যদি ঈশ্বর হয়, তবে আপনার নিমিত্তে আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর করুক। পরে আপনার আশ্রয় ঈশ্বরহইতে হইল কি না, ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্তে গিদিয়োন প্রভুর কাছে এক চিহ্ন প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি এক মেয়ের ছিন্ন লোম ভূমিতে রাখিব, সেই লোম যদি শিশিরে ভিজা হয়, এবং সমস্ত ভূমি যদি শুষ্ক থাকে, তবে আমি জানিব, যে আপনি আপন বাক্যানুসারে আমার

হস্তের দ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন। অন্তর পর দিবস সে প্রত্যয়ে উঠিয়া সেই উর্ণাহইতে এক বাটি শিশির নিঙ্গড়াইয়া ফেলিল। পরে গিদিয়োন আর বার প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি যদি পুনরায় নিবেদন করি, তবে আমার প্রতি প্রভুর ক্রোধ না হউক; এখন সমস্ত ভূমির উপর শিশির হউক, কেবল উর্ণা শুষ্ক থাকুক। তখন ঈশ্বর ঐ রাত্রিতে এই প্রকার করিলেন, যে উর্ণা শুষ্ক থাকিল, কিন্তু সমস্ত ভূমির উপরে শিশির পড়িল। পরে গিদিয়োন ইস্রায়েলীয় লোকদিগের নিকটে দূত পাঠাইলে বত্রিশ হাজার ব্যক্তি আইল; কিন্তু গিদিয়োন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এই কথা প্রকাশ করিল, যে কেহ ভয়ান্ত, সে ফিরিয়া যাউক; তাহাতে বাইশ হাজার মনুষ্য তাহার সৈন্যদল ত্যাগ করিল। তাহাতে প্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, লোক এখন পর্য্যন্তও অধিক আছে; তাহাদিগকে জল-সমীপে আন, সেই স্থানে আমি তাহাদিগের পরীক্ষা লইব; তাহাতে ইস্রায়েল লোকেরা জ্ঞাত হইবে, যে তাহাদের সৈন্য নহে, কিন্তু আমি তাহাদিগের রক্ষাকর্তা। সেই পরীক্ষার পরে কেবল তিন শত মনুষ্য গিদিয়োনের সঙ্গে থাকিল। পরে গিদিয়োন ঐ তিন শত লোককে তিন দল করিয়া ভাগ করিল, এবং প্রত্যেক জনের হস্তে এক ২ তুরী ও ঘটের মধ্যে এক ২ মশাল দিল; পরে তাহারা রাত্রিকালে তিন

দিগে মিদিয়নদের সৈন্য ঘেরিল, এবং তুরী বাজাইয়া ঘট ভাঙ্গিয়া মশাল উঠাইয়া এক মুখে “প্রভুর ও গিদিয়োনের তলোয়ার,” এই কথা কহিয়া চীৎকার করিল। তাহাতে মিদিয়নেরা অতি ভয়ান্ত হইয়া অস্বাকারে আপনাদের অনেক লোককে বধ করণ পূৰ্ব্বক পলায়ন করিল। পরে গিদিয়োন দূতদিগকে পাঠাইলে ইফুয়িম পর্বতহইতে ইস্রায়েল লোকেরা মিদিয়নদের পশ্চাৎ ২ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিল, ও তাহাদের অনেক পশু ও দ্রব্যাদি অপহরণ করিল। পরে সেই বিজয়ি গিদিয়োন কহিয়া আইলে ইস্রায়েল লোকেরা তাহাকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু গিদিয়োন বলিল, এমন না হউক, কেবল ঈশ্বর তোমাদের প্রভু হইবেন।

৩৪। ক্রান্তের বিবরণ।

বিচারকর্তাদের সময়ে কিনানদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে বৈৎলেহম নগরহইতে ইলীমেলক নামে এক জন আপন স্ত্রী নয়মী ও দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মোয়াবীয়দের দেশে গেল; এবং সেই স্থানে দীর্ঘ কাল প্রবাস করাতে তাহার দুই পুত্র অর্পা ও কন নামে দুই মোয়াবীয় কন্যাকে বিবাহ করিল। কিন্তু অল্প কাল পরে ইলীমেলক ও তাহার দুই পুত্র মরিল; তাহাতে নয়মী দরিদ্র বিধবা হইয়া কিনান

দেশে ফিরিয়া যাইতে স্থির করিল। প্রথমে অর্পা ও ক্বাৎ নাম্নী তাহার দুই পুত্রবধূ উভয়ে তাহার সহিত প্রস্থান করণের ইচ্ছা দেখাইল; পরে নয়মী তাহাদিগকে আপন দেশে থাকিতে বলিলে অর্পা তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিজ জন্মদেশে থাকিল; কিন্তু ক্বাৎ কহিল, তোমাকে ছাড়িয়া যাওনের বিষয়ে আমাকে মিনতি করিও না; কেননা তুমি যে স্থানে যাইবা, আমি সেই স্থানে যাইব; তোমার লোক আমার লোক হইবে, এবং তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর হইবেন। তখন নয়মী ত্যাগ করণের বিষয়ে আর কিছু কহিল না। পরে তাহারা গিয়া বৈৎলেহম নগরে উপস্থিত হইলে সেই স্থানের লোকেরা নয়মীকে দেখিয়া মান্যমান করিয়া বলিল, তুমি কি নয়মী? সে বলিল, আমাকে নয়মী অর্থাৎ হর্ষযুক্তা বলিয়া আর ডাকিও না, কিন্তু আমার নাম মারা অর্থাৎ শোকান্বিতা রাখিও; কেননা আমার ক্লেশ অতিশয় হইল। আমি পরিপূর্ণা হইয়া বিদেশে গিয়াছিলাম, ঈশ্বর শূন্যহস্তে পুনর্বার বাটীতে আনিয়াছেন। নয়মী যব কাটনের আরম্ভে বৈৎলেহমে উপস্থিত হইলে ক্বাৎ শীঘ্র কুড়াইতে ক্ষেত্রে গেল, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ইলীমেলকের জ্ঞাতি বোয়স নামে এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পরে বোয়স আপনার শস্যক্ষেদকদিগের নিকট গিয়া যখন ক্বাতের দেখা পাইল, তখন তাহা-

দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ যুবতি কে? অনন্তর সে যে নয়মীর পুত্রবধূ হয়, ইহা শুনিয়া সে কতের সহিত প্রীতিপূর্বক আলাপ করিয়া এই কথা কহিল, তোমার স্বামির মরণকালাবধি তুমি শাশুড়ীর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতেছ, তাহা আমি জানি; তুমি যাহার নিকট আশ্রয় লইতে আসিয়াছ, সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমার ক্রিয়ার প্রতিফল দিবেন। তাহাতে বোয়স আপনার দাসদিগকে কহিল, তোমরা ঐ মোয়াবীয় কন্যার প্রতি সৌজন্য কর, ও তাহার নিমিত্তে অনেক ২ শস্য ফেলিয়া দেও। পরে কএ বাটীতে গিয়া আপন শাশুড়ীকে সে সকল বিবরণ কহিল। তখন নয়মী বলিল, জীবনের ও মৃতদের প্রতি সেই ব্যক্তি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার নিমিত্তে ঈশ্বর তাহাকে আশীর্বাদ করুন। তদবধি কএ শস্য কাটনের সময় প্রতিদিন বোয়সের ক্ষেত্রে শীঘ্র কুড়াইতে গেল। তাহাতে বোয়স তাহার উত্তম ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রতি মন্তুষ্ট হইল। ইস্রায়েল দেশে এমন রীতি ছিল, কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা তাহার ভ্রাতার কিম্বা নিকটবর্ত্তি জ্ঞাতীর কর্তব্য। নয়মী এই ব্যবহার বিবেচনা করিয়া কএকে উপদেশ দিল; তাহাতে ইস্রায়েল লোকদিগের আচারানুসারে কএ বোয়সের সহিত সাক্ষাৎ করিলে শস্য কাটনের সময়ের

পর তাহাদের বিবাহ হইল। এই কাপে সেই দরিদ্র মোয়াবীয়া যুবতী দায়ূদ নামে মহান রাজার প্র-
পিতামহী হইল। অর্থাৎ কাতের সন্তান ওবেদ, তা-
হার সন্তান যিশয়, সেই যিশয় দায়ূদ রাজার পিতা
হইল।

৩৫। এলির ও শিগুয়েলের বিষয়।

ইস্রায়েল দেশের শান্তি হইলে এলি নামে মহা-
যাজক বিচারকর্তা হইল। সেই সময়ে ঈশ্বরের নি-
য়মসিদ্ধক শীলো নগরে স্থাপিত থাকাতে ইস্রায়েল
লোকেরা আরাধনা করিবার নিমিত্তে ঐ স্থানে
একত্র হইত। বিশেষতঃ ইল্কানাঃ নামে এক ব্যক্তি
বৎসরে ২ সপরিবারে প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে
আসিত। হান্না নামে তাহার স্ত্রীর পুত্র ছিল না,
তজ্জন্য সে অতি দুঃখিতা হইয়া এক বার মণ্ডলীর
তাম্বুর নিকট প্রার্থনা করিতে গেল। এলি যাজক
দীর্ঘকাল তাহার মুখচালন দেখিয়া এবং শব্দ না শু-
নিয়া বলিল, তুমি কত ক্ষণ মাতাল হইয়া থাকিবা?
তাহাতে হান্না আপন ক্লেশ ও প্রার্থনার অভিপ্রায়
তাহাকে জানাইলে এলি বলিল, কুশলে যাও;
তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা ঈশ্রায়েলের
ঈশ্বর তোমাকে দিউন। তাহাতে হান্না উঠিয়া
গেল, আর বিলাপ করিল না; কেননা প্রার্থনা করা-
তে ঈশ্বর তাহাকে সন্তান দিয়াছিলেন। পরে প্রভু

তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহাকে এক পুত্র দিলেন ; হান্না তাহার নাম শিমুয়েল অর্থাৎ ঈশ্বর-হইতে প্রাপ্ত রাখিল। কএক বৎসর পরে তাহার পিতামাতা পার্বের সময়ে তাহাকে শীলোতে আনিয়া, তদবধি সে যাজকের নিকট উপদেশ পাইবার নিমিত্তে থাকিল ; কেননা তাহার মাতা ঈশ্বরকে সেই পুত্র দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। পরে বালকের পিতামাতা বৎসর ২ শীলোতে আসিয়া তাহার সদাচরণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। এবং অল্প কাল পরে ঈশ্বর আপনি তাহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিলেন। হফি ও পীনিহস নামে এলি যাজকের দুই পুত্র ছিল, তাহারা অতি দুষ্ট লোক ; এবং তাহাদের ঘণাই ব্যবহারদ্বারা ঈশ্বরের পূজ্য স্থান অপবিত্র হইল। এলি তাহাদিগকে চেতনা দিলে তাহারা আজ্ঞা পালন করিল না ; আর তাহাদের পিতা এলি তাহাদিগকে শাস্তি না দেওয়াতে তাহারা প্রতিদিন আরও অধিক দুষ্ট হইল।

ইতি মধ্যে শিমুয়েল বড় হইয়া প্রভুর সেবা করিত। এক রাত্রি ঈশ্বর তাহাকে ডাকিলেন, হে শিমুয়েল, হে শিমুয়েল। তাহাতে সে জাগিয়া মনে কহিল, এলি আমাকে ডাকিতেছে ; ইহা ভাবিয়া সে উঠিয়া এলির নিকটে গেল ; কিন্তু এলি তাহাকে ডাকে নাই। পরে দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার প্রভু সেই বালককে ডাকিলে এলি তাহার ভাব বুঝিয়া

শিমুয়েলকে কহিল, প্রভু যদি তোমাকে পুনর্জীবন
ডাকেন, তবে তুমি কহিও, হে প্রভো, কহুন, আ-
পনকার দাম গ্রহণ করিতেছে। তখন শিমুয়েল যা-
ইয়া স্থানে শুইলে প্রভু আর বার শিমুয়েল শিমু-
য়েল বলিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সে উত্তর দিয়া
কহিল, হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাম গ্রহণ
করিতেছে। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ আমি ইস্রা-
য়েল দেশে এক কার্য করিব; তাহা যে কেহ শুনিবে,
তাহার কণ বান বান করিবে; আমি এলির ও তা-
হার বংশের দণ্ড করিব; কেননা তাহার পুত্রেরা
আপনাদিগকে অধম করিলে সে তাহাদিগকে
নিষেধ করিল না।

পরে প্রাতঃকালে এলি শিমুয়েলকে দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু তোমার প্রতি কি প্রকাশ
করিয়াছেন? আমাকে কিছুই গোপন করিও না।
শিমুয়েল ভয়যুক্ত হইলেও সমস্ত বিবরণ কহিতে
লাগিল। তখন এলি কহিল, তিনি প্রভু, তাহার
দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা তিনি আমার প্রতি কখন।
কিছু কাল পরে ইস্রায়েলীয় লোকেরা পিলেষ্টীয়-
দের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল; তাহাতে
ইস্রায়েলীয় অধ্যক্ষেরা ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগকে পুন-
র্জীবন একত্র করিয়া সাহস জন্মাইবার জন্যে প্রভুর
নিয়মসিদ্ধক আনিতে আত্মা করিল। অনন্তর এলির
পুত্রেরা নিয়মসিদ্ধক শিবিরের মধ্যে আনিল;

কিন্তু পিলেষ্ঠীয়েরা তাহা শুনিয়া আপন মৈন্য-
দিগকে আরো বলবান করিল, এবং তাহাদের
যুদ্ধেতে এমন পরাজয় হইল, যে ইস্রায়েলীয় মৈ-
ন্যদের ত্রিশ হাজার লোক হত হইল। সেই সময়ে
এলি সমাচার পাইবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া
বাহিরে যাইয়া পথের পাশ্বে বসিল। তখন শিবির-
হইতে এক জন দূত আইলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, হে আমার পুত্র, মৈন্যস্থানে কি হইতেছে?
তাহাতে সে বলিল, ইস্রায়েল পিলেষ্ঠীয়দের সম্মুখ-
হইতে পলাইয়াছে, আর তোমার দুই পুত্র মরি-
য়াছে, এবং ঈশ্বরের সিন্ধুক ধরা পড়িয়াছে। এলি
তাহা শুনিয়া আশঙ্কায় চৌকিহইতে পশ্চাৎ দিগে
পড়িলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরে
পিলেষ্ঠীয়েরা ঈশ্বরের সিন্ধুক লইয়া অসদোদ নগরে
গমন করিল; পরে দাগোন নামক আপনাদিগের
দেবতার মন্দিরের মধ্যে তাহা রাখিল। পরদিবস
প্রাতে আসিয়া তাহাদিগের সেই দেব ছিন্নমস্তক
ও ছিন্নহস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছে দেখিল, এবং
অসদোদবাসি লোক সকলের উপর ঈশ্বরের কঠিন
হস্ত অপিত হওয়াতে তাহারা পীড়িত হইয়া মড়-
কেতে মরিতে লাগিল। পরে ঈশ্বরের সিন্ধুক একা-
দিক্রমে অন্য চারি নগরে আনা গেলে তথায়ও
মড়ক উপস্থিত হইল; কিন্তু সাত মাস পরে কুশল
হইবে, পিলেষ্ঠীয়েরা ইহা বিবেচনা করিয়া সে সিন্ধুক

ইস্রায়েলদিগকে ফিরিয়া দিল। পরে ইস্রায়েল লোকেরা বিশ্রুতি বৎসর পর্যন্ত পিলেষ্টীয়দের শাসনে নিগৃহীত হইল, এবং ঐ কালের পরে তাহারা আপনাদিগের পৈতৃক ঈশ্বরের সেবা করিতে পরামর্শ করিল। তাহাতে প্রভু তাহাদিগকে পিলেষ্টীয়দের নিগ্রহহইতে উদ্ধার করিলেন, এবং তাহাদিগের নগর সকল পুনর্বার অধিকার করাইলেন। তখন শিমূয়েল পিলেষ্টীয়দের সীমাতে এক প্রস্তর স্থাপিত করিয়া তাহার উপর এবেন-এযর অর্থাৎ “এই অবধি প্রভু আপনাদিগের উপকার করিয়াছেন,” ইহা লিখিল। পরে শিমূয়েল ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ হইয়া যথার্থ বিচার করিল।

৩৬। শিমূয়েল ও সোলের বিষয়।

শিমূয়েল বৃদ্ধ হইয়া স্বয়ং বিচার করণের ক্ষমতা না থাকাতে আপন পুত্রদিগকে প্রধান করিল; কিন্তু তাহারা লোভী হইয়া পিতার ন্যায় যথার্থ বিচার করিত না। ইস্রায়েল লোকেরা ইহা জ্ঞাত হওয়াতে এক দিবস সমস্ত প্রধানেরা রামা নগরে আসিয়া শিমূয়েলকে কহিল, তাবৎ ইস্রায়েল লোক বিচারকর্তার পরিবর্তে এক জন রাজা ইচ্ছা করে। এই প্রসঙ্গে শিমূয়েল বিরক্ত হইল, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি তাহাদের কথা শুন ও তাহাদের ইচ্ছামত কর; কেননা তাহারা তোমাকে

ত্যাগ করে নাই, আমাকেই ত্যাগ করিয়াছে, যেন আমি আর তাহাদের উপর প্রভুত্ব না করি। ঐ সময়ে বিন্যামীন বংশের কীস নামে এক জনের কএকটা গর্দভ হারাইলে সে শৌল নামক পুত্রকে এক জন দাসের সমভিব্যাহারে ঐ গর্দভদিগের অনুসন্ধান করিতে পাঠাইল। পরে তাহারা অনেক দিবস পর্যন্ত স্থানে ২ অন্বেষণ করিয়া রাখার নিকট আইলে দাস শৌলকে বলিল, আইস আমরা এই নগরে যাইয়া শিমূয়েলকে জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর শৌলের সহিত মাফাৎ হওনের পূর্বে প্রভু শিমূয়েলকে কহিলেন, দেখ, যাহার বিষয়ে আমি বলিয়াছি, যে আমার লোকদিগের উপর কর্তৃত্ব করিবে, সে জন আসিতেছে। পরে শৌল আইলে শিমূয়েল তাহার জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়া কহিল, সেই গর্দভদিগের বিষয়ে উদ্বেগ হইও না, কেননা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইস্রায়েলীয় লোকেরা কি তোমার আকাংক্ষা করে না? শৌল এই কথা বুঝিতে পারিল না। পরদিন যখন শৌল প্রস্থান করিতে চাহিল, তখন শিমূয়েল এক পাত্র তৈল লইয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিল, এবং চুম্বন করিয়া বলিল, প্রভু তোমাকে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, ইহা জানহ। পরে শৌল বাটীতে ফিরিয়া গিয়া যাবৎ শিমূয়েল প্রকাশ না করিল, তাবৎ কাহাকে কিছুই কহিল না। অল্প কাল পরে সকল লোক

একত্র হইলে শিমূয়েল সেই নূতন রাজাকে তাহা-
দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল। পরে যখন শৌল
লোকদিগের মধ্যে দাঁড়াইল, তখন তাহার তা-
হাকে অতি বড়ই দেখিল। পরে সমস্ত লোক চীৎ-
কার করিয়া বলিল, রাজা চিরজীবী হউন। অন-
ন্তর শৌল মহিমা ও যুদ্ধেতে বড় ভাগ্যবান হইয়া
ইস্রায়েল লোকদিগকে অশ্মোণীয়দের হস্তহইতে
উদ্ধার করিল, এবং তাহার বীরত্বদ্বারা সকল লোক
উপকৃত হইল। শৌল কতক কাল রাজত্ব করিলে
পর তাহার মন অভিমানাসক্ত হইয়া অমালেকীয়-
দের সহিত রণের পর ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিল;
অর্থাৎ অমালেকীয় মনুষ্য ও পশুদিগকে বধ না
করিয়া হোম করিতে ইচ্ছা করিল। তখন শিমূয়েল
ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শৌলের নিকটে গিয়া তাহার
কর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শৌল কহিল, প্রভু
আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আমি
সম্পূর্ণ করিলাম। কিন্তু শিমূয়েল তাহাকে এই
ভৎসনা করিল, ঈশ্বর বলিদান ও হোমেতে অধিক
তুষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা মানাতে অধিক
তুষ্ট হন। দেখ, হোম করণহইতে তাঁহার আজ্ঞা
পালন আরও উত্তম; এবং ডাকিনী চালন বা দেব-
পূজার ন্যায় আজ্ঞা লঙ্ঘনও যোর পাপ। এই প্র-
কারে শৌল আজ্ঞালঙ্ঘী হওয়াতে ঈশ্বরের আত্মা
তাহার মঙ্গল ছাড়িলেন।

৩৭। মেঘরক্ষক দায়ূদের বিষয়।

এ ঘটনার পর প্রভু শিমূয়েলকে বৈৎলেহম নগরে যাইতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, তুমি ওবেদের পুত্র যিশায়ের নিকট যাও ; কেননা আমি তাহার পুত্রদের মধ্যে এক জনকে রাজা করিতে ইচ্ছা করি। তদনুসারে শিমূয়েল বৈৎলেহম নগরে বলিদান করিলে যিশয় আপন পুত্রদিগকে আহ্বান করিল। আর যিশয় সাত পুত্রকে আনিলে শিমূয়েল প্রত্যেকের উপর দৃষ্টিপাত করিবারাত্র জ্ঞাত হইল যে ঈশ্বর ইহাদিগের কাহাকেও মনোনীত করেন নাই। তখন শিমূয়েল জিজ্ঞাসা করিল, এই কি তোমার সকল পুত্র? সে উত্তর করিল, সর্বকনিষ্ঠ এখানে নাই; সে ক্ষেত্রে মেঘের সহিত আছে। পরে পিতা তাহাকে সম্মুখে ডাকিয়া আনাইল; সেই সুবদন যুবা উপস্থিত হইলে প্রভু শিমূয়েলকে কহিলেন, উঠ, ইহাকে রাজ্যোভিযুক্ত কর; কেননা ইহাকে আমি মনোনীত করিলাম। অনন্তর শিমূয়েল তাহাকে অভিষেক করিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহার উপর আসিয়া রহিলেন। পরে দায়ূদ আপন পালের নিকট ফিরিয়া গেল। কিন্তু শোল ক্লেশদায়ক আত্মা কিম্বা ভূতদ্বারা বিকৃত হইতে লাগিল, এই জন্যে আপন ভৃত্যদিগকে কহিল, যে বাদ্যকর আমাহইতে ভূত নির্গত করিতে পারে, তোমরা এমন এক জনের অন্বেষণ কর। তখন দাসেরা বলিল,

যিশায়ের পুত্র দায়ূদ নামে মনোহর যুবা অতি সাহসী ও বুদ্ধিমান ও গীত বাদ্যে নিপুণ; আমরা কি তাকে ডাকিব? পরে শোল তাকে আনিতে আজ্ঞা দিলে সে উপস্থিত হইল। শোল তাকে গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গবাহক করিল।

অল্প কাল পরে ফিলিস্তীয়দের সহিত যুদ্ধ হইলে দায়ূদ বৈৎলেহমে পুনরায় ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহার ভ্রাতারা শোলের পক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে যিশয় পুত্রদিগের সম্বাদ জানিবার কারণ দায়ূদকে মৈন্য স্থানে পাঠাইল।

সে নিকটবর্তী হইয়া দুই পক্ষের মৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থে উদ্যোগী দেখিল। তখন ফিলিস্তীয়দের মধ্যহইতে এক জন দীর্ঘকায় আসিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধযোগ্য, সে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। ঐ যুদ্ধের বিষয়ে ইস্রায়েলের সকল লোক ভীত হইলে শোল রাজা স্বীকার করিয়া বলিল, যে ব্যক্তি ঐ দীর্ঘকায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাকে আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব। দায়ূদ ঐ পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা না হইয়া কেবল স্বদেশীয় লোকদের ক্রোধে মনোদুঃখিত হইল; কারণ ঐ ফিলিস্তীয়ের সঙ্গে রণ করিতে তাহাদের মধ্যে কেহই উদ্যোগী ছিল না। পরে দায়ূদ রাজার নিকটে গিয়া বলিল, আমি ঐ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু রাজা বলিল, তুমি সেই ফিলিস্তীয়ের

সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহ; কেননা তুমি বালক,
এবং সে যুবকাল অবধি যোদ্ধা। তাহাতে দাবুদ
উত্তর করিল, আমি যখন পিতার মেঘ রক্ষা করিতে-
ছিলাম, তখন এক সিংহ ও এক ভাল্লুককে মারিয়া
ফেলিলাম; অতএব যে ঈশ্বর সেই সিংহ ও ভাল্লুক-
হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, তিনি এই পিলে-
ষ্টীয়ের হস্তহইতেও আমাকে রক্ষা করিবেন। পরে
শৌল আপনার সভ্যদ্বারা দাবুদকে সাজাইয়া তা-
হার মস্তকে পিতলের শিরস্ত্র ও গাত্রে বর্ম দিল;
কিন্তু দাবুদ তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার
লড়ি হাতে লইল, এবং নদীহইতে পাঁচখানি
চিকণ পাতর লইয়া আপন বুলিতে রাখিল, এবং
ঐ পিলেষ্টীয়ের নিকটে গেল। পরে সে তাহাকে
দেখিয়া অতি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, আমি কি
কুক্কুর, যে তুই লড়ি হাতে করিয়া আমার কাছে
আসিতেছিস? আমি তোঁর মাংস শূন্যের পক্ষি ও
প্রান্তরের পশুদিগকে খাওয়াইব। তাহাতে দাবুদ
উত্তর করিল; তুমি খড়্গ বড়শা শূল লইয়া আমার
কাছে আসিতেছ; কিন্তু তুমি যে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু
ঈশ্বরকে তুচ্ছ করিতেছ, সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বরের
নামে আমি তোঁর নিকটে আসিতেছি। পরে ঐ
পিলেষ্টীয় দাবুদের নিকটে যাইতেছে, ইতিমধ্যে
দাবুদ আপন বুলিহইতে একখান পাতর বাহির
করিয়া তাহা ঘুরাইয়া এমনত ছুঁড়িল, যে পিলেষ্টীয়ের

কপালে তাহা বসিয়া গেল; তাহাতে সে অধো-
মুখ হইয়া ভূমিতে পড়িল। পরে দাযূদ দৌড়িয়া
গিয়া তাহারি খড়্গ লইয়া তাহার মস্তক ছেদন
করিল। তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের ঐ বী-
রের মৃত্যু দেখিয়া পলাইল; এবং ইস্রায়েলীয়েরা
তাহাদিগকে তাড়াইতে ২ পশ্চাৎ ২ দৌড়িল। তৎ-
পরে দাযূদ ঐ পিলেষ্টীয়ের মস্তক শৌলের নিকটে
আনিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে যুব, তুমি কা-
হার পুত্র? দাযূদ কেবল এই উত্তর করিল, আমি
তোমার দাস বৈৎলেহমীয় যিশায়ের পুত্র। অপর
শৌলের সহিত তাহার কথোপকথন মাজ হইলে
শৌলের পুত্র যোনাথন দাযূদকে আপন প্রাণের
তুল্য প্রেম করিতে লাগিল; এবং তাহার সঙ্গে এক
নিয়ম করিয়া আপন গাত্রবস্ত্র ও খড়্গ ও ধনুক ও
কটিবন্ধ পর্য্যন্ত তাবৎ আপনার শরীরহইতে
খুলিয়া তাহাকে দিল। আর শৌল দাযূদকে যোদ্ধা-
দের উপরে কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিল।

৩৮। দাযূদের তাড়নার বিষয়।

যখন দাযূদ পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া
আসিতেছিল, তখন স্রীলোকেরা গীত বাদ্য করত
পারস্পর কহিল, শৌল সহস্র লোককে বধ করি-
য়াছে, কিন্তু দাযূদ অমৃত লোককে। এই বাক্যেতে
শৌল অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, ইহারা দাযূ-

দকে অযুতের ও আমাকে কেবল সহস্রের জেতা
কহিল; ইহাতে রাজ্য ব্যতিরেকে তাহার আর কি
ইহঁতে পারে? ঐ দিবসাবধি শৌল দায়ূদের প্রতি
কুদৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল।
এক দিবস দায়ূদ শৌলের কাছে বীণা বাদ্য করি-
তেছিল; সেই সময়ে শৌল আপন বড়শা ফেলিয়া
তাহাকে মারিল। তাহাতে দায়ূদ দুই বার সরিয়া
গেল। পরে শৌল দায়ূদকে পিলেষ্টীয়দের সহিত
যুদ্ধ করিতে পাঠাইল। তাহার আশয় এই যে তাহা-
দিগের হস্তে সে মরে, কিন্তু প্রভু তাহার সহায়
ছিলেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিলেন। দায়ূদ ফি-
রিয়া আইলে শৌল তাহার গৃহে লোক পাঠাইল,
যে কোন কাপে নির্জনে তাহাকে বধ করে; কিন্তু
শৌলের কন্যা দায়ূদের স্ত্রী ইহা জানিয়া প্রেমপ্রযুক্ত
গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহহইতে বাহির করিয়া দিল।
পরে দায়ূদ পলায়ন করিয়া রামা নগরে গেল, শৌল
ইহা শুনিয়া দায়ূদকে আনিতে অনেক দূত পাঠা-
ইল। তাহার রামা নগরে গিয়া ভবিষ্যদ্বাক্য শুনিলে
ঈশ্বরের আত্মা তাহাদিগেতে আবির্ভূত হইলেন;
তৎপ্রযুক্ত তাহারাও দৈবকথা কহিতে লাগিল।
আর দুই বার দূত পাঠাইলে তাহাদেরও এই কাপ
ঘটিল। অবশেষে শৌল রাজা স্বয়ং আইলে সেও
দৈববাক্য কহিল; এই প্রকারে ঈশ্বর দায়ূদকে
উদ্ধার করিলেন। তখন দায়ূদ রামাহইতে পলা-

স্বল্প করিয়া পিলেষ্টীয়দের রাজ্যের কাছে গমন করিল, কিন্তু প্রধান লোকদের জৈর্যা প্রযুক্ত অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। তখন দায়ূদ ইজ্রায়েল দেশে ফিরিয়া আইলে পর রাজপুত্র যোনাথন আপন পিতার অধিত তাহার খেল করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল; কারণ শৌল স্পষ্টে কহিল, সে অবশ্য মরিবে। পরে যোনাথন ও দায়ূদ উভয়ে এক বন্ধুতার নিয়ম করিল। দায়ূদ প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশের পার্বত্যের মধ্যে থাকিল। অল্প কাল পরে ছয় শত সখ্যক এক দল লোক দায়ূদের কাছে একত্র হইল, বিশেষতঃ অনেক যুদ্ধ ও জী ও বালক দায়ূদের পক্ষ হইয়া শৌল রাজার যজ্ঞগার ভয়ে দায়ূদের নিকট আইল। শৌলের ক্রোধ দায়ূদের প্রতি এমনতর দ্বি পাইতে লাগিল, যে প্রধান যাজক দায়ূদকে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলে শৌল তাহাকে ও অন্য চোরাসী জন যাজককে বধ করিতে আত্মা করিল, এবং তাহাদিগের নগর ও জী পুত্রও নষ্ট করাইল।

সেই যাজকদিগকে বধ করণের অল্প কাল পরে শৌল তিন সহস্র মনোনিীত লোককে সঙ্গে লইয়া যিহূদা পার্বতে দায়ূদকে ধরিতে গেল। তখন এক দিবস দায়ূদ ও তাহার সঙ্গীগণ যে গুহাতে লুক্কায়িত ছিল, শৌল বিশ্রামার্থে একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে দায়ূদের সঙ্গীগণ তাহাকে

কহিল, দেখ, এই বার ঈশ্বর তোমার শত্রুকে তোমার হস্তগত করিয়াছেন ; কিন্তু দাযূদ উত্তর করিল, ঈশ্বর একপা মতি না দেন, যে আমাদের হস্তাঘাত আমার রাজার উপর হয়। পরে সে নিঃশব্দে গিয়া শৌলের জামার একাংশ কাটিয়া লইল। অপর শৌল বাহিরে গেলে দাযূদ ডাকিয়া কহিল, হে রাজনু অদ্য প্রভু তোমাকে আমার হস্তগত করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম ; হে পিতঃ, দেখ, তোমার জামার একাংশ আমার হস্তে আছে। পরে শৌল রাজা ঐ কথা শুনিয়া কান্দিয়া কহিল, আমাহইতে তুমি আরো যাথার্থিক ; আমি জানি, তুমি রাজা হইবা ; একারণ তুমি প্রতিজ্ঞা কর, যে আমার পিতৃগোষ্ঠীকে নষ্ট করিবা না। দাযূদ তাহার মনোমত কহিলে শৌল ঘরে ফিরিয়া গেল ; কিন্তু অল্প কাল পরে রাজা পুনরায় তাহার মন্দ চেষ্টা করিয়া প্রান্তরে গিয়া শিবির করিল। পরে দাযূদ ও অবীশয় নামে এক ব্যক্তি উভয়ে রাত্রিকালে সেই শিবিরের মধ্যে রাজার শয়ন স্থানের নিকটে গিয়া নিঃশব্দে তাহার বড়শা ও জলপাত্র লইয়া ফিরিয়া আইল। পরে দূরস্থ হইয়া এক পর্বতের উপর উঠিয়া, হে অবূনের ২, বলিয়া ডাকিল ; তাহাতে শৌলের সৈন্যাধ্যক্ষ অবূনের উঠিয়া কহিল, তুমি কে যে রাজার প্রতি ডাক দিতেছ ? তখন দাযূদ উত্তর করিল, তুমি কি এক জন

বীর্যবান ইস্রায়েলীয় নহ? তবে তোমার রাজার
রক্ষা কেন কর না? কেননা এক জন তোমার রা-
জাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে আগিয়াছিল; এই
দেখ, রাজার বড়শা ও জলপাত্র। রাজা কহিল,
এ কি আমার পুত্র দাযূদের স্বর নহে? দাযূদ উত্তর
করিয়া কহিল, হাঁ মহারাজ, আমার স্বর বটে।
তুমি কি জনো আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছ?
আমি কি করিয়াছি? আমার হস্তে কি দোষ
আছে? তুমি একটী পক্ষী ধরিতে কেমন প্রবল
দল লইয়া আসিয়াছ? শৌল কহিল, আমি পাপ
করিয়াছি; হে পুত্র, করিয়া আইস, আর আমি
তোমার মন্দ করিব না। কিন্তু দাযূদ তাহার কথায়
বিশ্বাস না করিয়া কহিল, তোমরা কোন যুবককে
প্রেরণ কর, বড়শা ও জলপাত্র লইয়া যাউক। তা-
হার পরে দাযূদ শৌলকে আর দেখিল না।

৩৯। শৌলের মৃত্যু।

এ সকল ঘটনার পরে দাযূদ শৌলের হস্তে
মরিবে, এই শঙ্কা প্রযুক্ত তাবৎ মৈন্য সঙ্গে লইয়া
ফিলিস্তীয় দেশে চলিয়া গেল; তথাকার গাৎ দে-
শের আশীশ নামে রাজা দাযূদকে বাস করিবার
নিমিত্তে সিক্রগ নগর দিল; তাহাতে দাযূদ ও তা-
হার সঙ্গীগণ এক বৎসর ছয় মাস এ স্থানে থাকিল।
এ কালের মধ্যে ফিলিস্তীয়েরা ইস্রায়েল লোকদি-

গের সহিত যুদ্ধ করিতে সকল সৈন্য প্রস্তুত করিল ; তাহাতে আখাশ দায়ূদকে কহিল, তুমিও আখাদিগের সহিত যাইবা। কিন্তু অন্য রাজারা তাহাতে অসম্মত হইল, অতএব দায়ূদের যুদ্ধে গমন হইল না। মরুগে ফিরিয়া আসিবার সময়ে সে দেখিল, অম্বালেকীয় লোকেরা ঐ নগর দখল করিয়াছে, এবং স্ত্রী ও বালক ও বৃদ্ধ লোক সকলকে বন্দ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি শত্রুদিগের পশ্চাৎ যাইয়া ধরিব? তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, যাও, আমি তোমার শত্রুদিগকে তোমার হস্তগত করিব। অনন্তর দায়ূদ এবং তাহার সৈন্য কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ গেল, সমস্ত রাত্রি পর্যটন করিয়া প্রাতঃকালে শত্রুর নিকটে পৌঁছিল। এবং তাহাদিগকে আত্মদযুক্ত দেখিয়া অরার তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগের দল বল ভগ্ন করিয়া লুটের সামগ্রী ফিরিয়া লইল।

ঐ সময়ে পিলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েল লোকদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এবং ইস্রায়েল লোক সকল পরাজিত হইলে যোনাথন ও তাহার দুই ভ্রাতা মরিল। তখন শৌল ইহা দেখিয়া আপন তলওয়ারদ্বারা আপনি মরিল। দায়ূদ মরুগ নগরে ফিরিয়া আসিয়া ইস্রায়েল লোকদের পরাভব ও শৌলের মৃত্যুর সংবাদ শুনিল। কেননা যুদ্ধের পরে

এক জন অমালেকীয় লোক যুদ্ধ স্থানে গিয়া শৌ-
লের মৃত দেহ দেখিয়া তাহার মুকুট ও বাজু লইয়া
দায়ূদকে দিতে গেল, আর দায়ূদ রাজা হইলে
আমি পুরস্কার পাইব, এই আশয়ে কহিল, আমি
রাজাকে বধ করিয়াছি। কিন্তু দায়ূদ ইহা শুনিয়া
দুঃখিত হইল, এব° বস্ত্র চিরিয়া কহিল, প্রভুর অভি-
যুক্তকে নষ্ট করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিতে
তুমি কি ভীত ছিল না? তোমার রক্তপাতের পাপ
তোমার মস্তকে থাকুক; যেহেতু তোমার মুখ তো-
মার বিপরীত সাক্ষ্য দিয়াছে। পরে দায়ূদ সে মানু-
ষকে বধ করিতে আত্মা করিল। অনন্তর সে আ-
পন লোকদের সহিত ইস্রায়েল দেশে ফিরিয়া গিয়া
হিব্রোণ নগরে বাস করিল। আর অল্প কাল পরে
যিহূদার গোষ্ঠী তাহাকে রাজা করিল; কিন্তু অব-
নের নামে শৌলের সৈন্যধ্যক্ষ শৌলের এক পুত্রকে
লইয়া ইস্রায়েলের অন্য এগারো গোষ্ঠীর রাজত্ব
দিল। কতক কাল পরে শৌলের সেই পুত্র আপন
লোকদ্বারা হত হইলে দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েল লো-
কের রাজা হইল।

৪০। দায়ূদের রাজত্ব।

যে মেঘরক্ষক ছিল, সে তখন রাজা হইল; কিন্তু
তাহার মন বিকৃত হইল না। সে বীণা বাদ্য ভুলিল
না; তাহার গীত অদ্যাবধি শ্রবণ করিলে সমস্ত

দুঃখিত লোকের দুঃখ দূর হয়, আর মন অতিশয়
আহ্লাদিত হয়। সে পূর্বে এই চিন্তা করিয়াছিল,
যে ঈশ্বরের মন্দির সুন্দর কাপে নির্মাণ করিব, এবং
প্রভুর নিয়মসিদ্ধক যিকশালম নগরে স্থাপন করিব।
অতএব যিকশালম নগর অগ্রে জয় করা কর্তব্য
হইল; কেননা যিহোশূয়ের মরণকালাবধি তাহা
যিবুধীয় লোকদের অধিকার ছিল; দায়ূদ ঐ নগর
জয় করিলে পর তাহার গড় আরো শক্ত করিয়া
তাহা দেশের রাজধানী করিল; এবং আপনার
মহিমা বিস্তার করিয়া ঐ দেশের আরো বৃদ্ধি করিল।
তাহার সীমা পশ্চিমে সমুদ্র, পূর্বে ফরাৎ নদী,
উত্তরে দামাস নগর, দক্ষিণে মিসর দেশ পর্য্যন্ত
ছিল। ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের শাসনে অতি
সুখী ছিল; কেননা সে ন্যায় ও ধর্মদ্বারা ঈশ্বরকে
সন্তুষ্ট করিত; পরাজিত লোকেরও প্রতি তাহার
ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল। সুরিয়া ও ইদোম ও
মোয়াব ও পিলেষ্টীয়া এই সকল দেশের লোকদের
প্রতি সে ভাল ব্যবহার করিত, কোন দোরাভ্য
করিত না। ক্রমে ২ ধর্মবিষয়ে দায়ূদ অমনোযোগী
হইল; ঐ কালে কামাভিলাষ তাহার মনকে আক-
র্ষণ করিল; একারণ সে যোরতর পাপ করিল। এক
দিবস আপন গৃহের ছাতে বেড়াইবার সময়ে বাৎ-
শেবা নামে কোন স্ত্রীকে দেখিতে পাইলে দায়ূদের
মন তাহাতে আসক্ত হইল। এই রূপ কামনা করিয়া

অনুসন্ধান করিতে লাগিল, যে এ কি রূপে আমার স্ত্রী হইবে? পরে সে যোয়াব নামে আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা দিল যে উরিয়কে সেনার অগ্রভাগে রাখ, তাহাতে সে হত হইবে। ঐ উরিয় সেই বংশেবার স্বামী ছিল। শৌল যখন দাযুদকে হত করিতে অশেষণ করিত, তখন ঈশ্বর তাহাকে অনেক বার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া দাযুদ এই রূপ কামাসক্ত হইল, যে উরিয়ের বধেতে মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল। এবং সে এক বৎসর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে মুখ ভোগ করিতে থাকিল।

তৎপরে প্রভুর আদেশানুসারে নাথন নামে ভবিষ্যদ্বক্তা দাযুদের নিকট আসিয়া বলিল, শুন, এক নগরে দুই জন বাস করিত, তাহাদের মধ্যে এক জন ধনী, আর এক জন দরিদ্র। ধনীর মেযাদি অনেক পশু ছিল, দরিদ্রের কেবল এক মেযের বাচ্চা ছিল; সেই বাচ্চা তাহার সঙ্গে ভোজন করিত, ও তাহার পাত্রহইতে পান করিত, ও তাহার ক্রোড়ে শয়ন করিত। এক দিবস ঐ ধনবানের বাটীতে কোন পথিক আইলে সে আপনার কোন মেযকে বধ না করিয়া ঐ দরিদ্রের মেযবাচ্চা বধ করিয়া রন্ধন করিল। এই ইতিহাস শ্রবণে দাযুদ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্য মরিবে। তখন নাথন কহিল, তুমি সেই ব্যক্তি। আরো কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর

এমত কহিতেছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, এবং শৌলের হস্ত-হইতে কত বার রক্ষা করিয়াছিলাম, তুমি কেন ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া এমত দুষ্কর্ম করিয়াছ? তুমি অন্মনীয় লোকদের অঙ্গদারা উরিয়কে বধ করিয়া তাহার স্ত্রীকে আপন স্ত্রী করিয়াছ। তখন দাযুদ অনুতাপপূর্বক আপন পাপ স্বীকার করিয়া বলিল, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বড় পাপ করিয়াছি। তাহাতে নাথন দাযুদকে কহিল, ঈশ্বর তোমার পাপক্ষমা করিবেন; তুমি মরিবা না; কিন্তু তোমার দুষ্কর্মদ্বারা শত্রুদিগকে ঈশ্বরের নিন্দা করা-ইয়াছে, এ জন্যে তোমার এই পুত্র মরিবে। দাযুদ এই রূপ পাপের ঘোরতর দণ্ড বুঝিয়া সাত দিন উপবাসী থাকিয়া আপন পুত্রকে বাঁচাইবার কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ঐ সময়ে দাযুদ রাজ্যে আপন পাপমোচনের বিষয়ে অনেক গীত লিখিল; তাহার মধ্যে এক গীতে এই কথা কহিয়াছে, “হে ঈশ্বর, আপন অনুগ্রহানুসারে আমার প্রতি করুণা কর, ও আপন প্রচুর রূপানুসারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জনা কর, এবং আমার অধর্ম নিঃশেষে প্রক্ষালন কর; ও আমার পাপ-হইতে আমাকে পরিষ্কার কর; কেননা আমি নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি, আমার পাপ সর্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। আমি তোমার বিরুদ্ধে,

কেবল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে কুৎসিত কর্ম করিয়াছি। হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে পবিত্র মন সৃষ্টি কর, ও আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও।” সম্ভাহের পর সেই সম্ভান মরিয়াছে, ইহা শুনিয়া দাযূদ গাত্রোথান পূর্বক স্নান ও তৈল মর্দন করিয়া মন্দিরে গিয়া আনন্দিত মনে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া বলিল, “হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; তিনি তোমার তাবৎ পাপ মার্জনা করেন, ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন, এবং বিনাশহইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন, এবং মেহ ও রূপাক্রপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন। মর্ত্যের দিন ভগবৎ; সে ক্ষেত্রের ফুলের ন্যায় প্রফুল্ল হয়; তাহার উপরে এক বার বায়ু বহিলে সে আর থাকে না; এবং কোথায় ছিল, তাহার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আপন ভয়কারিদের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ আদ্যোপান্ত আছে; এবং যাহারা তাঁহার নিয়ম মানে, ও তাঁহার আজ্ঞা মনে রাখিয়া পালন করে, তাহাদের নিকটে তাঁহার ধর্ম বংশানুক্রমে আছে।”

৪১। দায়ূদের পুত্র অবশালোমের যত্নান্ত।

ক্রমে ২ দায়ূদ রাজা অনেক যত্নে ভোগ করিল। তাহার পুত্র অবশালোম আপনার এক জন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে, ইহা শুনিয়া দায়ূদ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইল। পরে অবশালোম ইহা জানিয়া আপন পিতার সিংহাসন লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; প্রথমে সে ধূর্ততাদ্বারা প্রজাদের মন আপন পক্ষে লওয়াইল, পরে হিব্রোণ নগরে আপনাকে রাজা খ্যাত করাইল। দায়ূদ রাজা ইহা শুনিয়া প্রাণরক্ষার্থে অমাত্য ভূতা লইয়া পলায়ন করিল। সেই সময়ে রাজা ও তাহার বিশ্বস্ত সঙ্গী লোকেরা যিবশালম ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে ২ জৈতুন পর্বতের পথে উঠিল। তখন শৌল বংশের শিমিয়ি নামে এক জন তাহাদিগকে প্রস্তর মারিয়া অভিশাপ দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া অবিশয় নামক এক ব্যক্তি রাজাকে নিবেদন করিল, আপনি অনুমতি দিলে আমি গিয়া উহার মস্তক ছেদন করি। তাহাতে রাজা কহিল, তাহাকে থাকিতে দেও, সে শাপ দিউক, কেননা প্রভু তাহাকে আত্মা দিয়াছেন। পরে দায়ূদ যর্দন নদীর পূর্বদিগে স্থিত মহনয়িম নামে এক গড়ে আশ্রয় লইলে, অবশালোম যিবশালমে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে অনেক কুমন্ত্রণা ও

কুব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক আবশ্বস্তু লোক দায়ুদের নিকটে একত্র হইলে তাহার মৈন্য-দল পুষ্ঠ হইল। পরে যোয়াব নামে মেনাপতি সেই সকল মৈন্য লইয়া রাজপুত্র অবশালোমের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ; কিন্তু মৈন্যেরা দায়ুদকে বলিল, তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইও না। পরে যাত্রা সময়ে দায়ুদ আঞ্জা করিল, যে তোমরা আমার পুত্র অবশালোমের প্রতি দয়াপূর্বক আচরণ করিও। পরে ইফুয়িম অরণ্যে যে ঘোরতর গঙ্গ্রাম হইল, তাহাতে অবশালোমের মৈন্যেরা পরাজিত হইলে অবশালোম আপনি পলায়ন করিতে লাগিল ; কিন্তু পলায়ন কালে তাহার দীর্ঘ কেশ একটা বৃক্ষেতে বাধিল, এবং তাহার বাহন তাহা-হইতে চলিয়া যাওয়াতে যে উদ্ভকনে রহিল। তৎসময়ে দায়ুদের এক জন মৈন্য অবশালোমের এই দূর্দশা দেখিয়া গিয়া যোয়াবকে বলিল। যোয়াব কহিল, কেন তাহাকে বধ করিলা না? সে উত্তর করিল, তুমি যদিও সহস্র মুদ্রা দেও, তথাপি আমি রাজপুত্রের গাত্রে আঘাত করিতে পারিব না ; কেননা আমি গুনিলাম রাজা এই আঞ্জা দিল, সাবধান, সেই যুবকের প্রতি যেন কোন আঘাত না হয়। পরে, তোমার সঙ্গে কথোতে আর বিলম্ব করিতে পারি না, ইহা বলিয়া যোয়াব তিন অস্ত্র লইয়া গিয়া অবশালোমের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল, তাহাতে সে মরিল।

পরে দায়ূদ এই যুদ্ধজয়ের সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত না হইয়া বরং পুত্রের মৃত্যুতে অতি শোকা-কুল হইয়া কহিতে লাগিল, হায় ২! হে পুত্র অবশালোম, তোমার পরিবর্তে আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে প্রায় সমস্ত ইস্রায়েল লোকেরা পরমাহ্লাদিত হইল। এবং যিহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা জয় গান করত দায়ূদকে যিকশালমে লইয়া গেল। এই ঘটনার পর দায়ূদের জীবন পর্যন্ত ইস্রায়েল রাজ্য বর্দ্ধিষ্ণু থাকিল।

৪২। ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে মড়কের প্রাদুর্ভাব।

অবশালোমের মৃত্যুর পর রাজার মন্দকারি অন্য এক ব্যক্তি ইস্রায়েলের মধ্যে গণ্ডগোল করিতে লাগিল। বিন্যামীন বংশের শেবঃ নামে এক জন উপস্থিত হইয়া দায়ূদের প্রাতিকূল্য কহিল, দায়ূদের গোষ্ঠীর সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? প্রত্যেক জাতি আপন ২ বিষয় শাসন করুক। তাহাতে যিহুদা গোষ্ঠী ব্যতিরিক্ত অন্য গোষ্ঠীরা শেবের অনুগামী হইল, কেবল যিহুদা গোষ্ঠী দায়ূদ রাজার প্রতি বিশ্বাস রাখিল। কিন্তু যোয়াব নামে দায়ূদের সেনাপতি শেবের দলকে শীঘ্র ছিন্নভিন্ন করিল। অবশেষে দায়ূদের স্বগোষ্ঠীর মধ্যে রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; অর্থাৎ যোয়াব দায়ূদের অদোনিয় নামক এক পুত্রকে রাজা করিতে চেষ্টা

করিল। দাযূদ এই মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া আপনার সুলেমান নামক পুত্রকে রাজ্য দিতে স্থির করিল।

তাহার কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে দাযূদ রাজা অভিমান বশতঃ আপন সেনাপতিকে সজ্জি সৈন্যদের গণনা করিতে আজ্ঞা দিল। যোয়াব নয় মাস পর্য্যন্ত করিয়া একাদশ গোষ্ঠীর সজ্জা লিখিয়া রাজার নিকটে দিল; রাজা তাহা দেখিয়া মনে ২ দুঃখী হইল; কারণ আপন পাপের নিমিত্ত অনুতাপ জন্মিল। পরে ঈশ্বর গাদ নামে ভবিষ্যদ্বক্তাকে দাযূদের নিকটে প্রেরণ করিয়া ইহা কহিতে আজ্ঞা দিলেন, তিন বিষয় আমি তোমাকে দিতে উদ্যত আছি; তাহার মধ্যে এক বিষয় তুমি মনোনীত কর। সেই তিন বিষয় এই, তোমার দেশে সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ, কিম্বা সাত্রুহইতে পরাজিত হইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত তোমার পলায়ন, কিম্বা দেশের মধ্যে তিন দিবস পর্য্যন্ত মড়কের প্রাবল্য। ইহাতে দাযূদ বিবেচনা-সিদ্ধ এই কহিল, আমি এই ক্ষণে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, বরং ঈশ্বরের হাতে পড়ি, সে ভাল, কিন্তু মনুষ্যের হাতে যেন পড়িতে না হয়। তাহাতে প্রভু মড়ক পাঠাইলে সত্তরি সহস্র মনুষ্য মরিল। পরে ঈশ্বরের দূত যখন যিরূশালম নগর উচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা বিস্তার করিলেন, তখন ঈশ্বর কহিলেন, ইহাই প্রচুর; এই ক্ষণে তোমার হাত স্তব্ধ কর। তাহাতে দূত সেই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইল। দাযূদ সেই স্থানে

ঈশ্বরের নিমিত্তে বেদি নির্মাণ পূর্বক বলিদান করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিল। পরে রাজা ব্যবস্থানুসারে লেবির বংশহইতে ছয় সহস্র ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মন্দিরে পরিচর্যা ও ঈশ্বরপূজা করণার্থে ও বিষয় বিচারার্থে নিযুক্ত করিল। তাহাদের মধ্যে যে চারি সহস্র গায়ক ও বাদক ছিল, যিদুথুন ও হেমন তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল।

৪৩। সুলেমান রাজার বিষয় ।

ঈশ্বরের সেবা স্থাপনার্থে দাযুদ রাজার যে রূপ প্রথমে চিন্তা হইয়াছিল, সেই রূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিল। পরে দাযুদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে দাযুদ রাজা সকল প্রধান স্থানের প্রধানদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে আপন পুত্র সুলেমানকে রাজকর্ম করিতে এবং ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং মন্দিরের নিমিত্তে অনেক ২ স্বর্ণ ও রৌপ্য ও লৌহ ও তাম্র ও পিতলের পাত্র দিল। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম করিয়া দাযুদ মরিল। পরে সুলেমান রাজা হইলে প্রজারা অতি ভাগ্যবন্ত হইল; এবং দ্রাক্ষা ও অন্যান্য বৃক্ষের ফল নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে এক রাত্রিতে ঈশ্বর সুলেমান রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমার যাঁহা ইচ্ছা তাঁহা আমার স্থানে প্রার্থনা

কর। তাহাতে সুলেমান্ কহিল, হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমি আপন দাসকে আমার পিতার পদে রাজ্যাভিক্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি যুবক, আমার তাদৃশ বিবেচনা নাই ; অতএব তোমার মনোনিীত লোকদের মধ্যবর্তী হইয়া কি রূপে বিচার করিব ? এ কারণ আপন দাসকে এমনত বুদ্ধি-যুক্ত মন প্রদান কর, যে আমি ভদ্রাভদ্র নির্দিষ্ট করিতে পারি। সুলেমানের এই কথাতে প্রভু তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কেবল এই বিষয় প্রার্থনা করিলা ; কিন্তু আপনার দীর্ঘ জীবন এবং শত্রুর প্রাণ ও ধন প্রার্থনা কর নাই। অতএব আমি তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম ; দেখ, আমি তোমাকে এমনত জ্ঞান দিলাম, যে তোমার তুল্য বুদ্ধিমান্ লোক পূর্বে কেহ হয় নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ হইবে না। আর তুমি যাহা প্রার্থনা কর নাই, তাহাও আমি দিব, অর্থাৎ এত ধন ও সম্মান দিব, যে এতৎকালীন রাজবর্গের মধ্যে তোমার তুল্য আর কেহ না থাকে। পরে ঈশ্বরের কথানুসারে সুলেমান্ রাজার সে সকল মঙ্গল ঘটিল, তাহার ধন সম্মান এমনত হইল যে তাহার সদৃশ সংসারে অন্য কোন রাজা ছিল না। সুলেমান্ রাজা বাণিজ্যের নিমিত্তে নানা দেশে জাহাজ পাঠাইয়া নানাবিধ দ্রব্য আনাইতে লাগিল ; এবং দূর দেশহইতে অনেক ২ রাজা তাহাকে দেখিতে ও

তাহার জ্ঞানের কথা শুনিতে আগমন করিল । সুলেমানের হিতোপদেশ অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলের নিমিত্তেই অদ্যাবধি প্রচার আছে । কিন্তু এমন বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়াও সুলেমান দুঃস্বপ্নহইতে সারধান হইল না : যেহেতু সে নানাদেশীয় নানাজাতীয় রাজাদিগের কন্যা গ্রহণ করিয়া যিকলালমে আনিল, ও তাহাদের দেবদেবী সকল পূজা করণের অনুমতি দিল ; এবং ঐ সকল স্ত্রীর প্রেমের বশীভূত হইয়া আপনিও বিকৃতমনা হইল ।

৪৪ । ইস্রায়েল রাজ্যের বিভাগের বিষয় ।

সুলেমান রাজার মৃত্যুর পর সকলে নূতন রাজাকে অভিষেক করিতে উদ্যত হইল । সুলেমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিহবিয়াম উত্তরাধিকারী থাকিতে রাজ্য পাইবার অপেক্ষাতে ছিল ; কিন্তু প্রজারা তাহাকে মনোনীত করে নাই ; এবং তৎকালে এমন কোন ব্যবস্থাও লিখিত ছিল না, যে রাজার পুত্রই রাজা হইবে । পরে লোক সকল শিখিম নগরে একত্র হইলে রিহবিয়াম রাজার ন্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইল । অনন্তর প্রজা সকল তাহার দোরাভ্য ব্যবহার বুঝিয়া ভীত হইয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই কথা জানাইল, যে তোমার পিতা আমাদিগের দাসত্ব ভারী করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যদি কিঞ্চিৎ লঘু কর, তবে আমরা তোমার আজ্ঞাকারি দাস

হইবে। তাহাতে রিহবিয়াম সভাসদ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর করিল, আমার পিতা তোমাদিগের দাসত্ব ভারী করিয়াছেন, আমি আরো ভারী করিব; আমার পিতার কটিদেশহইতে আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলীও ঝুল হইবে; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়া দ্বারা যন্ত্রণা দিয়াছেন, আমি যদ্বারা অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এমনত বিছাদ্বারা যন্ত্রণা দিব। রিহবিয়াম বুঝিয়াছিল, যে এই কথায় লোক সকল ভীত হইয়া আমাকে সমাদর করিবে; কিন্তু তাহারা সমাদর না করিয়া বরং আরো বিরক্ত হইয়া কহিল, রিহবিয়ামের সহিত তোমাদিগের কি সম্পর্ক? ইস্রায়েল বংশের মধ্যে অন্য অনেক ব্যক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আমরা এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাজা করিব। পরে দশ গোষ্ঠী রিহবিয়ামকে পরিত্যাগ করিয়া যারবিয়াম নামে এক প্রধান লোককে রাজা করিল; কেবল যিহুদা ও বিন্যামীন এই দুই গোষ্ঠী রিহবিয়ামের পাশ্বে থাকিল। এই কাণে ইস্রায়েল রাজ্য দুই ভাগ হইল। পরে রিহবিয়াম শিখিমহইতে যিকশালম নগরে ফিরিয়া আইলে ঐ দুই গোষ্ঠী ইস্রায়েলের অন্য দশ বংশের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র হইল; কিন্তু ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা রিহবিয়ামকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপনার বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না; তোমরা সকলে ঘরে ফিরিয়া যাও,

কেননা তাহার। যাছা করিল, সে আমার নিকপণা-
নুসারে ঘটিল। পরে সকল লোক প্রভুর আজ্ঞানু-
সারে চলিয়া গেল। কিন্তু যারবিরাম ঈশ্বরে আস্থা
রাখিল না ; সে বুঝিল, লোক সকল যদি যিক্রশা-
লমে পূজা করিতে যায়, তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া
রিহবিয়ামের বশীভূত হইবে ; এ কারণ সে স্বর্ণের
দুই গোবৎস নির্মাণ করাইয়া তাহার একটা বৈ-
থেল নগরে, ও আর একটা দান নগরে স্থাপন
করিল ; পরে লোকদিগকে কহিল, এই তোমাদি-
গের দেবতা, ইহাকে পূজা কর। পরে এক দিবস
যারবিরাম বেদিতে হোম করিতেছিল, এই কালে
ঈশ্বর এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে পাঠাইলেন ; সে
বেদির প্রতিকূলে ডাকিয়া কহিল, হে বেদি, হে
বেদি, দায়ূদের বংশোদ্ভব যোশিয় নামে এক জন
রাজা উৎপন্ন হইয়া তোমার উপরে অগ্নি জ্বালা-
ইয়া মনুষ্যের অস্তি দগ্ধ করিবে। রাজা এই কথা
শুনিয়া আপন হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, ইহাকে
ধর ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত শুষ্ক হইল। এবং
বেদি ভাঙ্গিলে তাহাহইতে ভস্ম নির্গত হইল।
তখন রাজা ভীত হইয়া সেই ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল,
আমার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে মিনতি কর।
তাহাতে সে তাহা করিলে রাজার হস্ত পূৰ্ণমত
হইল। তখন রাজা তাহাকে কহিল, আমার সঙ্গে
আইস ; তুমি যে কৰ্ম করিলা, তাহার উপযুক্ত পুর-

স্কার তোমাকে দিব। সে কহিল, তাহা হইবে না ; কারণ ঈশ্বর আমাকে এই আশ্রয় করিয়াছেন, তুমি সেই স্থানে ভোজন পান করিও না। পরে সে প্রস্থান করিল। অনন্তর বৈথেল নগর নিবাসি এক জন বৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করত তাহাকে ডাকিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের মনুষ্য, তুমি আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আমার ঘরে ভোজন পান কর ; কেননা ঈশ্বর আমাকে এই আশ্রয় দিলেন। কিন্তু সে মিথ্যা কথা কহিল। তাহাতে সেই ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার বাটীতে গিয়া ভোজন পান করিল। পরে ফিরিয়া যাওন সময়ে এক সিংহ তাহাকে বধ করিল ; কিন্তু ভক্ষণ না করিয়া শবের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিল, তাহাতে সে যে ঈশ্বরের আশ্রয়লাভের উপযুক্ত দণ্ড পাইল, ইহা সকল লোক জানিতে পারিল। অনন্তর পথিকেরা তাহা দেখিয়া গ্রামে গিয়া সকল লোকের নিকট প্রকাশ করিলে ঐ বৃদ্ধ ও তাহার পুত্রেরা আসিয়া ঐ শব লইয়া কবর দিল। এই রূপ দেখিয়াও যারবিয়াম পাপকর্মের কান্ত হইল না। এব° তাহার রাজত্বের সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা অনেক পাপ করিতে লাগিল। বাইশ বৎসরের পর যারবিয়াম রাজা মরিল। এব° তাহার পাপ ও কুকর্মের নিমিত্তে তাহার সমুদায় গোষ্ঠী মরিল। তৎপরে ইস্রায়েল রাজ্যের মধ্যে

এক রাজদ্রোহের পর অন্য রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল, অর্থাৎ এক জন রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলে অন্য জন তাহাকে সবংশে নষ্ট করিয়া রাজা হইল, পরে তৃতীয় ব্যক্তি তাহাকেও নষ্ট করিল। এই রূপ অনেক রাজবিদ্রোহ ও বিশেষরূপে দেশে দেবপূজা হইতে লাগিল, এবং সমস্ত দেশে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল।

৪৫। এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয় ।

ইস্রায়েলের আহাষ নামক রাজা পাপকর্ম ও দেবপূজাদ্বারা পূর্ব রাজগণহইতে অধিক কুব্যবহার করিত, এবং সীদোনিয় রাজার কন্যা ইষেবল নামী তাহার স্ত্রী আপন দেবতার নিমিত্তে অনেক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইল, বিশেষতঃ বাল নামক সূর্য্যদেবের নিমিত্তে এবং অস্তারোৎ নামক দেবীর (অর্থাৎ চন্দ্রের) পূজার নিমিত্তে চারি শত পঞ্চাশ জন যাজক নিযুক্ত করিল। তাহারা যজ্ঞের তলায় ও পর্বতের উপর আপনাদের দেবতার প্রীত্যর্থে বলিদান করিত। পরে রাজা সত্য ঈশ্বরের পূজকদিগকে যত্রণা দিতে এবং প্রভুর ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে বধ করিতে লাগিল; কিন্তু ঈশ্বরভক্ত এক জন মন্ত্রী বিরলে এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে পলায়নের উপায় বলিয়া দিল; এবং তাহাদিগকে কোন গোপনীয় স্থানে রাখিয়া প্রতিদিন তাহাদের ভোজনের

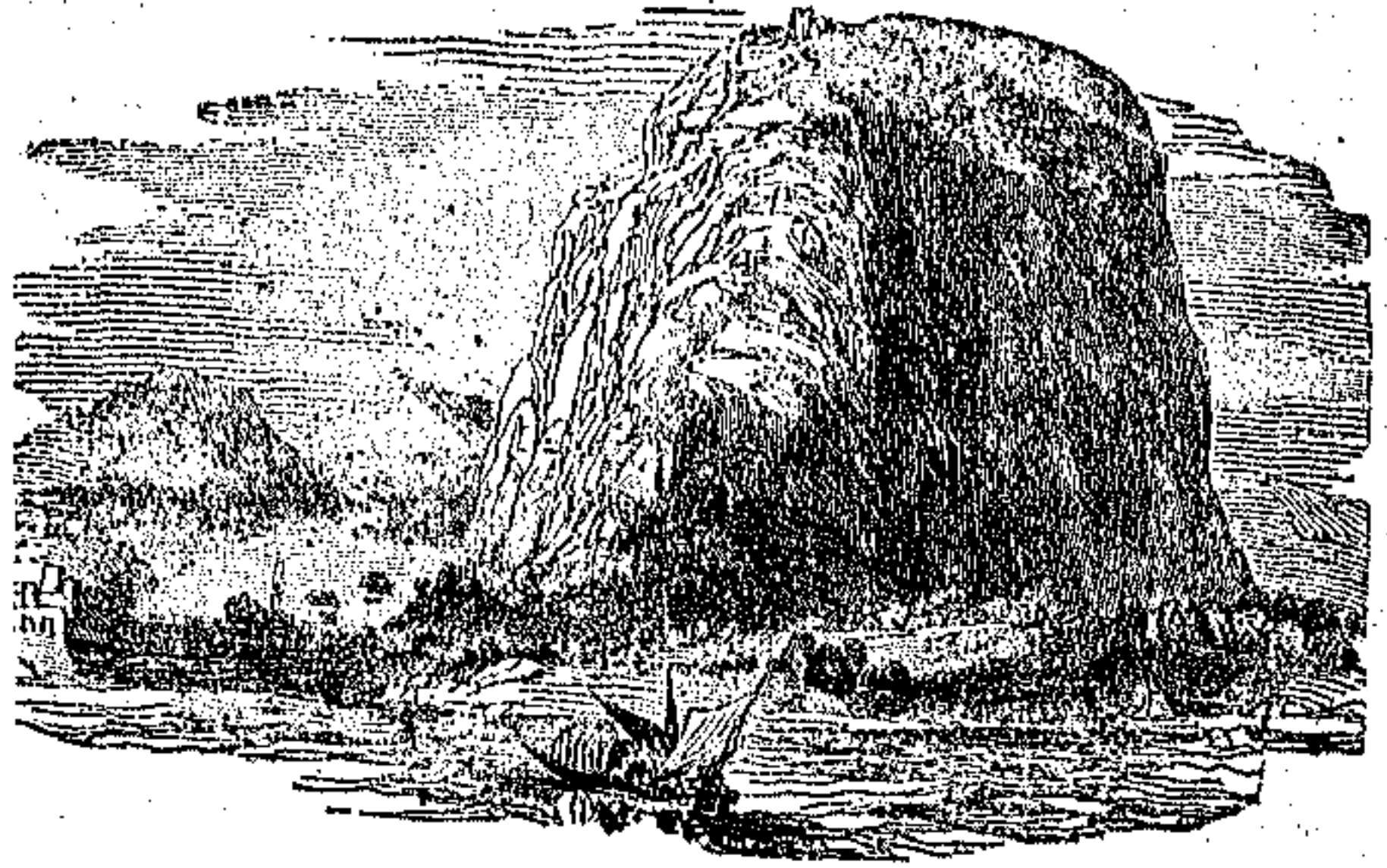
সামগ্রী পাঠাইয়া দিতে লাগিল । এই সময়ে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তা রাজার সম্মুখে আসিয়া কহিল, ইয়া-য়েলের ঈশ্বর যদি জীবৎ থাকেন, তবে এই কএক বৎসর শিশিরপাত কিম্বা বৃষ্টি হইবে না ; কেবল আমার বাক্যানুসারে হইবে । প্রভুর এই বাক্য সমাপ্ত হইলে এলিয় ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কিরীৎ নদীর নিকটে লুকাইয়া থাকিল ; তাহাতে কাকেরা তাহাকে আহারীয় দ্রব্য যোগাইল ; এবং সে নদী-হইতে জল পান করিতে লাগিল ।



কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ নদী শুকিয়া গেল। প্রভু এলিয়কে কহিলেন, তুমি সারিফৎ নগরে গিয়া বাস কর, আমি তোমার প্রতিপালনার্থে তথাকার এক বিধবাকে আজ্ঞা দিলাম । তাহাতে সে নগরের দ্বারের নিকটে আসিয়া দেখিল, এক কান্দালিনী বিধবা কাঠ কুড়াইতেছে ; সে তাহাকে কহিল, আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাও ; পরে তাহার যা-

ওন কালে আর বার ডাকিয়া কহিল, আমার নি-
মিত্তে এক গ্রাম কটীও আনিও। তখন সে স্ত্রী
কহিল, ঈশ্বর জানেন, আমার ঘরে একখানি কটীও
নাই, কেবল এক মুষ্টি ময়দা ও যৎকিঞ্চিৎ তৈল
আছে, আমি গিয়া এই কাঠে তাহা রন্ধন করিব ;
আমি ও আমার পুত্র তাহা খাইয়া দিনেক প্রাণধা-
রণ করিব, পশ্চাৎ মরিব। এলিয় উত্তর করিল,
ভয় করিও না, যাইয়া রন্ধন করিয়া প্রথমে আমার
নিমিত্তে এক খান কটী আন, পরে তুমি ও তো-
মার পুত্র তোমরাও খাইবা; কেননা প্রভু এমত
আজ্ঞা দিলেন, যে যাবৎ ঈশ্বর পৃথিবীতে জলবর্ষণ
না করিবেন, তাবৎ তোমার পাত্রের ময়দা ও ভা-
ণ্ডের তৈল ফুরাইবে না। তৎপরে এলিয় এক বৎ-
সর পর্যন্ত ঐ বিধবার ঘরে থাকিল, এবং পাত্রের
ময়দা ও ভাণ্ডের তৈল সেই পর্যন্ত ফুরাইল না।

তিন বৎসর ছয় মাস এই রূপ দুর্ভিক্ষ হইলে
পরে ঈশ্বর এলিকে কহিলেন, তুমি আহাব রাজার
নিকট যাইয়া তাহাকে কহ, আমি এই ক্ষণে জল-
বর্ষণ করাইব। আহাব রাজা তাহাকে কহিল, তুমি
না ইস্রায়েল লোকের প্রতি এত ক্রোধ দিয়াছ?
তাহাতে এলিয় উত্তর করিল, ইস্রায়েল লোকের
দুঃখের কারণ আমি নহি, কিন্তু তুমি সপরিবারে
প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে এবং দেবতার পশ্চা-
দর্শী হওয়াতে ইস্রায়েল লোককে দুঃখ দিয়াছ।



কর্মিল পর্বত।

পরে রাজা এলিয়ের ইচ্ছানুসারে ইস্রায়েলের সকল লোককে এবং বাল দেবের ঐ যাজকদিগকে কর্মিল পর্বতে একত্র করিল। তাহাতে এলিয় লোকদিগকে এই কথা কহিল, তোমরা কত কাল দুই মতাবলম্বী হইয়া সন্দিগ্ধ থাকিবা? যিহোবাঃ অর্থাৎ প্রভু যদি সত্য ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার অনুগামী হও; আর যদি না হন, তবে তাঁহার অনুগামী হইও না। তাহাতে লোক সকল উত্তরকপে একটি কথাও কহিল না। তখন এলিয় আরো কহিল, প্রভু পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের মধ্যে কেবল আমি অবশিষ্ট আছি, কিন্তু বালের পুরোহিতেরা চারি দিক পঞ্চাশ জন আছে। আমাদিগকে দুই রথ দেও, আমি ও তাহারা দুই বেদির উপর তাহা উৎসর্গ করিব; কিন্তু কেহ কাহাকেও অগ্নি দিবে না। তো-

মরা তোমাদিগের দেবতাকে আহ্বান কর, আমিও আমার ঈশ্বরকে আহ্বান করিব; যিনি অগ্নিদ্বারা প্রত্যুত্তর দিবেন, তিনিই তোমাদিগের ঈশ্বর হইবেন। পরে লোক সকল কহিল, তাহাই হইবে। তখন বালের যাজকেরা আপনাদের রথ কাটিয়া কুণ্ডের উপর উৎসর্গ করিল, এবং কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, আর প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত বাল ২ শব্দ করিয়া কহিল, শ্রবণ করহ, শ্রবণ করহ, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তখন এলিয় বিজ্রপ করিয়া বলিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক, কেননা তিনি দেবতা, কি জানি, কথোপকথনে ব্যস্ত আছেন, কিম্বা কোন কর্মে আসক্ত আছেন, কিম্বা বিহার করিতেছেন, অথবা নিদ্রিত আছেন। তাহাতে তাহার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, এবং ঘোরতর নৃত্য ও ছুরিকা দ্বারা আপনাদিগকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিতে লাগিল, তথাপি কোন উত্তর পাইল না। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে এলিয় বেদি নির্মাণ করিল, এবং বেদির চতুর্দিকে এক পরিখা করিল। পরে সে রথকে কাটিয়া বেদির উপর কাষ্ঠ পাতিয়া রাখিল, এবং আজ্ঞা দিল, কাষ্ঠের উপর এত জল দেও, যে বেদির চতুর্দিগের পরিখা জলেতে পরিপূর্ণ হয়। লোকেরা তিন বার তাহা করিলে পর সে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভু, ইব্রাহীমের ঈশ্বর এবং ইসহাকের ঈশ্বর ও

যাকুবের ঈশ্বর, তুমি যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আর আমি তোমার দাস হইয়া তোমার আজ্ঞানুসারে এই সকল ক্রিয়া করিতেছি, ইহা অদ্য প্রকাশ কর। তখন প্রভুর অগ্নি আসিয়া উপহার সকল এবং বেদির কাষ্ঠ ও পাতর ও ধূলি দগ্ধ করিয়া পরিখার জল শুষ্ক করিল। ইহা দেখিবামাত্র সকল লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিতে লাগিল, যিহোবাই ঈশ্বর, যিহোবাই ঈশ্বর। পরে এলিয় বালের যাজকদিগকে ধরিয়া সংহার করিতে আজ্ঞা দিল। অনন্তর এলিয় রষ্টির নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে সাত বার প্রার্থনা করিয়া আপনার ভৃত্যকে কহিল, সমুদ্রের দিগে যাও, দেখ, রষ্টির আকার হইতেছে কি না। সে বলিল, মনুষ্যের হস্ত প্রমাণ এক ক্ষুদ্র মেঘ দেখিতেছি। তাহাতে এলিয় আহাবের নিকটে সমাচার পাঠাইল, রষ্টি আগতপ্রায়, তুমি সাবধান হও। পরে আহাব শীঘ্র রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র মেঘ ও বায়ুতে অন্ধকার হইয়া অত্যন্ত রষ্টি হইল।

এ ঘটনার কিঞ্চিৎ কাল পরে আহাব রাজার অহসিয় নামে পুত্র পীড়িত হইয়া বালসিবুব নামক পিলেষ্টীয়দের দেবতার নিকট ইহা জানিতে দূত পাঠাইল, আমি প্রাণদান পাইব কি না? কিন্তু এলিয় পথের মধ্যে ঐ দূতের দেখা পাইয়া কহিল, ইস্রায়েলে কি ঈশ্বর নাই, যে তুমি পিলে-

ঈশ্বরের দেবতার নিকট মনোগত নিবেদন করিতে যাইতেছ? এ কারণ ঈশ্বর কহেন, যে অহমিয় বাঁচিবে না। পরে দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক জন লোমশ মানুষ পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি ফিরিয়া গিয়া রাজাকে কহ, সে বাঁচিবে না। তখন রাজা কহিল, একথা এলিয়ের বটে। পরে সে এক সেনাপতিকে পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত এলিয়কে ধরিয়া আনিতে পাঠাইলে তাহার। এলিয়ের নিকটে আসিয়া বিজ্ঞপ্তি করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের সেবক, রাজা আমাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি রাজার নিকটে চল। তখন এলিয় কহিল, আমি যদি ঈশ্বরের সেবক হই, তবে স্বর্গহইতে অগ্নি পড়িয়া তোমাদিগকে দগ্ধ করুক; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহা ঘটিল। পরে রাজা ইহা শুনিয়া পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত অন্য সেনাপতিকে পাঠাইল; তাহাদিগেরও ঐ দশা ঘটিল। রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত এক জন সেনাপতিকে পাঠাইল; সে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট আসিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিয়া তাহাকে কহিল, হে ঈশ্বরের সেবক, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া কহিতেছি, আমার ও আমার সঙ্গি এই পঞ্চাশ জনের প্রাণ রক্ষা করিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে এলিয় তাহার সহিত রাজার নিকটে গিয়া রাজাকে কহিল, প্রভু এই কথা কহেন, তুমি

পিলেষ্টীয়দের দেবতার নিকট দূত পাঠাইয়াছ; ইহাতে বোধ হয়, ইস্রায়েলে ঈশ্বর নাই। এই নিমিত্তে তুমি এই শয্যাহইতে উঠিবা না, অবশ্য মরিবা। ঈশ্বরের এই কথানুসারে সে রাজা মরিল, এবং তাহার পুত্র না থাকাতে তাহার ভাতা যো-রাম তাহার স্থানে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।

৪৬। ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

এলিয়ের কাল সম্পূর্ণ হইলে প্রভুর আজ্ঞানুসারে ইলীশায় তাহার উত্তরাধিকারী হইল। প্রভু যখন এলিয়কে অগ্নিময় রথের দ্বারা স্বর্গে লইয়া গেলেন, তখন ইলীশায় তাহা দেখিল, এবং এলিয়ের আত্মা প্রাপ্ত হইল। পরে ইলীশায় যিরীহো নগরে গমন করিলে তথাকার লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, এই স্থান উত্তম, কিন্তু জল মন্দ; অতএব তুমি তাহা শোধন কর। তাহাতে ইলীশায় উনুহইতে লবণ ফেলিয়া দিয়া কহিল, প্রভু এই কথা কহেন, আমি জল শোধন করিয়াছি, অতএব প্রজারা আর মরিবে না। পরে ইলীশায় যিরীহোহইতে বৈথেলে প্রস্থান করিলে পথিমধ্যে বালকেরা তাহাকে দেখিয়া বিক্রপ করিয়া কহিল, রে টাক্পড়া, রে লেড়া, উপরে আইস। পরে সে তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া প্রভুর নাম উচ্চারণদ্বারা শাপ দিল। অনন্তর বর্ন-

হইতে দুই ভল্লুক আসিয়া বেয়াল্লিশ জন বালককে খণ্ড ২ করিল ।

কিছু কাল পরে ইলীশায় অন্য নগরে গমন করিলে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার বিধবা স্ত্রী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমার স্বামী মরিয়াছে, আর মহাজন আমার দুই পুত্রকে ধরিতে আসিয়াছে । ইহা শুনিয়া ইলীশায় তাহাকে কহিল, তোমার ঋণ পরিশোধ করণের সংস্থান কি আছে ? তাহাতে সে কহিল, তোমার দাসীর কেবল এক ভাণ্ড তৈল আছে, আর কিছু নাই । তখন ইলীশায় কহিল, তোমার প্রতিবাসিদের নিকটহইতে অনেক ২ পাত্র কজ্জ করিয়া আন, পরে তোমার পুত্রের সহিত ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ঐ সকল পাত্রে তৈল ঢাল । অপর সেই স্ত্রী তাহা করিয়া আপন পুত্রকে কহিল, আরো পাত্র আন ; সে কহিল, আর পাত্র নাই ; তাহাতে তৈল বন্ধ হইল । তখন ইলীশায়কে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে সে কহিল, যাও, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং তাহার অবশিষ্টেতে তুমি ও তোমার পুত্রেরা খাইয়া বাঁচ ।

তৎসময়ে সুরীয়া দেশীয় রাজার নামান নামক এক জন সেনাপতির কুষ্ঠ হইল, কিন্তু তাহার স্ত্রীর এক ইথ্যয়েলীয়া দাসী ছিল ; সে আপন কর্তাকে কহিল, আমার প্রভু যদি শোমিরোগে ভবিষ্যদ্ব-

জ্ঞান কাছে যান, তবে বোধ হয় সে তাঁহাকে কুষ্ঠ-
হইতে মুক্ত করিবে। নামান ইহা শুনিয়া উপহা-
সার্থে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া মহাসমারোহ
পূর্বক ইজ্রায়েল দেশে গেল ; পরে সে ভবিষ্যদ্ব-
ক্তার গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে ইলীশায় দূত
পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, যর্দন নদীতে যাইয়া সপ্ত
বার স্নান কর, তাহাতে কুষ্ঠ মোচন হইবে। তখন
নামান এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল,
আমি ভাবিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নি-
কট আসিয়া আমার গাত্রে হাত বুলাইয়া কুষ্ঠ ভাল
করিবে ; ইজ্রায়েল দেশের নদীহইতে কি সুরীয়া
দেশের নদী সকল উত্তম নহে ? আমি তাহাতে স্নান
করিয়া কি শুদ্ধ হইতে পারিব না ? তখন তাহার
দাসেরা কহিল, হে পিতঃ, যদি ভবিষ্যদ্বক্তা কোন
মহৎ ক্রিয়া করিতে তোমাকে কহিত, তবে কি তুমি
তাহা করিতা না ? এ অতি সহজ কর্ম, অতএব সেই
নদীতে গিয়া স্নান করিলে ভাল হয়। তখন সে
ইলীশায়ের বাক্যানুসারে যর্দন নদীতে গিয়া সাত
বার ডুব দিল ; তাহাতে তাহার মাংস ক্ষুদ্র বাল-
কের ন্যায় পুনর্বার কোমল হইয়া শুচি হইল।
ইহাতে সে পরমাক্লান্ত হইয়া মহোপকার মা-
নিয়া ইলীশায়ের নিকটে ফিরিয়া গেল, এবং নানা
উপহার বাহির করিয়া বলিল, আমি জানি, ইজ্রা-
য়েলের ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর ঈশ্বর নাই, এখন

আমি তোমাকে মিনতি করি, যে এই সকল উপহার গ্রহণ কর। কিন্তু ইলীশায় উত্তর করিল, ঈশ্বর যদি জীবৎ থাকেন, তবে আমি কিছুই গ্রহণ করিব না; তুমি কুশলে ঘরে ফিরিয়া যাও। তাহাতে নামান প্রস্থান করিল। কিন্তু গেহসি নামে ইলীশায়ের দাস ঐ সকল উপহার দেখিয়া লুপ্ত হইয়া নামানের পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে বলিল, আমার গুরু এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে দুই জন নির্থন ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নিকটে আসিয়াছে, অতএব মিনতি করি, তুমি তাহাদিগকে এক মণ রূপা আর দুই যোড়া বস্ত্র দেও। তাহাতে নামান ঐ রূপা ও দুই যোড়া বস্ত্র দিলে গেহসি আপন ঘরে তাহা রাখিয়া গুরুর নিকটে ফিরিয়া গেল। সে যখন ইলীশায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন ইলীশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহইতে আসিতেছ? গেহসি উত্তর করিল, তোমার দাস কোন খানে যায় নাই। ইলীশায় কহিল, আমি কি দেখি নাই, যে তুমি নামানের নিকট গিয়া রৌপ্য ও বস্ত্র তাহার স্থানে লইয়াছ? স্বর্ণ রূপা লইয়া দ্রাক্ষাকেন্দ্র ক্রয় করিবার সময় কি এই? অতএব তোমাতে ও তোমার বংশেতে সদাই নামানের কুষ্ঠ রোগ থাকিবে। পরে সে তাহার নিকটহইতে কুষ্ঠ-এন্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

কতক কাল পরে ইস্রায়েলের রাজা সুরীয় রা-

জার সঙ্গে যুদ্ধ করিল। সুরীয়দের সৈন্যেরা কোন্ ২ স্থানে যাইয়া কি ২ করিতে চাহে, তাহা ইলীশায় আত্মাদ্বারা জ্ঞাত হইত, এবং ইস্রায়েলের রাজার নিকটে প্রকাশ করিত। সুরীয় রাজা ইহা শুনিয়া ইলীশায়কে ধরিবার নিমিত্তে দোথন নগর গুপ্তরূপে বেষ্টিত করিল। পরে প্রাতঃকালে ইলীশায়ের দাস বাহিরে গেলে ঐ সৈন্য দেখিয়া তাহাকে কহিল, হে গুরো, এখন আমরা কি করিব? তখন ইলীশায় কহিল, ভয় করিও না, কারণ উহাদিগের সঙ্গি লোক অপেক্ষা আমাদের সঙ্গি লোক অধিক। আর ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভো, ইহাকে জ্ঞানচক্ষু দান কর, যেন দেখিতে পায়! তখন প্রভু সে যুবলোকের চক্ষু স্ফুটিত করিলে সে পর্বতের উপর ইলীশায়ের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিময় অশ্ব ও রথ দেখিতে পাইল। যেমন লিখিত আছে, যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, দূতগণ কি তাহাদিগের সেবাকারী আত্মা নহে? আর লিখিত আছে, যে ঈশ্বর দূতগণকে বায়ুস্বরূপ ও সেবকগণকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন।

৪৭। অশূর দেশে ইস্রায়েল লোকদিগের আবাসাবস্থার বিষয়

আহার রাজার মৃত্যুর পর ইস্রায়েল দেশে ক্রমে ২ দ্বাদশ জন রাজত্ব করিল, কিন্তু অধিক কাল তাহাদিগের শাসন ছিল না, কারণ লোকেরা

প্রতিমাপূজাতে অতিশয় আসক্ত হইয়া পরমেশ্বরকে
ক্রুদ্ধ করাতে কখন ২ রাজদ্রোহদ্বারা, কখন ২ বা
নিকটবর্ত্তি সুরীয় রাজাদের আক্রমণদ্বারা রাজ্য
প্রতাপহীন হইল। ইশ্বর ইজ্রায়েল লোকদিগকে
চেতনা দিবার নিমিত্তে অনেক বার রণ ও অকাল
মৃত্যু উপস্থিত করাইতেন, এবং দেবার্চনাইতে
আপন সেবাতে তাহাদিগকে ফিরাইবার নিমিত্তে
ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে পাঠাইতেন, তথাপি তাহারা
গাঢ়রূপে দেবার্চনাতে মগ্ন রহিল। হোশেয় নামক
ইজ্রায়েলের রাজা অশুরীয় শলমনেশ্বর রাজার
সহিত নিয়ম করিল, কিন্তু কিছু কাল পরে হো-
শেয় সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল; এই নিমিত্তে ঐ
রাজা অতি ক্রোধান্বিত হইয়া প্রধান বলবান মৈন্য
লইয়া শোমিরোণীয় দেশ উচ্ছিন্ন করণ পূর্বক
প্রজাদিগকে বদ্ধ করিয়া আপন রাজ্যের অতি দূর
দেশে পাঠাইল, এবং সুরীয় ও অরাম-নহরয়িম
দেশহইতে অন্য ২ দেবপূজকদিগকে শোমিরোণ
দেশে আনাইয়া বসতি করাইল। ইজ্রায়েলের অব-
শিষ্ট যে অল্প লোক ছিল, তাহারা ইহাদিগের
সহিত মিলিত হইলে তাহাদের নাম শোমিরোণীয়
লোক হইল।

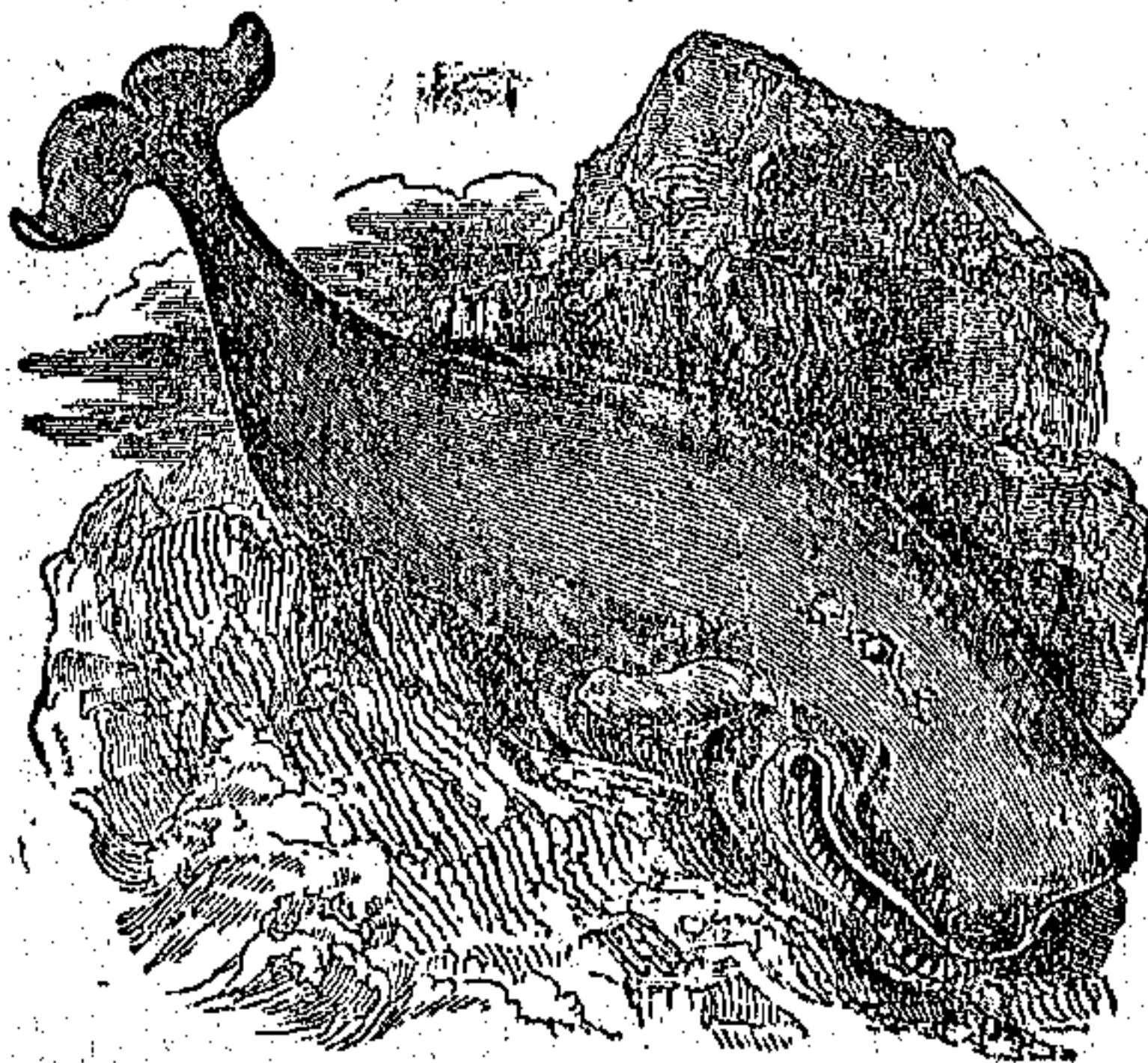
৪৮। যুনস্ নামে ভবিষ্যদ্বক্তার বিবরণ।

অশুর দেশের রাজধানী নিনিবী মোন্দর্য ও

সমৃদ্ধি বিশিষ্ট ছিল, তাহার পরিধি ষাইট ক্রোশ পরিমিত, ও তন্নিবাসি লোক ধনবান ও অহঙ্কারী ছিল। তখন প্রভু যুনস্কে বলিলেন, উঠ, তুমি নিনিবী নগরে গিয়া তাহার বিপরীতে ঘোষণা কর, যেহেতু তথাকার লোকদের দুষ্কৃত্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। কিন্তু যুনস্ সে আত্মা লঙ্ঘন করিয়া তর্শীশ নগরে পলায়নের চেষ্টাতে এক জাহাজে উঠিল; এ কারণ এমত একটা তুফান উপস্থিত হইল যে জাহাজ সমুদ্রে নষ্ট প্রায় হইল; তাহাতে নাবিকেরা ভীত হইয়া আপন ২ দেবতাকে অরণ করিতে লাগিল, এবং জাহাজ ভারী হওয়াতে তাহার দ্রব্য সকল সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। তৎসময়ে যুনস্ জাহাজের এক দিগে শয়ন করিয়াছিল, নাবিকেরা তাহাকে কহিল, উঠ, এখন কি শয়নের সময়? তোমার ঈশ্বরকে অরণ কর, তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। পরে সকলে কহিল, আইস আমরা গুলিবাঁট করিয়া, এই রূপ ঘটনা কোন্ ব্যক্তির নিমিত্তে হইল, তাহা নিশ্চয় করি। পরে গুলিবাঁটেতে যুনসের নাম উঠিল। তাহাতে যুনস্ তাহাদিগকে কহিল, আমাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তবে এ বাড়ি নিরন্ত হইবে। কিন্তু নাবিকেরা তাহার প্রাণরক্ষার কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিল, এ মনুষ্যের জীবনের কারণ আমাদিগের সকল ব্যক্তিকে নষ্ট করিও না; এবং যদি এ ব্যক্তি

নির্দোষ হয়, তবে তাহার বধের পাপ আমাদের প্রতি ঘটাইও না।

পরে যুনসকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে সমুদ্র কান্ত হইল, ইহা দেখিয়া জাহাজস্থ লোক সকল প্রভুর প্রতি ভীত হইয়া প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল। কিন্তু যুনসকে একটা প্রকাণ্ড মৎস্য খাইয়া ফেলিল। তখন প্রভু তিন অহোরাত্র সেই মৎস্যের উদরে যুনসকে জীবৎ রাখিলেন, পরে মৎস্যকে তীরে আনিয়া যুনসকে বমন করিতে আজ্ঞা দিলেন।



অপর প্রভু যুনসকে পুনর্বার এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি নিনিবী নগরে প্রস্থান কর, এবং তাহার মধ্যে আমার আজ্ঞা প্রকাশ কর। অনন্তর যুনস রাজ-

পথের মধ্যে গিয়া প্রস্তাব করিয়া कहিল, চল্লিশ দিনের পর তোমাদিগের পাপের নিমিত্তে নিনিবী নগর উচ্ছিন্ন হইবে। তাহাতে নিনিবীয় লোকেরা যুনসের কথায় প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভীত হইয়া উপবাসী রহিয়া শাগ বস্ত্র পরিধান করিল। রাজাও আপনার যোড়া ফেলিয়া লোকদের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিল, যে লোক সকল ও পশু সকল উপবাসী থাকিয়া ঈশ্বরকে ডাকুক, এবং সকল মনুষ্য আপন ২ মন্দ ক্রিয়াহইতে ফিরুক, তাহাতে যদি ঈশ্বর আপন ক্রোধহইতে ফিরেন, তবে আমরা নষ্ট হইব না। তখন ঈশ্বর তাহাদিগের সুক্রিয়া দেখিয়া নগর রক্ষা করিলেন। প্রভুর এই প্রকার দয়ার প্রমাণ যুনসের অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল, এবং সে বলিল, আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল ছিল। তখন নগরের কি দশা ঘটিবে তাহা দেখিবার অপেক্ষাতে যুনস বাহিরে গিয়া এক কুটির নির্মাণ করিয়া রহিল। ঈশ্বর রাত্রির মধ্যে তাহার কুটির আচ্ছাদন করিতে এক কুমুড়াগাছ জন্মাইলেন; তাহা দেখিয়া যুনস অত্যন্ত আশ্চর্য হইল। পরে প্রত্যয়ে এক পোকায় কাটিলে রোদের উত্তাপে ঐ গাছ শুকিয়া গেল; তাহাতে সূর্যের উত্তাপ যুনসের মস্তকে এমন লাগিল, যে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। তখন প্রভু कहিলেন, একটা কুমুড়াগাছের নিমিত্তে ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? সে

কহিল, হাঁ, আমার প্রাণাত্মক ক্রোধ করা ভাল।
 ঈশ্বর কহিলেন, তুমি এক কুমুড়াগাছের নিমিত্তে
 কেন এত শোক করিতেছ? তুমি তাহার নিমিত্তে
 কোন পরিশ্রম কর নাই; তাহা এক রাত্রির মধ্যেই
 জন্মিয়াছিল, এবং পর দিবসেই নষ্ট হইল। আমি
 কি নিনিবীর প্রতি দয়া করিব না? দেখ, তন্মধ্যে
 এক লক্ষ বিংশতি সহস্রেরও অধিক লোক আছে,
 যাহারা বামহস্ত দক্ষিণহস্তের ভেদ জানে না।

৪৯। যিহূদাব শেষ রাজাদিগের বিবরণ।

রাজ্য বিভাগের পর যিকশালমে দায়ূদের সিংহা-
 সনে তিন শত বাহাত্তর বংশের মধ্যে ক্রমাগত
 বিশ জন রাজত্ব করিল। ইস্রায়েলের রাজ্য অপেক্ষা
 যিহূদার রাজ্য এক শত বৎসর অধিক দীর্ঘস্থায়ী
 হইল। দায়ূদের বংশোদ্ভব রাজারাও অনেকে দেব-
 পূজক ও পাষণ্ড ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি
 অসৎ লোক ধার্মিক; আর তাহাদের মধ্যে যিহো-
 শাফৎ ও হিফিয় ও যোশিয়, ইহারাই ঈশ্বরের
 প্রতি বিশ্বাসী ছিল। আহস নামে এক জন রাজা
 যিকশালমের রাজপথে বাল দেবতার নিমিত্তে
 হোমকুণ্ড নির্মাণ করাইল, এবং ঈশ্বরের মন্দিরের
 দ্বার বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। সেই আহসের পুত্র
 হিফিয় ধার্মিক লোক ছিল, সে ঈশ্বরের মন্দিরের
 দ্বার খুলিয়া দিল, এবং প্রতিমা সকল ফেলিয়া দিল।

পরে দশ গৌণীর লোকদিগকে পৈতৃক ঈশ্বরের সেবা করিতে এবং দেবপূজা পরিতাগ করিতে আহ্বান করিল। হিফিয়ের রাজত্বকালে ইস্রায়েল রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল, এবং তথাকার লোক সকল বন্ধনদশাপন্ন হইল।

এই ঘটনের কতক কাল পরে অশূরদেশের সন্-
হেরিব রাজা বলবান্ সৈন্য লইয়া আসিয়া যিহূদা
দেশ আক্রমণ এবং যিকশালম নগর বেষ্টিত করিল।
সে পরমেশ্বরের প্রতি বিজ্ঞপ্তি করিয়া হিফিয়কে
কহিল, তুমি এক ভগ্ন নলেতে ভরসা রাখিতেছ।
হিফিয় ইহা শুনিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ঈশ্বরের
মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিল। তখন ঈশ্বর যিশা-
রিয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা হিফিয়কে উত্তর দিয়া কহি-
লেন, দেখ, আমি স্বয়ং আপনার নিমিত্তে এবং আ-
পন ভৃত্য দায়ূদের নিমিত্তে এই নগর রক্ষা করিব।
পরে রাত্রিকালে ঈশ্বরের দূত নামিয়া অশুরীয়দের
শিবিরে এক লক্ষ পাঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিল।
প্রত্যুষে রণস্থান শবেতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন
সন্হেরিব ফিরিয়া নিনিবী নগরে পলায়ন করিল।

তৎসময়ে হিফিয় অতিশয় পীড়িত হইল।
তখন যিশারিয় ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া হিফিয়কে
কহিল, ঈশ্বর এমত কহেন, তোমার বাটীর বিষয়
স্থির কর, যেহেতু তুমি আর বাঁচিবা না। তখন
হিফিয় আপন পরমায়ুর নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে

মিনতি করিয়া রোদন করিল। আর ঈশ্বর যিশায়াকে পুনর্বার পাঠাইয়া কহিলেন, দেখ, আমি তোমার মিনতি শুনিয়াছি ও তোমার রোদন দেখিয়াছি। আমি তোমাকে পোনের বৎসর অধিক পরমাণু দিব। তাহাতে তিন দিনের পর রাজা অরোগী হইয়া ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রত্যাশকার মালিন।

মিনশি নামে হিষ্কিয়ের পুত্র অতি পাণ্ডু ছিল। তাহার ধার্মিক পিতার যে সংকল্প ছিল, তাহা সে পঞ্চান্ন বৎসর ব্যাপি রাজত্বকালে নষ্ট করিল, এবং পুনশ্চ লোকদিগকে দেবপূজায় নিযুক্ত করিল, ও পরমেশ্বরের মন্দিরে দেবপূজার নিমিত্তে বেদি সকল নির্মাণ করিল। ইহার নিমিত্তে ঈশ্বর তাহাকে এই ক্লম দণ্ড করিলেন, যে সে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া বাবিল নগরে নীত হইল। পরে সে মনস্তাপেতে ঈশ্বরের নিকটে মিনতি করিলে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্বার স্বদেশের রাজ্য দিলেন। তৎপরে সে দেবপূজা ত্যাগ করিল। মিনশির পুত্র আমোন পূর্বপুরুষাপেক্ষায় আরো মন্দ ছিল, কিন্তু তাহার রাজত্ব দীর্ঘ কাল ছিল না। দুই বৎসর পরে তাহার সেবকেরাই তাহাকে বধ করিল। পরে আমোনের পুত্র অষ্টবর্ষবয়স্ক যোশিয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুকর্ম করিল, এবং দায়ুদের সিংহাসন পাইল। সে অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম প্রযুক্ত রাজ্য করিতে অসমর্থ, এ কারণ প্রধান যাজকের উপদেশে রহিল। পরে

তাহার বিশ বৎসর বয়স হইলে সে যিরূশালম নগর ও সমুদয় যিহুদা দেশের মধ্যহইতে প্রাতিমা সকল দূর করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দিল। আর তৎসময়ে মিনশির রাজ্য অবধি যে ধর্মপুস্তক হারাণ গিয়াছিল, তাহা পাওয়া গেল। সেই পুস্তক রাজার নিকটে পাঠ হইলে রাজা তাহার কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ পাপের ফলরূপে যে দণ্ড দিতে পরমেশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভয়েতে আপন বস্ত্র ছিঁড়িল। এবং প্রভু এক আচার্য্যাণীদ্বারা রাজাকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, দেখ, আমি এই স্থানের উপর এবং এই দেশনিবাসি লোকদের উপর অমঙ্গল ঘটাইব, যেহেতু তাহারা আপন ২ হস্তে কুক্রিয়া করিয়াছে, এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দেবপূজা করিয়াছে। কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ কৌমল হইল, অতএব তুমি এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিনীত ও নম্র হইলা এবং বস্ত্র ছিঁড়িলা, এ কারণ তোমার পিতৃলোকের সহিত তোমাকে একত্র করিব, এবং তুমি শান্তিতে আপন কবরে সংগৃহীত হইবা; আর এই দেশনিবাসিদের উপর যে সকল ঘটাইব, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিবা না। তখন যোশিয় ব্যবস্থামতে সকল বিষয় সংস্থাপনের নিমিত্তে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রজা সকলকে একত্র করিয়া ব্যব-

হ্মাপুস্তকের বাক্য পাঠ করাইয়া শুনাইল, এবং প্রজা সকলের মাঝাতে ধর্মপুস্তকে লিখিত যে নিয়ম, তাহা স্বীকার করিল। ঈশ্বরের বিষয়ে রাজার যত্ন কেবল যিহুদা দেশে হইল এমনত নহে, কিন্তু সে ইফ্রায়িম ও নপhtালি দেশে যাইয়া উপদেবতার মন্দির সকল ভগ্ন করিয়া ঈশ্বরপূজার সংস্থাপন করিল। যোশিয়ার যত্নের কিঞ্চিৎ কাল পরে লোকদিগের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড ঘটিল। যোশিয়ার দুই পুত্র ও দুই পৌত্র সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অত্যুৎপা কাল পরে পদচ্যুত হইয়া বন্ধনগ্রস্ত হইল; এবং ঈশ্বরীয় শাস্তির অন্যান্য চিহ্নও উপস্থিত হইল।

৫০। অন্য ২ ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশরূপে জানাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করিত, এবং যাজকগণকে ও রাজাদিগকে মন্দ কর্মহইতে নিবৃত্ত করিত। সেই ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রধান ও অপ্রধান সর্বসাধারণ লোকহইতে মনোনিীত হইয়াছিল। যিশায়িয় ও দানিয়েল, ইহারা রাজবংশ ছিল; যিরিমিয় ও যিহিফেল, ইহারা যাজকবংশ ছিল; এবং এলিয় ও ইলীশায় ও যুনস্ ও মীখা, ইহারা সামান্য লোক ছিল, এবং আমোন্স এক জন দরিদ্র পশুপালক ছিল। যিশায়িয় বাবিল রাজ্যবিষয়ে

ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল। ঐ রাজ্য সেই কাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন ছিল; এবং তাহার কি কাপে জয় ও অতি বৃদ্ধি এবং পরাক্রম হইবে, তাহা যিশায়িয় প্রকাশ করিল। আর এক সময়ে সে বলিল, যে খল্ড নামে এক জন শক্তিমান পারসীক রাজা উপস্থিত হইয়া বাবিল রাজ্যকে নষ্ট করিবে। যিরিমিয় কসদীয় লোকদ্বারা যিহশানামের ভাবি নাশ প্রকাশ করিয়া সেই নগর কত কাল পর্যন্ত নষ্ট থাকিবে, তাহা নির্ধারণ করিল। কিন্তু যদি লোক সকল মন ফিরাইয়া ঈশ্বরের সেবা করে, তবে দণ্ড ঘটিবে না, এই কথাও প্রকাশ করিল। যিহিক্ষেল নামে ভবিষ্যদ্বক্তা অশূর দেশে প্রবাসি ইস্রায়েল লোকদিগকে উপদেশ দিত। তাৎকালিক ইস্রায়েল লোকেরা ঐ দেশে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া একান্তমনে ভাবিয়াছিল, যে অল্প কাল পরে বাবিলের বিনাশ হইলে আমরা স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিব। যিহিক্ষেল ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কহিল, যে ইস্রায়েলের পুনর্বার রাজ্য হওনের এখনো বহুকাল বিলম্ব আছে, এবং যিহুদা লোকেরাও বন্ধনদশাগ্রস্ত হইবে। কিন্তু যিরিমিয়ের কথায় যেমন যিহুদীয়েরা বিশ্বাস করিল না, তেমনি ইস্রায়েলীয় লোকেরা যিহিক্ষেলের কথা মানিল না।

ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের বক্তৃতাতে সকল লোকের মন আকর্ষিত হইত, আর তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অতি তীক্ষ্ণ

বটে। যিরিমিয়ের গ্রন্থে কুস্তকার ও তাহার নির্মিত
 মূর্তিপাত্র বিষয়ক এই দৃষ্টান্ত বার ২ পাওয়া যায়,
 যথা, আমি এক কুস্তকারকে চক্রেতে পাত্র নি-
 র্মাণ করিতে দেখিলাম, কিন্তু যে পাত্র নির্মাণ
 করিল, তাহা তাহার মনোনীত না হওয়াতে সে
 তাহা ভাঙ্গিয়া অন্য পাত্র নির্মাণ করিল; সেই
 কুস্তকারের ন্যায় কি আমি তোমাদের বিষয়ে করিতে
 পারি না? ঈশ্বর এমত কহেন। দেখ, যেমন মাটি
 কুস্তকারের হস্তে, তেমনি ইস্রায়েল লোক আমার
 হস্তে। অন্য এক সময়ে যিরিমিয় এক উত্তম পাত্র
 কুস্তকারের নিকটে ক্রয় করিয়া প্রধান লোকদের
 ও যাজকদের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এবং
 কহিল, ঈশ্বর এই রূপ কহেন, যেমন কুস্তকারের
 পাত্র নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার করা যায় না, তদ্রূপ আমি
 এ লোকদিগকে ও নগরকে ভাঙ্গিব; এবং যিকশা-
 লমের গৃহ সকল এবং রাজগৃহ সকল উচ্ছিন্ন করিব;
 কেননা এ গৃহ সকলের উপর তাহারা দেবতাদের
 উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে।

যিহূদীয়েরা ভবিষ্যদ্বক্তাদের উক্তিতে বিশ্বাস
 করিল না, এ জন্য সেই সকল ঘটিল, কিছু বাকী
 রহিল না; অবাধ্য ও কঠিন কন্দীয় লোকেরা যিক-
 শালমে আইলে সেই নগর তাহাদিগের হস্তে সম-
 প্তি হইল। পরে তাহারা সেই রম্য নগর ভাঙ্গিয়া
 পাষাণের ঢিবি করিল। প্রথমে কন্দীয়দের রাজা

নিবুখদনিৎসর যিহুদার রাজাকে এবং দশ সহস্র যোদ্ধাকে ও শিল্পকর প্রভৃতি অনেক নিপুণ লোককে বন্দ করিয়া আপন দেশে লইয়া গেল, এবং যিহুদা দেশে সিদিকিয় নামে অন্য এক জনকে রাজা করিল, ও দেশ আপনায় করাধীন করিল। দশ বৎসর পরে সিদিকিয় নিবুখদনিৎসর রাজাকে কর দিবে না মনস্থ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করত মিসরদেশীয় রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু কসদীয়েরা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া অগণ্য সৈন্য সঙ্গে লইয়া যিহুদা দেশ আক্রমণ করিল। তাহাতে ভয়ানক যুদ্ধ হইলে যিরূশালমে এমন দুঃখ ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে কোন মাতা আপন শিশু সন্তানকে খাইতে লাগিল, অবশেষে শত্রু আসিয়া নগরে প্রবেশ করিল। সিদিকিয় রাজা পলায়ন কালে শত্রুর হস্তগত হইল। পরে তাহার মাংসে তাহার দুই পুত্র হত হইলে কসদীয়েরা সেই রাজার দুই চক্ষু উৎপাটন করিল; এবং তাহাকে বন্দন করিয়া বাবিল দেশে লইয়া গেল। এই প্রকারে যিহিফেল যে ভবিষ্যদ্বাক্য সিদিকিয়ের প্রতি কহিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল, যথা, “তুমি বাবিল দেশে অন্ধ হইয়া মরিবা; আর তুমি দেখিতে পাইবা না।” পরে কসদীয়েরা যিরূশালম নগরে ঈশ্বরের মন্দির লুট এবং দগ্ধ করিয়া বহু মূল্য তৈজস পাত্র সকল লইয়া গিয়া বাবিলে বাল

দেবের মন্দিরে রাখিল । কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মসি-
দ্ধুক কি হইল, তাহা কেহ জানে না । কসদীয়েরা
যিহূদা দেশে ক্রযাদি কর্ম করাইবার নিমিত্তে কতক
লোককে রাখিয়া অন্য তাবৎ লোককে বদ্ধ করিয়া
বাবিল দেশে লইয়া গিয়া নানা অঞ্চলে বসতি করা-
ইল । যিহূদা দেশে যে কএক লোক অবশিষ্ট রহিল,
তাহাদের মধ্যে ধর্মপরায়ণ গিদলিয় নামে এক
ব্যক্তিকে নিবুখদনিৎসর রাজা শাসনকর্তৃত্ব পদে
নিযুক্ত করিল । কিন্তু অল্প কালের পর লোকেরা
তাহাকে মান্য না করিয়া বধ করিল । যিরিমিয়
ভবিষ্যদ্বক্তাও আপন দেশে বাস করিতে অনুমতি
পাইল । তৎসময়ে সে যিকশালমের অগ্নাশ্রমে
থাকিয়া বিলাপের এক গ্রন্থ লিখিল ।

৫১ । দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয় ।

বাবিল দেশে যিহূদীয় লোকদের দশা অত্যন্ত
ক্লেশজনক ছিল না ; তাহাদের মধ্যে কেহ ২ কসদীয়-
দের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন এবং উচ্চপদাভিযুক্ত হইল ।
নিবুখদনিৎসর অনেক যিহূদীয় যুব লোককে নানা
বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিল । পরে তাহাদিগের
মধ্যে দানিয়েল ও শদ্রক ও মৈশক ও অবেদনিগো
এই চারি জনকে অত্যুচ্চপদাভিযুক্ত করিয়া তা-
হাদিগের আত্মীয়বর্গের সম্মান ও কুশল করিল ;
তাহাতে দেবপূজকদের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রকাশ

করা হইল। কিন্তু প্রথমে ঐ চারি জন নানা কঠিন পরীক্ষাতে পড়িয়াছিল। রাজগৃহে বাস করাতে তাহারা রাজার অন্ন ও দ্রাক্ষারস ও পানীয়ের অংশ পাইত, কিন্তু দানিয়েল ও তাহার সঙ্গি লোক পাণ-
গ্রস্ত হইবার ভয়েতে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে বিরত হইয়া পরিবেশকের নিকটে প্রার্থনা করিল, যে আ-
মাদিগকে কেবল কলাই খাইতে ও জল পান করিতে দেও। তাহা খাইলে ঈশ্বরপ্রসাদে কসদীয় যুবগণ অপেক্ষা তাহাদিগের অধিক কান্তি পুষ্টি ও দিব্য জ্ঞান হইতে লাগিল। পরে রাজার সম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও পা-
ণ্ডিত্যবিশিষ্ট বোধ করিয়া রাজকর্ম নিযুক্ত করিল।

এই ঘটনার অল্প কাল পরে নিবুখদনিৎসর যাইট হাত উচ্চ স্বর্ণের এক দেবপ্রতিমা নির্মাণ করাইল, এবং সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠাকালীন সকল লোককে আহ্বান করিল। পরে তাহারা সকলে একত্র হইলে এক জন বন্দী উচ্চঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, হে লোকেরা, হে ভিন্নজাতীয়েরা ও ভিন্ন-
দেশীয়েরা, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা করা যাই-
তেছে যে তোমরা যে সময়ে শিলা বাঁশী বীণা ভেরী মৃদঙ্গ ডম্বুর ইত্যাদি নানা প্রকার বাদ্য শব্দ শুনিবা, সেই সময়ে উবুড় হইয়া নিবুখদ-
নিৎসর যাজ্ঞা যে প্রতিমা স্থাপিত করিয়াছে, তা-
হার পূজা করিও ; কিন্তু যে জন উবুড় না হইবে

এবং পূজা না করিবে, সেই জন সেই দণ্ডে অগ্নি-
কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। শদ্রক ও মৈশক ও অবেদ-
নিগো, এই তিন জন রাজকর্মের নিমিত্তে ঐ স্থানে
উপস্থিত ছিল, কিন্তু পূজা করিল না; অতএব যজ্ঞ
সাম্র না হইতে রাজাকে ইহা জানাইলে রাজা অতি
ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে আনিতে আজ্ঞা
দিল। তাহারা রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা
কহিল, তোমরা কি আমার স্থাপিত প্রাতিমা পূজা
কর নাই? আমার হস্তহইতে কে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিতে পারে, তাহা দেখিব। তখন তা-
হারা উত্তর দিল, যে ঈশ্বরকে আমরা আরাধনা
করি, তিনি আমাদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডহইতে
এবং তোমার হস্তহইতে রক্ষা করিতে পারেন; আর
যদ্যপি স্যাৎ না করেন, তথাচ আমরা কোন ক্রমে
তোমাদিগের দেবতাকে পূজা করিব না। তাহাতে
নিবুখদনিৎসর প্রজ্বলিত ক্রোধে বিরক্তবদন হইয়া
আজ্ঞা করিল, যে অগ্নিকুণ্ড সপ্তগুণ অধিক জাজ্ব-
ল্যমান করিয়া শদ্রক ও মৈশক ও অবেদনিগো এই
তিন জনকে বস্ত্রশূদ্ধ তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেও।
অগ্নিকুণ্ড এমনত প্রজ্বলিত হইল, যে তাহাদিগকে
তন্মধ্যে ফেলিবার জন্যে যাহারা তুলিল তাহারা
দগ্ধ হইল; কিন্তু ঐ তিন জন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে
পতিত হইয়া দগ্ধ হইল না। তাহাতে রাজা বিস্ম-
য়াপন্ন হইয়া আপনার মন্ত্রিগণকে বলিল, আমরা

কি তিন জনকে বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই? তবে বন্ধনরহিত চারি জনকে অগ্নিকুণ্ডে দণ্ডায়মান দেখিতেছি, এবং চতুর্থ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সম্মানের ন্যায় দেখিতে পাইতেছি, একেমন? তখন নিবুখদ্নিৎসর অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া কহিল, হে প্রধান ঈশ্বরের সেবক শত্রুক, মৈশক ও অবেদনিগো, তোমরা বাহির হইয়া আইস। তাহাতে, তাহারা বাহিরে আইলে দেখা গেল, যে তাহাদের একগাছি কেশও দগ্ধ হয় নাই, ও তাহাদিগের বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, ও তাহাদিগের শরীরে ধূমের গন্ধও নাই। তাহাতে রাজা কহিল, যিনি দূত পাঠাইয়া আপন সেবকদিগকে অগ্নিকুণ্ডহইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ধন্য। পরে রাজা আপন রাজ্যের সর্বত্র এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে কেহ শত্রুক, মৈশক ও অবেদনিগো ইহাদিগের ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে, তাহাকে কাটিয়া নষ্ট করা যাইবে; কেননা তাঁহার তুল্য শক্তিমান্ ঈশ্বর আর নাই। পরে শত্রুক ও মৈশক ও অবেদনিগো ও দানিয়েল, ইহারা অত্যন্ত সম্মানিত হইল।

অনন্তর নিবুখদ্নিৎসর রাজার উত্তরাধিকারি বেলশৎসর দানিয়েলকে আরো উচ্চপদাভিষিক্ত করিল, এবং মাদিয়া দেশের রাজা দারা বাবিল দেশ জয় করিয়া আপন রাজ্যের তৃতীয়াংশের উপর তাহাকে শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিল, এবং তা-

হার সঙ্গুণ প্রযুক্ত তাহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে
মনস্থ করিল। রাজা এই প্রকার তাহার প্রতি অনু-
গ্রহ করাতে অন্য ২ প্রধান লোক সকল মাৎস-
র্যাস্থিত হইয়া কি কপে তাহাকে পদচ্যুত করিবে,
ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার
ধর্মমত ভিন্ন আর কোন দোষ পাইল না। তখন
তাহারা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা বলিল, হে
মহারাজ, এই আজ্ঞা প্রকাশ কর, আগামি ত্রিশৎ
দিবসের মধ্যে যে কোন মনুষ্য অন্য কোন দেব-
তার স্থানে কিম্বা কোন মনুষ্যের স্থানে বর প্রা-
র্থনা করিবে, তাহাকে সিংহের গর্তে ফেলিয়া দেওয়া
যাইবে। কিন্তু দানিয়েল পূর্বমত প্রতিদিন তিন
বার করিয়া সত্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল।
তাহার শত্রুরা ইহা দেখিবামাত্র রাজার নিকট গিয়া
জানাইল। দারা রাজা এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত মনঃ-
ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিস্তর যত্ন করিল,
কিন্তু আপন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিল না।
অবশেষে দানিয়েলকে লইয়া সিংহের গর্তে ফেলিয়া
দিতে মন্ত্রীদিগকে কহিল। পরে দানিয়েলের সহিত
সাক্ষাৎ হইলে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি যে ঈশ্ব-
রের সেবা কর, তিনি কি তোমাকে উদ্ধার করি-
বেন? রাজা এই কথা কহিয়া দানিয়েলকে সিংহের
কাছে ফেলিয়া দিয়া দার কদ্ব করিল। পরে রাজা
গৃহে গিয়া অনুতাপী হইয়া কিছু আহার করিতে

পারিল না, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিল না । পর দিন রাজা উঠিয়া অতি শীঘ্র সিংহের গর্তের নিকট গিয়া দানিয়েলকে ডাকিয়া কহিল, হে জীবৎ ঈশ্বরের সেবক, তোমার ঈশ্বর কি তোমাকে সিংহহইতে রক্ষা করিতে পারিলেন ? তখন দানিয়েল উত্তর করিল, হে মহারাজ, ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়াছেন, এবং সিংহেরা আমার হিংসা না করে, এ কারণ তাহাদের মুখ কদ্ধ করিয়াছেন । তাহাতে রাজা অত্যন্ত আত্মাদিত হইয়া দানিয়েলকে সিংহের গর্তের বাহিরে আনিতে আজ্ঞা দিল ; কিন্তু যে লোকেরা তাহার অপবাদ করিয়াছিল, সে সকল লোককে সিংহের গর্তে ফেলিতে কহিল ; এবং সেই মত হইলে তাহারা গর্তের মধ্যে না পড়িতেই সিংহেরা তাহাদের হাড় চূর্ণ করিল । তৎপরে দারা এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে আমার রাজ্যের তাবৎ লোক দানিয়েলের ঈশ্বরকে যেন ভয় করে, কেননা তিনি জীবৎ ঈশ্বর ; তিনি নিস্তার করেন, এবং উদ্ধার করেন, এবং স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে চিহ্ন দেখান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন ।

৫২ । যিরূশালম পুনর্ব্বার নির্মাণ করণ ।

যিরূশালম বিনষ্ট হওনের সত্তর বৎসর পরে খঅ নামে পারসীক রাজা জয় করণেতে অশূরদেশে ও মাদিয়াদেশে ও বাবিলদেশে প্রধান হইয়াছিল ।

যে সকল ইস্রায়েল লোক তাহার দেশে বাস করিত, তাহাদিগকে সে আপন রাজত্বের প্রথম বৎসরে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে, এবং পুনর্ব্বার যিকশালম নগর ও মন্দির নির্মাণ করিতে অনুমতি দিল । খঅ রাজা এই কথা প্রকাশ করিল, স্বর্গের ঈশ্বর স্বয়ম্ভু যিকশালমে তাহার উদ্দেশে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন ; অতএব তোমাদিগের মধ্যে যদি তাহার লোক কেহ থাকে, তবে তাহারা ফিরিয়া যাউক ; ঈশ্বর তাহাদের মঙ্গী হইবেন । বাবিলীয় রাজা 'যিকশালম' হইতে যে সকল স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল, খঅ রাজা পাঁচ সহস্র চারি শত সংখ্যক সে স্বর্ণপাত্র ইস্রায়েল লোকদিগকে ফিরাইয়া দিল । ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিল, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেক লোক ধনাঢ্য হইয়া অশূর ও বাবিল দেশে থাকিল, কেবল যিহূদা ও লেবি বংশের বিয়াল্লিশ সহস্র যর যেশূয় নামে প্রধান যাজকের এবং দায়ূদবংশীয় সিকরাবিলের সঙ্গে যিকশালমে গিয়া আপন ২ ভগ্ন বাটী অনুসন্ধান করিল । তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা প্রথমতঃ প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ এবং মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিল । এবং যাজকেরা চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া তুরীর সহিত নানা প্রকার বাদ্য বাজাইয়া ঈশ্বরের

প্রাণশ্রম করিল। যে সকল প্রাচীন লোক পূর্বে
 ঈশ্বরের মন্দিরের ঐশ্বর্য দেখিয়াছিল, তাহারা
 এই মন্দিরের ভিত্তিমূল দেখিয়া রোদন করিতে লা-
 গিল; সেই প্রাচীন লোকদিগের রোদন এবং যুবক
 ব্যক্তিদের আত্মাদ্য এমনত একত্র হইল, যে বিষাদ
 ও আত্মাদের ভেদ দুঝিতে পারা গেল না। তৎপরে
 লোক সকল অত্যন্ত উৎপাতগ্রস্ত হইল; কিন্তু
 হগয় এবং সিখরিয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তারা তাহা-
 দিগকে উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া সবল করিল।
 শোমিরোণীয় লোকেরা মন্দির নির্মাণে যিহুদীয়-
 দের সহকারী হইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু যিহুদীয়েরা
 অনুমতি দিল না; এ কারণ শোমিরোণীয়েরা
 নানা প্রকার অত্যাচার করিতে এবং রাজার নিকটে
 যিহুদিদের প্রতি নিত্য ২ অপবাদ দিতে লাগিল;
 শেষে ঐ অপবাদদ্বারা কিছু না হওয়াতে যিহুদীয়-
 দিগকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহাতে যিহুদীয়-
 দের অর্দ্ধেক লোককে অস্ত্র ধারণ করিতে, আর
 অর্দ্ধেক লোককে মন্দির নির্মাণ করিতে হইল।
 কিছু কাল পরে দারা রাজা পূর্ব রীত্যনুসারে ঈশ্ব-
 রের আরাধনা পুনঃস্থাপন করিবার কারণ ইয়াকে
 পাঠাইল, এবং অপহৃত পাত্রের অবশিষ্ট পাত্র লইয়া
 বাবিল দেশহইতে যিহুদা দেশে যাইতে আজ্ঞা
 দিল। সেই দারা রাজার উত্তরাধিকারি অর্তমস্ত
 আপন পানপাত্রবাহক নিহিমিয়কে যিহুদা

নগরের প্রাচীর নির্মাণ করিবার নিমিত্তে পাঠাইল। পারসীক রাজারা প্রায় সকলে যিহুদীয়দের অনুকূল ছিল, তাহাদের মধ্যে অহশ্বেরঃ নামে এক জন শক্তিমান ও অহঙ্কৃত রাজা যিহুদীয়দের ইষ্টের নায়ী এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের বিস্তর উপকার করিল। ইষ্টেরের খুড়া মর্দিথায় রাজার জীবনের বিকক্ষে এক কুমন্ত্রণার সঙ্কান পাইয়া রাজাকে জানাইল; তাহাতে রাজা তাহাকে আপন প্রধান মন্ত্রী করিল। নিহিমিয় যিরূশালমের শাসনকর্তা হইলে যিহুদীয়দের উপকার বোধ হইল, কারণ সে কিছু বেতন লইত না, এবং তাহার ভোজে প্রতিদিন প্রায় দেড় শত জন অতিথি ভোজন করিত। সে আপন ধনহইতে তাহার ব্যয় দিত, কখন তাহার মূল্য লইত না। তাহার এই রূপ আচরণ দেখিয়া ধনাঢ্য প্রধান যিহুদীয়েরা ঋণের সুদ লইত না। যিহুদীয়দের সাম্প্রতিক দুঃখ নিবারণ করিতে 'এ সকল' অত্যাৱশ্যক ছিল, কিন্তু পারমার্থিক উদ্ধার বিষয়ে মালাখি ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ঈশ্বর এই কথা কহিয়াছিলেন, যে “দেখ, আমি দূত পাঠাইব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে, এবং তোমাদিগের অন্বেষণে যে প্রভু, তিনি ইচ্ছাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন, অর্থাৎ যাঁহাতে তোমাদের তুষ্টি, এমন নিয়মের দূত আসিবেন, স্বয়ম্ভু ঈশ্বর এমত কহেন।”

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার কথানুসারে ঈশ্বরের মন্দির পুনঃস্থাপন অবধি ত্রীশ্চৈর আগমন পর্যন্ত চারি শত তিরানী বৎসর হইল। তৎকালীন যিহুদীয়দের নানা আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ আছে। পারসীক রাজা সিকন্দর ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও মন্দির ও যাজকদিগের সম্মান করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে চমৎকৃত করিল, তাহাতে যিহুদীয়দের অত্যন্ত লাভ বোধ হইল। সিকন্দরের মৃত্যুর পরে তলমি নামক তাহার এক জন সেনাপতি মিসর দেশের রাজা হইয়া যিহুদীয় দেশ জয় করিয়া কএক সহস্র লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া মিসর দেশে লইয়া গেল। তলমির পুত্র বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা হওয়াতে তাহাদের সমুদয় ধর্মপুস্তক ইব্রী ভাষা হইতে গ্রীক ভাষাতে অনুবাদ করাইল। যিহুদীয়েরা এক শত বৎসর পর্যন্ত মিসরীয় রাজাদের হস্তগত থাকিল, পরে সুরিয়া দেশের আন্তিয়খ নামে রাজার অধীন হইল। সে ভয় ও লোভ দেখাইয়া অনেক যিহুদীয় লোককে স্বধর্ম পরিত্যাগ করাইয়া দেবপূজাতে রত করাইল; কিন্তু অনেকে অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে মৃত্যুকেও মনোনীত করিল। এই কালের মধ্যে মাক্কাবীয় বংশ উঠিয়া আপনাদের ক্রিয়াদ্বারা সুখ্যাত হইল, এবং অন্যদেশীয়দের শাসনহইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিল। কিন্তু প্রজা সকল স্বাধীন থাকিতে না পারিয়া

রোমীয় লোকদের সহিত মিল করিতে চেষ্টা করিল। কিছু কাল পরে রোমীয় লোকেরা কর লইতে লাগিল। পরে আপনাদের বন্ধু হেরোদ নামে এক জন রাজাকে তাহাদের রাজত্বে নিযুক্ত করিল। সেই ব্যক্তি অতি ক্রুরস্বভাব। তৎকালে দায়ূদের বংশোৎপন্ন এক রাজা উৎপন্ন হইয়া দায়ূদের সিংহাসন পুনঃস্থাপন পূর্বক রোমীয় লোকদিগকে দেশবহির্ভূত করিবে, যিহূদি লোকদের এমত দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু ইহা ঈশ্বরের অভিমত ছিল না; তিনি সামসারিক উদ্ধারের নিমিত্তে নয়, বরং পাপমোচনার্থে এক রাজাকে উৎপন্ন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। “পরমেশ্বর কহেন, আমার মনের সংকল্প তোমাদের সংকল্পের তুল্য নয়, এবং তোমাদের পথও আমার পথের মত নয়। পৃথিবী-হইতে আকাশ যেমন উচ্চ, তোমাদের পথহইতে আমার পথ তেমন উচ্চ, এবং তোমাদের সংকল্প-হইতে আমার সংকল্প তদ্রূপ উন্নত হয়।”



ধর্মপুস্তকের অন্তর্ভাগ ।

১ । সিখারিয়ের এবং মরিয়মের নিকট গাব্রিয়েল
দূত প্রেরণ ।

যিহুদীয় হেরোদের রাজত্ব কালে যিহুদাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সিখারিয় নামে এক জন যাজক ও ইলীশেবা নামী তাহার স্ত্রী বাস করিতেছিল; তাহার দুই জন রক্ষ, আর সন্তানের অভাবে অত্যন্ত দুঃখিত ছিল; পরে পরমেশ্বরের মন্দিরের যাজন ক্রিয়ার সময় উপস্থিত হইলে সিখারিয় যিকশালমে গেল । অপর এক দিন ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঈশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে সিখারিয়, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তোমার স্ত্রী ইলীশেবা পুত্র প্রসব করিবে, তাহার নাম যোহন রাখিও । সে জন্মাবধি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ইস্রায়েল বংশের অনেক লোককে ঈশ্বরের পথে আনিবে, এবং এলিয়ের আত্মাতে ও শক্তিতে প্রভুর অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে । কিন্তু সিখারিয় দূতের বাক্যেতে বিশ্বাস না করিয়া চিহ্ন দেখিবার নিমিত্ত

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। তাহাতে দূত তাহাকে বলিল, আমি ঈশ্বরের সাক্ষাদর্তি গাব্রিয়েল নামক দূত, তোমার সহিত কথোপকথন করিতে এবং তোমাকে এই সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম। তুমি এই বাক্যে প্রত্যয় করিলা না; একারণ যে পর্যন্ত এ সকল সিদ্ধ না হয়, সে পর্যন্ত তুমি বোবা হইয়া থাকিবা; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে বোবা হইল। পরে সে মন্দিরহইতে বাহিরে আসিয়া লোকদিগকে আশীর্বাদ করিতে না পারাতে ইচ্ছিত করিল। তখন সে কাহারো দর্শন পাইয়াছে, ইহা লোক সকল বুঝিল।

অপর তাহার ছয় মাস পরে ঈশ্বরের দূত নামরৎ নগরে মরিয়ম নামে এক কুমারীর কাছে আসিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের মহানুগৃহীতে কেনো, তোমার কল্যাণ হউক; নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা, কারণ প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন। এই সম্বোধনের বিষয়ে মরিয়ম নত্যা ও ভীতা হইলে দূত আরো বলিল, হে মরিয়ম, তুমি ভয় করিও না; কেননা তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে। দেখ, তুমি গর্ভিণী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবা। তিনি মহামহিম হইবেন, এবং সর্বপ্রধানের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন; প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, এবং তিনি যাকুবের বংশের

উপর সর্বদা রাজত্ব করিবেন, আর তাঁহার রাজত্ব সदाকাল থাকিবে। তখন মরিয়ম বলিল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? গাব্রিয়েল কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন; অতএব তোমার গর্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন; কেননা কোন কর্ম ঈশ্বরের অসাধ্য নহে। তখন মরিয়ম কহিল, আমি প্রভুর দাসী, আমার প্রতি তোমার বাক্যানুসারে হউক। পরে দূত প্রস্থান করিল। অল্প কাল পরে মরিয়ম আপন জ্ঞাতি ইলীশেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। প্রথম নমস্কারকালীন ইলীশেবা ঈশ্বরের আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া মরিয়মকে ইহা বলিল, যে তুমি আমার প্রভুর মাতা হইবা। তখন মরিয়ম কহিল, আমার মন প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে, এবং আমার আত্মা ভ্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইতেছে; কেননা প্রভু নিজ দাসীর দুর্গতির প্রতি অবলোকন করিলেন, একারণ অদ্যাবধি তাবৎ বংশ আমাকে ধন্য বলিবে। সর্বশক্তিমান যিনি, যাহার নাম পবিত্র, তিনি আমার প্রতি মহৎ কর্ম করিলেন। অনন্তর মরিয়ম তিন মাস পর্যন্ত জ্ঞাতির নিকট থাকিয়া পুনর্বার নারমৎ নগরে ফিরিয়া গেল।

পরে ইলীশেবা ঈশ্বরীয় দূতের কথানুসারে পুত্র প্রসব করিল। অষ্টম দিবসে বালকের অক্ছেদ ও

নাম করণের নিমিত্তে প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া তাহার নাম সিখরিয় রাখিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু তাহার মাতা সেই নাম রাখিতে নিষেধ করিয়া কহিল, ইহার নাম যোহন রাখ । তখন তাহারা বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পত্রে লিখিয়া কহিল, উহার নাম যোহন রাখ । তখন সিখরিয় ঈশ্বরের আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মত ভবিষ্যৎ কথা কহিল, “ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপন লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন, আর আপন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা যে কথা কহিয়াছিলেন, এবং আপন পবিত্র যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, সে সকল সফল করিবার নিমিত্তে তিনি আপন সেবক দায়ূদের বংশে পরিব্রাজকর্তাকে উৎপন্ন করিলেন । অতএব হে বালক, তুমি সর্বপ্রধানের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইবা, এবং প্রভুর পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অগ্রগামী হইয়া লোকদিগের পাপ মোচনার্থে জ্ঞান প্রদান করিবা ।” তখন ইহা শুনিয়া লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে ! পরে দিন ২ যোহনের শরীর ও বুদ্ধি বাড়িতে লাগিল; আর যে পর্যন্ত সে ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত না হইল, সেই পর্যন্ত প্রান্তরে বাস করিল ।



২। যীশুর জন্মের বিবরণ।

তৎকালে আগন্তু নামক রোমীয় রাজাধিরাজ আপন রাজ্যস্থ সকল লোকের নাম ও বংশ ও অধিকার লিখিয়া দিতে আশ্রয় দিলে লোকেরা আপন ২ পূর্বপুরুষদের বাসস্থানে প্রস্থান করিল। বিশেষতঃ যুষফ ও তাহার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়ম এই দুই জন দায়ূদের বংশজাত, এই হেতুক নামরৎ নগরহইতে দায়ূদের নগর বৈৎলেহমে গমন করিল। সেই যাত্রার পূর্বে ঈশ্বরীয় দূত স্বপ্নেতে যুষফকে দর্শন দিয়া কহিল, মরিয়ম পুত্র প্রসব করিবে, তুমি তাঁহার নাম যীশু অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা রাখিবা; কারণ তিনি আপন লোকদিগকে পাপহইতে পরিভ্রাণ করিবেন। তখন যুষফ মরিয়মকে সঙ্গে লইয়া বৈৎলেহম নগরে যাত্রা করিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান না পাওয়াতে গোশালাতে গিয়া রহিল। এই অধম স্থানে মরিয়ম পুত্র প্রসব করিয়া বস্ত্রে জড়াইয়া গোকর গামলাতে রাখিল। দেখ, এ কেমন আশ্চর্য্য। যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা, তিনি ক্ষুদ্র বালক হইয়া অধম স্থানে বাস করেন। ইহা আপন পিতামাতা ব্যতিরিক্ত আর কোন ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল না; কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে ইহা প্রকাশ করাইলেন। বৈৎলেহম নগরের নিকট যে ২ মেষপালক আপন ২ পালরক্ষার্থে রাত্রিযোগে মাঠে পালানুক্রমে প্রহরী ছিল, তাহাদিগের নিকট

পরমেশ্বরের এক দূত স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে কহিল, ভয় করিও না, আমি তোমাদিগকে ও তাবৎ লোকদিগকে পরমানন্দজনক সুসমাচার জানাইতেছি; যেহেতু তোমাদের নিমিত্তে ভাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জন্মিলেন । বৈৎনেহম নগরে গেলে তোমরা তাঁহাকে বস্ত্রজড়ান এক গোকর গামলায় দেখিতে পাইবা । দূত এই কথা কহিলে অকস্মাৎ স্বর্গীয় বহুতর দূত উপস্থিত হইয়া, “সর্বোপরি ঈশ্বরের মহিমা ও পৃথিবীর শান্তি হউক, মনুষ্যদের প্রতি অনুগ্রহ হইল,” এই কথা গান করিয়া স্বর্গেতে আরোহণ করিল ।

পরে মেঘপালকেরা শীঘ্র রাত্রিকালে বৈৎনেহমে উপস্থিত হইয়া দূতের কথানুসারে যুষফ ও মরিয়ম ও বালককে দেখিতে পাইল । তাহাতে দূতের স্থানে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, তাহা বিস্তারকপে প্রকাশ করিল, এবং জ্ঞোতারা সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কিন্তু মরিয়ম এই সকল ঘটনার মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া মনে রাখিল । পরে অষ্টম দিবসে বালকের অক্ছেদ হইলে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল । পরে চল্লিশ দিন গত হইলে মূসার লিখিত ব্যবস্থানুসারে যুষফ ও মরিয়ম বালককে যিকশালমে মন্দিরে লইয়া গেল । সেই স্থানে যিকশালম নগরবাসি শিমিয়োন নামে এক জন ধার্মিক লোক

ছিল; সে যত্নের পূর্বে ভ্রাণকর্তাকে দেখিবে, ইহা
 ঈশ্বরের আদেশদ্বারা জ্ঞাত ছিল। ঐ দিনে সেই
 শিমিয়োন আত্মার আকর্ষণদ্বারা মন্দিরে আসিয়া
 যীশু বালককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কোড়ে
 লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, হে প্রভো,
 এখন আপন বাক্যানুসারে আপন সেবককে কুশলে
 বিদায় করুন, কেননা আমি ইস্রায়েলের পরিভ্রাণ-
 কর্তাকে দেখিয়াছি। পরে শিমিয়োন যূযফ ও
 মরিয়মকে আশীর্বাদ করিয়া বালকের মাতাকে
 কহিল, দেখ, ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন
 ও উত্থানের নিমিত্তে, এবং অনেক লোকের বি-
 রোধের পাত্র হইবার নিমিত্তে, ও অনেক লোকের
 মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এই
 বালক নিযুক্ত আছেন; এবং তোমার প্রাণ শূন্যেতে
 বিদ্ধ হইবে। ইহার পরে হান্না নামে অতি বৃদ্ধা
 ভবিষ্যদ্বক্ত্রী মন্দিরে আসিয়া প্রভুর ধন্যবাদ করিল;
 এবং যিরূশালম নগরবাসি যে সকল লোক মুক্তির
 অপেক্ষায় ছিল, তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল।

৩। জ্যোতির্বেত্তাদের বিষয়।

এই ঘটনার পর যূযফ ও মরিয়ম বৈৎলেহম
 নগরে কিছু কাল থাকিল। তখন পূর্ব দিগহইতে
 কএক জন জ্যোতির্বেত্তা আসিয়া ইহা জিজ্ঞাসা
 করিল, যিহুদীয়দের নবজাত রাজা কোথায়?

আমরা পূর্বদিগে তাঁহার তারা দর্শন করিয়াছি,
 অতএব আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আইলাম।
 প্রথমতঃ 'এ জ্যোতির্বেত্তারা রাজধানীতে গিয়া-
 ছিল। হেরোদ রাজা এই কথা শুনিয়া যিকশালম
 নিবাসি লোক সকলের সহিত উদ্ভিগ্ন হইয়া যিক-
 শালম নগরস্থ তাবৎ প্রধান যাজক ও অধ্যাপক
 লোকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ত্রীষ্ট কো-
 থায় জন্মিবেন? তখন তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগের
 লিখনানুসারে উত্তর করিল, যিহূদা দেশের বৈৎলে-
 হম নগরে। তাহাতে হেরোদ রাজা দুষ্কর্ম করণের
 মানসে জ্যোতির্বেত্তাদিগকে গোপনে ডাকাইয়া, এ
 তারা কোন্ সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা বিশেষ-
 রূপে জিজ্ঞাসা করিল; এবং তাহা জ্ঞাত হইয়া
 জ্যোতির্বেত্তাদিগকে বৈৎলেহম নগরে প্রেরণ করি-
 য়া কহিল, তোমরা যাও, যতপূর্বক সেই শিশুর
 অন্বেষণ কর, তাঁহার অন্বেষণ পাইবামাত্র আমাকে
 সম্বাদ দেও; তাহাতে আমিও গিয়া সেই শিশুকে
 প্রণাম করিব। তখন সেই জ্যোতির্বেত্তারা প্রস্থান
 করিলে পূর্বে যে তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা
 পুনর্বার দৃশ্য হইয়া তাহাদের অগ্রে গিয়া যে স্থানে
 সেই শিশু ছিলেন, তাহার উপর স্থগিত হইয়া
 রহিল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া শিশুকে
 দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আপনাদের সম্পত্তি-
 হইতে স্বর্ণ ও কুন্দুর ও গন্ধরস তাঁহাকে দর্শনীয়



দিল। কিন্তু তৎপরে তাহারা স্বপ্নেতে ঈশ্বরদত্ত আজ্ঞানুসারে যিকশালম নগরে ফিরিয়া না গিয়া অন্য পথ দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। হেরোদ রাজা ইহা শুনিয়া মহাত্রুদ্ধ হইল; কেননা সে শিশুকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। পরে সে আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে বৈৎলেহম নগরস্থ দুই বৎসরবয়স্ক তাবৎ শিশুকে বধ করাইল। কিন্তু ইহাতেও হেরোদ রাজার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, কারণ ঐ জোতির্বেত্তাদিগের প্রস্থানের কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রভুর দূত যুষফকে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া কহিল, উঠ, শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসর দেশে পলায়ন কর; আর আমি যে পর্যন্ত তোমাকে সম্বাদ না দিব, সেই পর্যন্ত সেখানে বাস কর। কেননা হেরোদ রাজা শিশুকে বধ করিবার নিমিত্তে অন্বেষণ করিতেছে। তখন যুষফ রাত্রি-যৌগে উঠিয়া শিশুকে ও তাঁহার মাতা মরিয়মকে লইয়া মিসর দেশে গেল। কিছু কাল পরে হেরো-

দের মৃত্যু হইলে সে আপন দেশে ফিরিয়া গিয়া
নামরৎ নগরে বাস করিল।

৪। যীশুর বাল্যকালের বিষয়।

যীশু বাল্যকালে কিরূপ আচরণ করিতেন, এবং
পিতামাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন,
ইহা সকল লোক, বিশেষতঃ বালকেরা জানিতে
বড় ইচ্ছা করে; তাহা ধর্মপুস্তকে বিস্তারিতরূপে
লিখিত নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যীশুর চরিত্রের
এমন বর্ণন আছে, যে তিনি শারীরিক রূদ্ধি
পাইয়া জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র আত্মাতে
শক্তিমান হইতে লাগিলেন; আর তাঁহার প্রতি
ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইল। এই কএকটি কথা শুনিলে
অতি আশ্চর্য ও চমৎকার বোধ হয়। দেখ,
শারীরিক সম্বন্ধে যীশু সামান্য বালকের সদৃশ ছি-
লেন, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রম জানিতেন, এবং
শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ আপন জ্ঞান বাড়াইতেন, কিন্তু
মনোযোগী ও পিতামাতার আজ্ঞাধীন হওয়াতে
তাঁহার সকল কর্ম আশীর্বাদযুক্ত ছিল, এবং তাঁহার
অন্তঃকরণে পাপ না থাকাতে তিনি কখন কোন
মনদ কর্মেতে লিপ্ত হইলেন না। ঈশ্বরের কথা পাঠ
করিতে ও শ্রবণ করিতে এবং অরণে রাখিতে তিনি
সর্বদা আত্মাদিত ছিলেন; ইহার মাঙ্গ্য দিবস কা-
রণ লুক সুসমাচার লিখিয়া এই বিবরণ কহিয়াছে।

যীশুর পিতামাতা যিহুদি লোকদের রীত্যানুসারে বৎসরে ২ নিষ্ঠার পর্ব সময়ে যিকশালমে যাইত, এবং যীশু দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের সঙ্গে গেলেন। পর্ব সমাপনের পর তাহারা পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু যীশু যিকশালমে রহিলেন। যুষফ ও মরিয়ম ইহা জ্ঞাত না হওয়াতে, তিনি সঙ্গি লোকদের নিকটে আছেন, এমনত বোধ করিয়া এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গেল। পরে বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য না পাওয়াতে তাহারা পুনর্বার যিকশালমে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অনুেষণ করিল। তিন দিনের পর মন্দিরে তাঁহাকে পাইয়া দেখিল, তিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের কথা শ্রবণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি ও প্রত্যুত্তরেতে শ্রোতা সকল চমৎকৃত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার পিতামাতা বিস্ময়াপন্ন হইল; আর তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিল, হে পুত্র, আমাদের প্রতি এমনত ব্যবহার কেন করিলা? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি শোকাবুল হইয়া তোমার কত অনুেষণ করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার অনুেষণ কেন করিলা? আমার পিতার কর্মে নিমগ্ন হওয়া আমার উচিত, ইহা কি তোমরা জান না? কিন্তু তাহারা তাঁহার এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে নামসরতে গিয়া

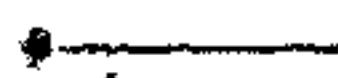
তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা এই সকল বিষয় মনে রাখিল। পরে যীশুর বুদ্ধি ও শরীর ও সামর্থ্য এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

৫। যীশুর বাপ্তিস্মের বিষয়।

সিখারিয়ার পুত্র যোহনের বিষয়ে যাহা ২ কথা গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল। যোহন আপন কর্মের যোগ্য হইবার নিমিত্তে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে থাকিলে পরে ইজ্রায়েল লোকদিগের নিকটে যাইতে ঈশ্বরের আত্মা পাইল। তখন সে যর্দন নদীর নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট। যোহনের বস্ত্র উটের লোমজাত, ও কটিতে চর্ম পটুকা বন্ধ, তাহার খাদ্য পল্লপাল ও বনমধু ছিল। আর দেশস্থ লোকেরা ইহা শুনিয়া যোহনকে দেখিতে ইচ্ছা করিল, এবং বহুতর লোক তাহার নিকটে আসিয়া ও তাহার প্রচারিত কথা শুনিয়া আপন ২ পাপ স্বীকার পূর্বক বাপ্তাইজিত হইল। কিন্তু কোন ২ লোক তাহাকে খ্রীষ্ট জ্ঞান করিলে সে কহিল, আমি তোমাদিগের মন ফিরাওনের কারণ জলেতে বাপ্তাইজ করিতেছি, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা-
হইতে মহান্; আমি তাঁহার জুতা বহিবারও

যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে অগ্নি ও পবিত্র আত্মাতে বাপ্টাইজ করিবেন। সে আরো কহিল, আমি খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিতে আসিয়াছি,। তৎসময়ে যীশুর ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তিনিও গালীলহইতে যোহনের নিকট বাপ্টাইজিত হইতে আইলেন; কিন্তু যোহন তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল, তুমি কি আমার নিকটে আসিতেছ? বরং তোমার দ্বারা আমার বাপ্টাইজিত হওন আবশ্যক আছে। তখন যীশু কহিলেন, এখন এমনত হইতে দেও; কেননা এই প্রকারে আমাদিগের ধর্ম সাধন করা কর্তব্য। তাহাতে সে সম্মত হইল। পরে যীশু বাপ্টাইজিত হইয়া জলের মধ্যহইতে উঠিয়া প্রার্থনা করিলে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল, ও তাহাহইতে পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিলেন। আর স্বর্গহইতে এই আকাশবাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ। পরে যীশু শয়তানকর্তৃক পরীক্ষিত হওনের কারণ আত্মাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চল্লিশ দিবসাত্রি অনাহারে থাকিতে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এই সকল প্রস্তরকে কটী হইতে আজ্ঞা কর। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, মনুষ্য কেবল কটীদ্বারা বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখহইতে যে প্রত্যেক

বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচে। তখন শয়তান তাঁহাকে পুণ্যনগরে অর্থাৎ যিরূশালেমে লইয়া মন্দিরের চূড়ার উপর রাখিয়া কহিল, যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র বটে, তবে ইহা হইতে नीচে পড়; কেননা এমনও লেখা আছে, পাষাণের উপরে তোমার পায় ঘেন আঘাত না লাগে, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে রক্ষা করিতে ঈশ্বর আপন দূতগণকে আজ্ঞা করিবেন এবং তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিয়া রাখিবে। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ইহাও লেখা আছে, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা করিও না। অনন্তর শয়তান তাঁহাকে অতি উচ্চ পর্বতের উপরে লইয়া গিয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য দেখাইয়া কহিল, তুমি যদি আমাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম কর, তবে আমি তোমাকে এ সকল দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও, এবং কেবল তাঁহার সেবা করিও। পরে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে শয়তান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; এবং স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।



৬। শিষ্যদিগের আহ্বান এবং যীশুর প্রথম

আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের বিষয়।

এক দিন যোহন আপনাব দুই জন শিষ্যের সঙ্গে

দাঁড়াইয়া যীশুকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, এ দেখ, ঈশ্বরের মেয়শানক! এই কথা শুনিয়া সেই দুই শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন করিল। তাহাতে যীশু পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কিসের তত্ত্ব করিতেছ? তাহারা কহিল, হে গুরো, তুমি কোথায় থাক? তিনি কহিলেন, আসিয়া দেখ। পরে তাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়া বাসস্থান দেখিল, এবং সে দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিল। সেই দুই জনের নাম যোহন ও আন্দ্রিয়। তাহার কিছু কাল পরে আন্দ্রিয় আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পাইয়া তাহাকে কহিল, আমরা খ্রীষ্টের অর্থাৎ অভিযিক্তের দেখা পাইয়াছি; আর সে তাহাকে যীশুর নিকট আনিল। তখন যীশু তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি যুনসের পুত্র শিমোন, তোমার নাম কৈফা বা পিতর অর্থাৎ পাষাণ হইবে। পরদিবস যীশু গমন করিয়া ফিলিপ নামে এক জনের দেখা পাইয়া কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও। এবং সে তাঁহার সঙ্গে গেল। পরে ফিলিপ আপন মিত্র নিথনেলকে দেখিয়া কহিল, যূসার ব্যবস্থাএন্তে এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এন্তে যীহার প্রসঙ্গ লিখিত আছে, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তিনি যূযফের পুত্র নামরতীয় যীশু। নিথনেল আইলে যীশু কহিলেন, এ দেখ, এক জন

নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল লোক। সে জিজ্ঞাসা করিল,
তুমি আমাকে কি কাপে চিন? যীশু উত্তর দিলেন,
ফিলিপের ডাকনের পূর্বে যে সময়ে ডুম্বুর বন্ধের
তলে ছিলাম, সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখি-
লাম। সে কহিল, হে গুরো, অবশ্য তুমি ইশ্বরের
পুত্র, এবং ইস্রায়েলের রাজা। তাহাতে যীশু কহি-
লেন, তোমাকে ডুম্বুর বন্ধের তলায় দেখিলাম, এই
কথা কহাতে তুমি কি বিশ্বাস করিলা? ইহাই-
তেও আশ্চর্য্য বিষয় দেখিবা।

এই ঘটনার তিন দিবস পরে গালীল দেশের
কান্না নামক নগরে এক বিবাহ উপস্থিত ছিল।

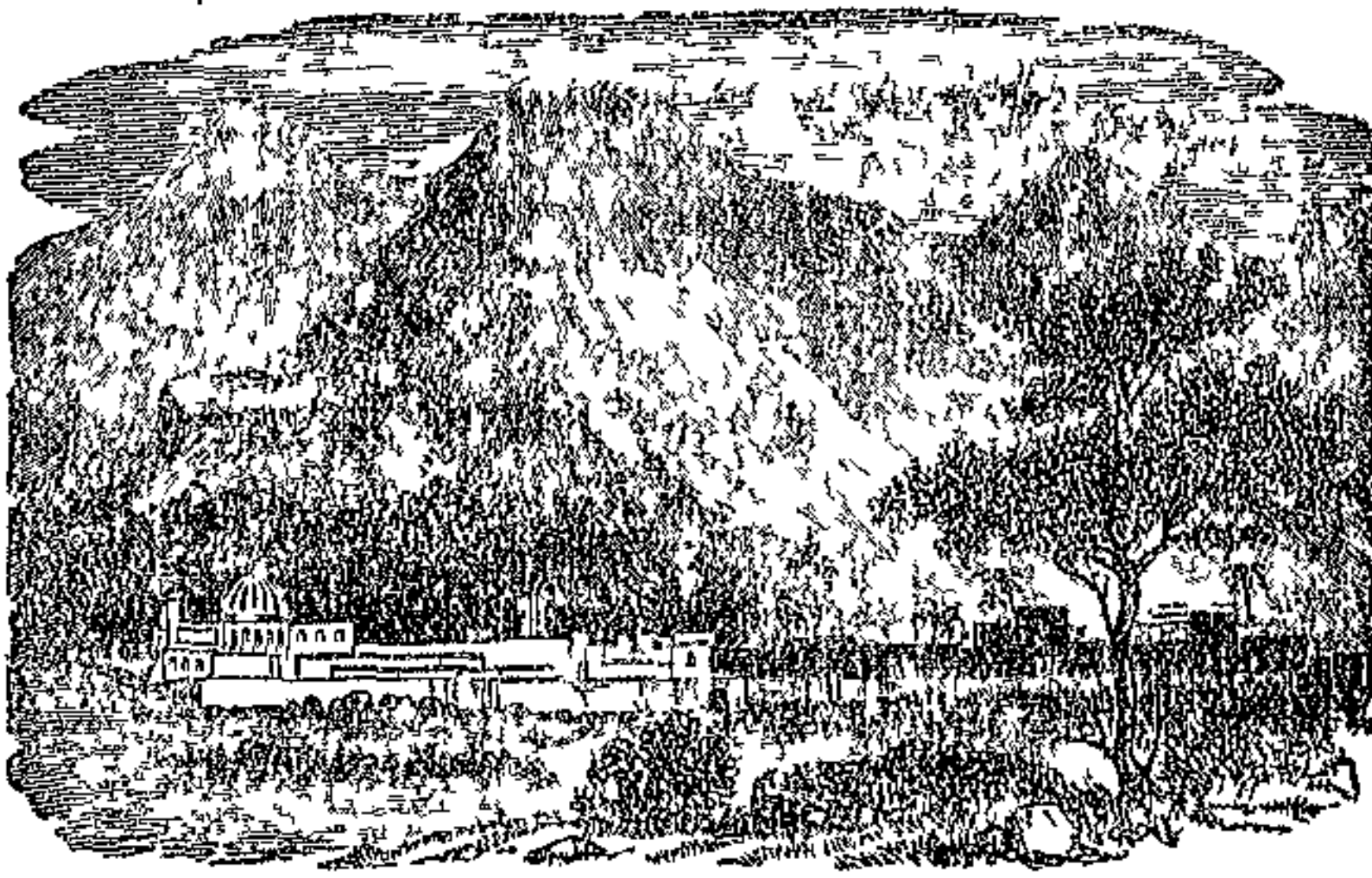


সেই বিবাহেতে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ ও তাঁহার
মাতারও নিমন্ত্রণ হইল। পরে ভোজনের সময়ে

দ্রাক্ষারসের অকুলান হওয়াতে যীশুর মাতা যীশুকে কহিল, ইহাদের দ্রাক্ষারস নাই। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মাতা, ইনি অবশ্য একপ করিবেন, ইহা জানিয়া দাসদিগকে কহিল, ইনি যাঁহা বলেন, তাঁহা কর। তথায় যিহুদীয়দের শ্রুতি করণের ব্যবহারানুসারে এক মণ জল ধরে এমনত ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। যীশু দাসদিগকে ঐ সকল জালায় জল পূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রতিক্রিয়া কাঁধা পর্যন্ত জলেতে পূর্ণ করিল। পরে তিনি কিছু ঢালিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাইতে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন। সেই জল কি প্রকারে দ্রাক্ষারস হইল, তাহা জলবাহক দাসেরা জানিতে পারিল বটে, কিন্তু ভোজাধ্যক্ষ জানিতে না পারাতে তাহা চাকিবামাত্র বরকে ডাকাইয়া কহিল, লোকেরা প্রথমতঃ উত্তম দ্রাক্ষারস দেয়, পরে যথেষ্ট পান হইলে তাহাহইতে কিছু মন্দ আনিয়া দেয়, কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত উত্তম দ্রাক্ষারস রক্ষা করিল। কিন্তু বর এ সকল বিষয় অজ্ঞাত ছিল। এই রূপে যীশু প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিল।

৭। শোমিরোণীয়া স্ত্রীর বিষয়।

কিছু কাল পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ পর্ব সময়ে যিরূশালমে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আইম-নের সময়ে গালীল দেশে পুনর্ব্বার গমন করিবার পথে তাঁহাদিগকে শোমিরোণ দেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। তৎকাল শিখার নামে নগরে যাওন



সময়ে যীশু ও তাঁহার শিষ্যেরা একটা কূপ দেখিয়া পথপ্রান্তে হওয়াতে ঐ কূপের পার্শ্বে বসিলেন। পরে শিষ্যেরা আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে নগরের মধ্যে গেল; ইতিমধ্যে এক শোমিরোণীয়া স্ত্রী ঐ কূপের জল তুলিতে আইল। যীশু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাকে জল পান করিতে দেও। কিন্তু যিহুদীয় লোকদের সহিত শোমিরোণীয়দের কোন ব্যবহার না থাকাতে সেই স্ত্রী বিস্মিত হইয়া কহিল, আমি শোমিরোণীয়া স্ত্রী, তুমি যিহুদীয়, কেমন

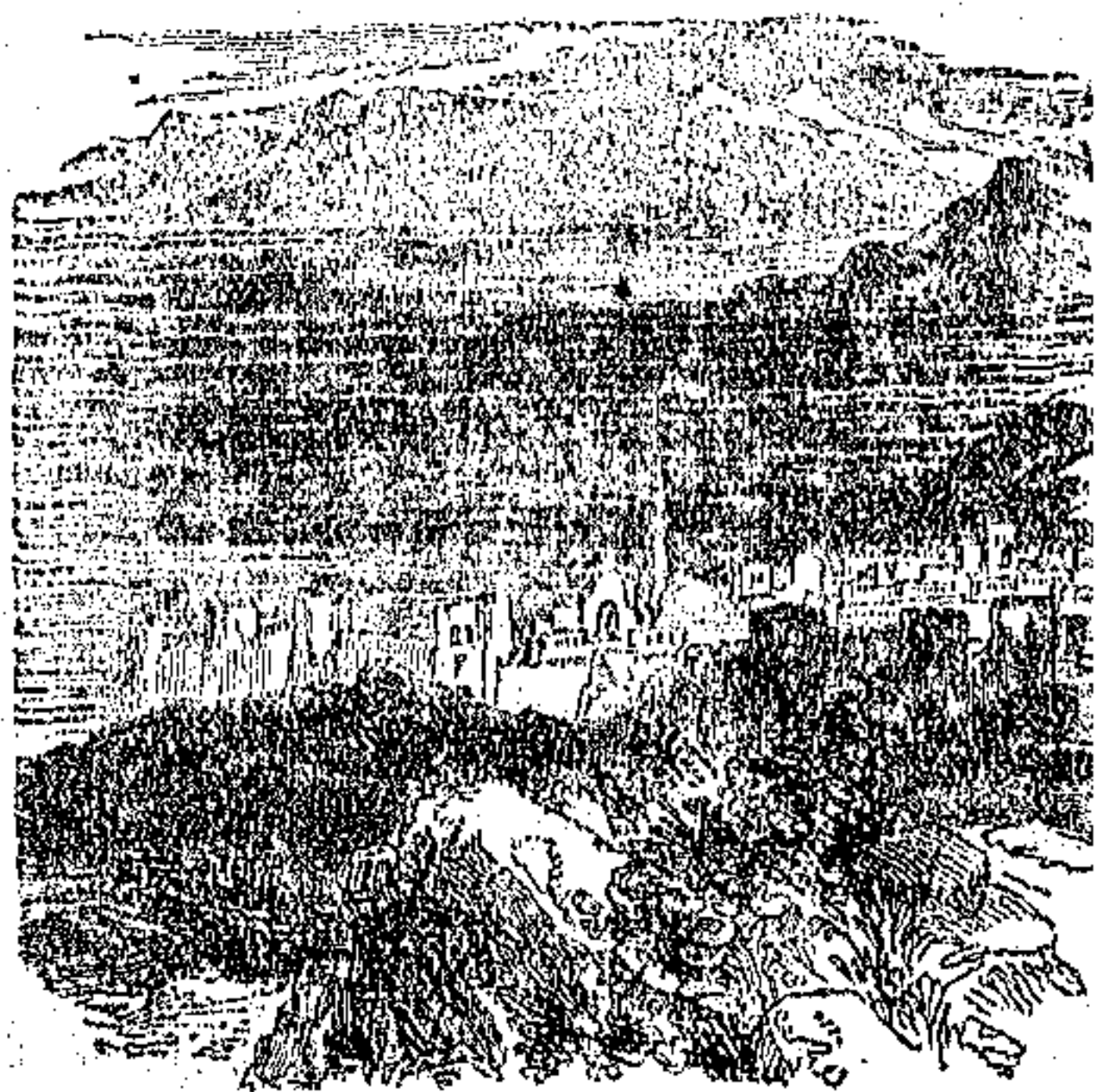
করিয়া আমার স্থানে জল পান করিতে চাহিতেছ? তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে জল পান করিতে দেও, তোমার কাছে যিনি এমন যাজ্ঞ করিতেছেন, তিনিই কে, ইহা যদি তুমি জানিতা, তবে তাঁহার নিকট যাজ্ঞ করিতা, এবং তিনি তোমাকে অমৃতরূপ জল দিতেন। আমার দাতব্য সেই জল যে পান করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত হয় না। যীশু সত্য ধর্মজ্ঞানের বিষয়ে এই কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু সেই স্ত্রী তাহা না বুঝিয়া কহিল, হে মহাশয়, সেই জল দেও, যাহাতে আমার পিপাসা আর না হয়, এবং এই স্থানে জল তুলিতে আর আমার আসিতে না হয়। তখন যীশু কহিলেন, যাও, তোমার স্বামিকে ডাকিয়া লইয়া এই স্থানে আইস। সে স্ত্রী কহিল, আমার স্বামী নাই। যীশু কহিলেন, তোমার কথা সত্য বটে; কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে; আর একগণে যে তোমার সহিত থাকে, সে তোমার স্বামী নয়। যীশু এই সকল গুপ্ত কথা কহিলে সেই স্ত্রী তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা জ্ঞান করিল। এবং আপনার কুৎসিত আচরণের বিষয়ে যেন অধিক কথোপকথন না হয়, এই আশয়ে গোমিরোণীয় ও যিহুদীয় ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম যথার্থ, ইহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; এই কারণে সে যীশুকে কহিল, হে মহাশয়, তোমাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বুঝিলাম, আমার

পিতৃলোকেরা এই পর্বতের উপরে ভজনা করিত ; যিহুদীয়েরা বলে, যিকশালম নগরে ভজনার উপ-
যুক্ত স্থান আছে। যীশু উত্তর করিলেন, হে নারি,
আমার কথায় বিশ্বাস কর, প্রকৃত ভক্তেরা যখন
আত্মা দিয়া পিতার ভজনা করিবে, এমন সময়
আমিতেছে। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ; তাঁহাকে ভজনা
করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে
হয়। তখন সেই স্ত্রী কহিল, শ্রীষ্টে আসিবেন, তাহ।
আমি জানি; আর তিনি আসিয়া আমাদিগকে
সকল বিষয় জ্ঞাত করাইবেন, তাহাও জানি। তখন
যীশু কহিলেন, তোমার সহিত কথোপকথন করি-
তেছি যে আমি, আমিই শ্রীষ্ট। সেই স্ত্রী ইহা শুনিয়া
কলসী রাখিয়া শীঘ্র নগরের মধ্যে গিয়া লোক-
দিগকে কহিল, আমি যে কালে যে কর্ম করিয়াছি,
তাহা সমস্ত কহিলেন, এমনত এক ব্যক্তি আসি-
য়াছেন; আসিয়া দেখ, তিনি শ্রীষ্ট বটেন কি
না? তাহাতে তাহার। নগরহইতে বাহির হইয়া
তাঁহার নিকটে আইল; এবং তাঁহার কথা যে
শুনিল তাহার। কিছু দিন থাকিবার নিমিত্তে তাঁ-
হাকে বিনয় করিল। তাহাতে তিনি দুই দিবস
সেই স্থানে থাকিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন;
আর অনেক লোক বিশ্বাস করিয়া সেই স্ত্রীকে
কহিল, আমরা কেবল তোমার কথা প্রযুক্ত বিশ্বাস
করি এমনত নয়, কিন্তু তিনি জগতের অভিযুক্ত

দ্রাণকর্তা, ইহা তাঁহার কথা শুনিয়া আপনারাই
জানিলাম।

৮। পিতরের মৎস্য ধরণের বিষয়।

গালিলীয় সমুদ্রের নিকটে কফরনাহুম নগরে
যীশু বাস করিতেন। এক দিন তিনি সেই হ্রদের
কূলে দাঁড়াইয়াছিলেন, এমনত সময়ে লোক সকল
ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে চতুর্দিগ্‌হইতে তাঁহার উপর
চাপাচাপি করিলে তিনি শিমোনের নোকায় গিয়া
লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। পরে শিমোন মৎস্য
ধরিতে ইচ্ছা করিলে যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি
গভীর জলে গিয়া জাল ফেল। পিতর কহিল, হে
শ্রবো, যদ্যপি আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করি-



যাও কিছু মৎস্য পাই নাই, তথাপি তোমার আ-
জ্ঞানুসারে জাল ফেলি। পরে তাহারা জাল নি-
ক্ষেপ করিলে এমন বিস্তর মৎস্য পড়িল, যে তা-
হাতে জাল ছিঁড়িতে লাগিল। তখন তাহারা নৌ-
কাস্থ সজ্জি সকলকে ডাকিল; আর তাহারা আশিয়া
দুই খান নৌকা মৎস্যেতে একপা পরিপূর্ণ করিল,
যে তাহাতে নৌকা টলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া
পিতর প্রভুর চরণে পড়িয়া কহিল, হে প্রভো, আমি
পাপি মনুষ্য, আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুন।
কারণ জালে পতিত মৎস্যের বাক দেখিয়া পিতর
ও তাহার সজ্জিরা বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না। কেননা আমি
তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব। অনন্তর নৌকা
সকল কূলে আনিলে তাহারা সকলই পরিত্যাগ
করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

কিছু কাল পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যেরা গালীল-
হইতে কফরনাজুন নগরে ফিরিয়া আইলে কএক
জন মন্দিরের করসঞ্চয়কারী পিতরের নিকট আ-
সিয়া কহিল, তোমাদের গুরু কি ঈশ্বরের মন্দিরের
কর দেন না? কেননা যিহুদীয়দিগের এমন ব্যব-
হার ছিল, যে বিংশতি বৎসর বয়সের পর মন্দি-
রের কর দিতে হয়। তখন পিতর উত্তর দিল, হাঁ
দিয়া থাকেন; কিন্তু গৃহে আসিয়া এই কথা কহি-
বার পূর্বে যীশু পিতরকে কহিলেন, হে পিতর,

পৃথিবীর রাজগণ আপন ২ সম্ভানহইতে কি বিদেশি-
হইতে, কাহাহইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকে? পি-
তর উত্তর দিল, বিদেশিহইতে। তখন যীশু উত্তর
করিলেন, তবে সম্ভানেরা সে বিষয়ে মুক্ত আছে।
অর্থাৎ যীশু ঈশ্বরের সম্ভান, এ প্রযুক্ত পিতার মন্দি-
রের কর দিতে বাধিত ছিলেন না। কিন্তু যীশু আ-
রও কহিলেন, তাহারা যেন আমাদের প্রতি বিরক্ত
না হয়, এ কারণ সমুদ্রের তটে গিয়া বড়শি ফেল,
তাহাতে প্রথমে যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিলে
তাহার মুখের মধ্যে এক তোলা রূপা পাইবা;
তাহা লইয়া আমার এব° তোমার করের নিমিত্তে
তাহাদিগকে দেও। তখন পিতর যীশুর আজ্ঞানু-
সারে সেই রূপ করিল। এই প্রকারে যীশু ব্যবস্থা-
নুসারে কর্ম করণের সময়েও তিনি যে ঈশ্বরের
পুত্র, ইহার প্রমাণ দিলেন।

৯। যীশুর উপদেশের আরম্ভ।

এক দিবস অনেক লোক যীশুর উপদেশ শুনি-
বার নিমিত্তে আইলে তিনি পর্বতের উপর বসিয়া
তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই উপ-
দেশের নাম পর্বতীয় উপদেশ রাখা গিয়াছে। তা-
হার মধ্যে তিনি এই ২ কথা প্রচার করিয়া কহিলেন,
দীনাত্মা লোকেরা ও খিদ্যমান লোকেরা ও নঅশীল

লোকেরা ধন্য। ধর্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত
লোকেরা ধন্য। দয়ালু লোকেরা ও নির্মলান্তঃকরণ
লোকেরা আর ধর্মের কারণে তাড়িত লোকেরা ধন্য,
কেননা তাহারা ভাবি জীবনে প্রতিফল পাইবে।
শিষ্যের উপযুক্ত স্বভাব বুঝাইয়া দিবার নিমিত্তে
যীশু লবণ ও প্রদীপ তাহার দৃষ্টান্ত করিলেন। যূসার
লিখিত ব্যবস্থায় যীশু মনোযোগ করেন না, ইহা
অনেক লোক অনুভব করিত, এই জন্যে তিনি কহি-
লেন, আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের বাক্য
লোপ করিতে আসি নাই, বরং রক্ষা করিতে আমি-
য়াছি। দানের ও প্রার্থনার ও উপবাসের বিষয়ে
তিনি এই রূপ উপদেশ দিলেন, মনুষ্যদিগকে
দেখাইবার নিমিত্তে ধর্মকর্ম করিও না, কিন্তু
সম্ভোপনে কর; তাহাতে তোমার পিতা যিনি
সম্ভোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে
ফল দিবেন। আর তিনি পৃথিবীতে ধন সঞ্চয়
করিতে বারণ করিলেন; কেননা যেখানে ধন, সেই
খানেতেই মন থাকে। যেমন দুই কর্তার সেবা
করা যায় না, তেমন ঈশ্বর ও ধন এ উভয়ের সেবা
করা অসম্ভব। এবং যদি তোমরা প্রভুর সেবা করিয়া
থাক, তবে খাদ্য ও বস্ত্রাদির নিমিত্তে ভাবিত হইও
না; কেননা প্রার্থনা করিলেই তোমাদিগের স্বর্গস্থ
পিতা এ সকল দিবেন। এই বিষয়ে প্রভু আরো
কহিলেন, দেখ, আকাশস্থ পরীক্ষা শস্যাদি বুনে না

এবং কাটেও না, এবং গোলায় মঞ্চয় করিয়া রাখা
 না; তথাচ ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন।
 তাহাদের হইতে তোমরা কি শ্রেষ্ঠ নহ? আর বস্ত্রের
 নিমিত্তে কেন ভাবিত হইতেছ? ক্ষেত্রের কানুড়
 পুষ্প সকল কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা আলোচনা
 করিয়া দেখ; সে সূতা কাটে না, এবং কোন কর্ম
 করে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
 সুলেমান রাজা এত ঐশ্বর্যবন্ত হইলেও সেই পুষ্পের
 ন্যায় বিভূষিত ছিল না। অতএব অদ্য বর্তমান,
 কল্য চুলাতে ফেলা যাইবে, এমন যে ক্ষেত্রের পুষ্প,
 তাহাকে যদি ঈশ্বর এমন বিভূষিত করেন, তবে
 তোমাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না? প্রথমতঃ ঈশ্ব-
 রের রাজ্য ও ধর্ম বিষয়ে সচেষ্টি হও, তাহাতে এই
 সকল দ্রব্য তোমরা পাইবা। পরে আপন শিষ্য-
 দিগকে দোষ ধরিবার বিষয়ে শিক্ষা দিয়া কহিলেন,
 যেকূপ দোষেতে তোমরা পরকে দোষী কর, তদ্রূপ
 দোষেতে তোমরাও দোষী হইবা। প্রার্থনার বিষয়ে
 তিনি এই রূপ উপদেশ দিলেন, যাক্রা কর, তবে
 তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, তবে
 উদ্দেশ পাইবা; দ্বারে যা মার, তবে দ্বার খোলা
 যাইবে। পুত্র কটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দেয়,
 কিস্মা মৎস্য চাহিলে মর্প দেয়, এমন কোন পিতা
 কি তোমাদের মধ্যে আছে? অতএব তোমরা মন্দ
 হইয়াও যদি আপন ২ বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য

দিতে জান, তবে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিবেন না? উপদেশের শেষ কালে তাঁহার কথা শুনিলে বা জানিলেই যে হয় না, কিন্তু আত্মা পালন করা যে আবশ্যক, এই বিষয়ে লোকদিগকে সচেতন করিতে তিনি এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, যে কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন করে, পাষাণের উপর গৃহনির্মাণকারি বিজ্ঞ লোকের সহিত তাহার তুলনা দেই। কেননা রুষ্টি হইয়া বন্যা হইলে ও প্রবল বায়ু বহিয়া বাড় হইলে ও সেই গৃহে লাগিলে পাষাণের উপর তাহার ভিত থাকা প্রযুক্ত তাহা পড়ে না। কিন্তু যে কেহ আমার এই কথা শুনিয়া পালন না করে, বালুকার উপর গৃহনির্মাণকারি অজ্ঞান ব্যক্তির সহিত তাহার তুলনা হয়; কেননা রুষ্টি বহিয়া বন্যা আসিয়া প্রবল বাড় লাগিলে সে গৃহ পড়িয়া যায় ও তাহার ঘোরতর পতন হয়।

১০। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

তৎপরে যিহুদীয়দের পার্ব উপস্থিত হইলে যীশু যিকশালমে গিয়া বৈথেস্দা নামে পাঁচ ঘাট বিশিষ্ট পুষ্করিণীর নিকট গেলেন। সেই সকল ঘাটেতে জলকম্পানের অপেক্ষায় অন্ধ ও খণ্ড ও শুষ্ক প্রভৃতি রোগি লোক পড়িয়া থাকিত; কেননা

সময় বিশেষে ঐ সরোবরে স্বর্গহইতে এক দূত নামিয়া জল দোলায়মান করিত। ঐ জলকম্পানের পারে ঐ রোগি লোকদের মধ্যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি জলের মধ্যে নামে, সে তৎক্ষণাৎ সকল রোগহইতে মুক্ত হয়। সেই স্থানে রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি আটত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। যীশু তাহাকে দেখিয়া এবং বহু কালের রোগগ্রস্ত জানিয়া কহিলেন, তুমি কি মুক্ত হইতে বাঞ্ছা কর? তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, জল যখন দোলায়মান হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়, এমন লোক নাই; আর আমার যাওনের পূর্বে অন্য কোন লোক গিয়া অগ্রে নামে। তখন যীশু কহিলেন, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া যাও। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া শয্যা তুলিয়া লইয়া গেল।

অন্য এক সময়ে যীশু কফরনাস্থ নগরে গমন করিলে তথাকার রোমীয় শতসেনাপতির এক জন প্রিয় দাস মৃতবৎ পীড়িত ছিল। সেই সেনাপতি যীশুর আগমন বার্তা শুনিয়া আপন প্রিয় দাসকে সুস্থ করিবার নিমিত্তে যীশুকে বিনয় করিতে যিহুদীয়দের কএক জন প্রাচীন লোককে তাঁহার নিকট পাঠাইল। তাহারা যীশুর নিকট আসিয়া বিনীতি পূর্বক কহিল, ঐ সেনাপতি তোমার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র বটে; কেননা সে এই দেশীয় লোককে ভাল বাসে, এবং আমাদের নিমিত্তে এক ভজনা-

লয় প্রস্তুত করিয়াছে । তাহাতে যীশু তাহাদিগের
 সঙ্গে গমন করিয়া বাটার নিকট উপস্থিত হইলে ঐ
 শতসেনাপতি বন্ধু লোক দ্বারা তাঁহাকে কহিয়া
 পাঠাইল, তোমার এত পরিশ্রমের আবশ্যক নাই ;
 তুমি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ কর, আমি
 এমত যোগ্য নই ; বরঞ্চ আমি তোমার নিকট
 যাইতেও আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম ; তুমি
 কথাতাই বল, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে ।
 যেহেতুক আমি পরাধীন হইলেও আমার অধীন
 যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক জনকে যাও
 বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে
 আইসে ; তন্নিম্ন নিজ দাসকে, ইহা কর, বলিলে সে
 করে । অর্থাৎ অধীন লোকেরা যেমন সেনাপতির
 আজ্ঞাপালন করে, তেমনি সৃষ্টিমাত্র যীশুর আজ্ঞা
 প্রতিপালন করে । যীশু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য
 জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া আপন পশ্চা-
 ত্ত্বর্তি লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে
 কহি, ইস্রায়েলের মধ্যে এমত বিশ্বাসি লোক পাই-
 লাম না । পরে ঐ প্রেরিত লোকেরা গৃহে গিয়া ঐ
 দাসকে সুস্থ দেখিল ।

অনন্তর যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত নৌকাতে
 আরোহণ করিয়া বলিলেন, আইস, আমরা হুদের
 পারে যাই । অপর তাহারা প্রশ্ন করিলে তিনি
 নিদ্রিত হইলেন । পরে একটা প্রকাণ্ড বাটকা উপ-

স্থিত হওয়াতে অত্যন্ত তরঙ্গ হইয়া নৌকা আচ্ছন্ন করিলে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল। তাহাতে তাহারা যীশুর নিকট গিয়া, হে গুরো, হে গুরো, আমরা মরি, ইহা বলিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তখন তিনি উঠিয়া তরঙ্গকে ও বাতাসকে তর্জন করিলেন; তাহাতে উভয় নিরস্ত হইয়া সুস্থির হইল। এবং তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে তাহারা ভীত ও চমৎকৃত হইয়া পরস্পর কহিল, আঃ, ইনি কেমন মানুষ! বাতাসকে ও জলকে আজ্ঞা দিলে তাহারাও আজ্ঞাকারী হয়। পরে তাহারা সমুদ্রের অন্য পারশ্বে দেশে নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে যীশু দুই জন ভূত-গ্রস্তকে সুস্থ করিয়া কফরনাজুম নগরে পুনর্বার ফিরিয়া আইলেন। আর যীশুর আগমনের ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয় প্রবণ করিয়া অনেক ২ লোক এক গৃহে একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে কতক লোক এক জন পক্ষাঘাতিকে খাটে শোয়াইয়া আনিল, কিন্তু লোকের বাহুল্য প্রযুক্ত যীশুর নিকটে আনিতে না পারাতে তাহারা গৃহের উপর উঠিয়া ছাত খুলিয়া খাটশুদ্ধ ঐ পক্ষাঘাতিকে যীশুর নিকট গৃহমধ্যে নামাইল। তখন যীশু তাহাদিগের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া পক্ষাঘাতিকে এই আজ্ঞা দিলেন, হে আমার পুত্র, তোমার পাপক্ষমা হইল; উঠ, আপন গয়া লইয়া

গৃহে যাও । সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকল লোকের
সাক্ষাতে শয্যা লইয়া চলিয়া গেল । তাহাতে সকলে
বিজ্ঞাপন হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে
লাগিল, এবং বলিল, আজি আমরা অসম্ভব ব্যা-
পার দেখিলাম ।

১১। যীশুর অবিরত আশ্চর্য ক্রিয়ার বিষয় ।

অপর এক দিবস যীশু নাইন নগরে গমন করি-
তেছিলেন । তখন তাহার শিষ্য ও অন্যান্য অনেক
লোক তাহার সঙ্গে ছিল । পরে নগরদ্বারে উপস্থিত
হইলে কতক লোক এক মৃত মানুষকে বহিয়া নগ-
রের বাহিরে যাইতেছিল ; সে তাহার মাতার এক
পুত্রমাত্র ছিল, এবং তাহার মাতাও বিধবা ; তাহার
সঙ্গে নগরীয় অনেক ২ লোক ছিল । প্রভু তাহাকে
দেখিয়া কহিলেন, কান্দিও না । পরে নিকটে গিয়া
ঐ খাট স্পর্শ করিলেন । তাহাতে বাহকেরা স্তম্ভিত
হইয়া দাঁড়াইলে যীশু কহিলেন, হে যুব মানুষ, উঠ,
আমি তোমাকে আক্রা দিতেছি । তাহাতে সেই
মৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল ।
পরে যীশু তাহার মাতার হাতে তাহাকে সমর্পণ
করিলেন ; আর লোক সকল ঈশ্বরের ধন্যবাদ
করিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে এক জন মহাভবি-
ষ্যদ্বক্তার উদয় হইল ; এবং ঈশ্বর আপন লোক-
দিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ।

এই ঘটনার অল্প কাল পরে কফরনাছুমস্থ ভজনালয়ের যায়ীর নামক এক জন অধ্যক্ষ যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া আপন বাটিতে আসিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; কারণ তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যামাত্র ছিল, সেও মৃতকণ্ঠা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে যীশুর গমনকালীন লোকের বড় সমারোহ হইল; কারণ প্রত্যেকে যীশুর নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিল। সেই লোকদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের প্রদররোগহইতে মুক্তা হইবার নিমিত্তে চিকিৎসককে সর্বস্ব দিয়াছিল, এমন এক স্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল স্পর্শ করিল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ প্রদররোগহইতে মুক্তা হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? তাহাতে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, লোক সকল চাপাচাপি করিয়া আপনকার গাত্রের উপর পড়িতেছে, তথাচ কহিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ বিশ্বাসপূর্বক স্পর্শ করিয়াছে, কেননা আমাহইতে শক্তি নির্গত হইল, ইহা আমি নিশ্চয় জানিলাম। তখন ঐ স্ত্রীলোক ভীত হইয়া কাঁপিতে আসিয়া যীশুর সম্মুখে পড়িল, এবং কিক্রমে স্পর্শ করিল, আর কিক্রমে রোগহইতে মুক্তি পাইল, তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে কহিল।

তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল, তুমি কুশলে যাও। এই কথা কহিবার সময়ে যায়ীর নামক অধ্যক্ষের বাটীহইতে কোন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার কন্যা মরিয়াছে, আর গুরুকে ব্যামোহ দিও না। তাহাতে যীশু অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, মনেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে অধ্যক্ষের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পিতর ও যাকুব ও যোহন এবং কন্যার পিতামাতা ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আর ঘরের লোকেরা বিলাপ করিয়া রোদন করিলে যীশু কহিলেন, কান্দিও না, কন্যা মরে নাই, নিদ্রিতা আছে। তাহারা তাহার মরণ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল। তখন তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে কন্যে, উঠ। তাহাতে তাহার প্রাণ পুনর্বার শরীরে আগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল।

১২। পাচ সহস্র লোককে আহাৰ দেওন।

অন্য এক সময়ে অনেক ২ লোক যীশুর নিকটে আইলে তিনি তাহাদিগকে অরক্ষক মেয়ের ন্যায় দেখিয়া তাহাদের প্রতি কৰুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহাকে কহিল, এ নিৰ্জন স্থান, বেলাও অবসান, লোক সকলকে বিদায় ককন, তাহারা গৃহে গিয়া আহারীয় দ্রব্য ক্রয় ককক; কারণ উহাদের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য কিছুই নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার করাও। তাহারা কহিল, আমরা কি দুই শত সিকির কটী ক্রয় করিয়া উহাদিগকে ভোজন করাইব? তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কত কটী আছে? তাহারা গিয়া দেখিয়া তাঁহাকে কহিল, পাঁচখান কটী ও দুইটী মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকদিগকে নবীন ২ ঘাসের উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে লোক সকল শত ২ ও পঞ্চাশ ২ জন এক ২ শ্রেণী হইয়া বসিল। পরে তিনি সেই পাঁচ কটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিলেন, এবং কটী ভাঙ্গিয়া ২ পরিবেষণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন, আর দুই মৎস্য অংশ করিয়া সকল লোকদিগকে দিলেন; তাহাতে সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক ভোজন করিলেও তাহারা অবশিষ্ট কটীতে ও মৎস্যেতে বারো ডালি পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল।

পরে শিষ্যেরা হ্রদ পার হইবার নিমিত্তে নৌকাতে আরোহণ করিল; কিন্তু তিনি সেই স্থানে থাকিয়া

পার্বতের উপর গিয়া প্রার্থনা করিলেন। রাত্রিকালে নৌকা সমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত বাতাস ও ঢেউ হইয়াছিল। যীশু তাহা জানিয়া চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে পদব্রজে জলের উপর দিয়া তাহাদের নিকটে গেলেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর হাঁটিতে দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া এ ভূত ২ বলিয়া শঙ্কাতে চৈতাইল। তৎক্ষণাৎ যীশু উত্তর দিয়া কহিলেন, স্থির হও, ভয় নাই, এই আমি। তাহাতে পিতর উত্তর কবিল, হে প্রভো, যদি আপনি বটেন, তবে আপনকার নিকট জলের উপর দিয়া যাইতে আমাকে আজ্ঞা করুন। তখন যীশু কহিলেন, আইস। তাহাতে পিতর নৌকাহইতে নামিয়া জলের উপর হাঁটিয়া তাঁহার নিকটে গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় দেখিয়া ভয়েতে জলে ডুবু ২ হইল, আর ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। তখন যীশু হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অম্পাবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলি? অনন্তর তাঁহারা নৌকা আরোহণ করিলে বাতাস নিরস্ত হইল। ধর্মপুস্তকে আরো অন্যান্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয় বিস্তারিত লিখিত আছে। যীশু অনেক ২ অন্ধকে চক্ষুদান দিলেন, এবং খণ্ডকে চরণ দান দিলেন, ও কুষ্ঠিকে পরিষ্কৃত করিলেন, এবং বধিরকে শ্রবণ করাইলেন, আর ভূতগ্রস্ত লোক সকল তাঁহার আজ্ঞানুসারে রক্ষা পাইল,

এবং তিনি সর্বপ্রকার দুঃখভাগিকে দুঃখহইতে মুক্ত করিলেন।

১৩। পাপিনীর এবং কিনানীয়া স্ত্রীর বিষয়।

এক দিন শিমোন নামে এক জন ফিকানী যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার গৃহে গেলেন ; এ নগরে কোন পাপি স্ত্রীলোক ছিল। যীশু ফিকানীর গৃহে ভোজন করিতে আসিয়াছেন, সে স্ত্রী ইহা শুনিয়া এক শ্বেত প্রান্তরের কোটায় সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ চরণের নিকটে দণ্ডায়মান হইল, এবং রোদন করিতে ২ নেত্রজলদ্বারা তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া মার্জন করিয়া চুষন করিল, এবং সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। তাহাতে এ নিমন্ত্রণকারি ফিকানী মনে ২ ভাবিল, ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কি প্রকার, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেন ; কেননা সে ব্যভিচারিণী। তখন যীশু তাহার মনোগত জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, হে শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে সে কহিল, হে গুরো, তাহা বলুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, এক মহাজনের দুই জন শ্রমী ছিল ; তাহার মধ্যে এক জন পাঁচ শত সিকি, আর এক জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত। পরে তাহা-দিগের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থা-

কাতে সেই মহাজন দুই জনকে ক্ষমা করিল; এখন বল, তাহাদের মধ্যে কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবে? শিমোন উত্তর দিল, আমার ষোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল, সেই অধিক প্রেম করিবে। তুমি যথার্থ বিচার করিলা, ইহা বলিয়া যীশু সেই জীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, হে শিমোন, এই জীলোককে কি দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহে আইলে তুমি আমার পাদ প্রক্ষালনার্থ জল দিলা না; কিন্তু এই শ্রী নেত্রজলদ্বারা আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া মার্জন করিল; এবং তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না, কিন্তু এই শ্রী আগমনাবধি আমার চরণ চুম্বন করিতে নিরন্তর হয় নাই; তুমি আমার মস্তকে কিছুই মর্দন করিলা না, কিন্তু এই শ্রী সুগন্ধি তৈলদ্বারা আমার চরণ মর্দন করিল; অতএব ইহার অধিক পাপক্ষমা হইল, এ কারণ অধিক প্রেম করিতেছে; যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি ঐ শ্রীকে কহিলেন, তোমার পাপক্ষমা হইল, তুমি কুশলে গমন কর।

পরে যীশু কিছু স্থিরতা পাইবার নিমিত্তে এক দিবস গালীল দেশহইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সীদোন নগরের অঞ্চলে গমন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেও তিনি গোপনে থাকিতে পারিলেন না।

এক জন কিনানীয় স্ত্রীর ভূতগ্রস্তা একটি কন্যামাত্র ছিল; সে যীশুর আগমনের বিষয় শুনিয়া তাহার নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া ভূতগ্রস্তা কন্যা-হইতে ভূত বাহির করিতে উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন করিল। যীশু তাহাকে কহিলেন, বালকদের খাদ্য দ্রব্য লইয়া কুকুরদিগকে দেওয়া উচিত নয়। তিনি তাহার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে এই কথা কহিলেন। তখন সে স্ত্রী কহিল, হে প্রভো, সে সত্য বটে; তথাপি প্রভুর মেজহইতে যে কিঞ্চিৎ গুঁড়াগাঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহা কুকুরেরা খায়। তাহাতে যীশু উত্তর দিলেন, হে নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস; অতএব তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হউক। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই কন্যা সুস্থ হইল।

১৪। যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যুর বিষয়।

যোহন আপন ভারি ব্যবসা অর্থাৎ যীশুর আগমনের প্রকাশ করণ সম্পূর্ণ করিলে পরে পাপের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল। মথি-লিখিত সুসমাচারে এই কাণ্ড বিবরণ আছে, হেরোদ রাজা হেরোদীয়া নামী আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রীকে অবিহিত কাণ্ডে বিবাহ করিল; তাহাতে যোহন তাহাকে নির্ভয়রূপে ভৎসনা করিল, এ জনৈক রাজা যোহনকে বদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখিয়াছিল। পরে হেরোদ রাজার জন্মদিন উপ-

স্থিত হইলে ঐ হেরোদীয়ার কন্যা তাহার নিকট
মৃত্যু করিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইলে রাজা সক-
লের সাক্ষাতে শপথ করিয়া কহিল, তুমি আমার
নিকট যাহা যাজ্ঞ করিবা তাহাই দিব। সে কন্যা
পূর্বে আপন মাতার নিকটে শিক্ষিতা ছিল, একারণ
কহিল, যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক পাত্রে করিয়া
আমাকে দিউন। এই কথা শুনিয়া রাজা দুঃখিত
হইল; কিন্তু ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে আ-
পনার দিব্য করণের নিমিত্তে তাহা দিতে আজ্ঞা
করিল; পরে কাটাগারে লোক প্রেরণ করিয়া যো-
হনের মস্তক ছেদন করিয়া থালাতে আনাইয়া সেই
কন্যাকে দিল। তখন সে তাহা আপন মাতার নি-
কটে লইয়া গেল। পরে যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া
ঐ দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল, এবং যীশুর নিকট
গিয়া সম্বাদ কহিল।

১৫। যীশুর দৃষ্টান্তকথার বিষয়।

যীশু অনেক বার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকদিগকে
উপদেশ দিতেন; কিন্তু লোকেরা ঐ দৃষ্টান্ত স্পষ্ট
বুঝিতে পারিত না। পরে আপন শিষ্যগণকে
সরলভাবে ধর্মোচরণের নিমিত্তে ঐ সকল কথার অর্থ
বুঝাইয়া দিতেন। ইহার বিষয়ে যীশু আপন শিষ্য-
দিগকে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়
কথা বুঝিতে তোমাদিগের অধিকার আছে, কিন্তু

অন্য লোকের প্রতি এই সকল দৃষ্টান্তমাত্র হইয়াছে; কেননা তাহারা শ্রবণ করিয়া এবং জ্ঞাত হইয়াও বিশ্বাস করিবেনা। তাঁহার দৃষ্টান্তকথা এই ২।

এক জন কৃষক বীজ বুনিতে বাহিরে গেল, তাহা ছড়াইবার সময়ে যে কিছু পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহা পক্ষিরা খুঁটিয়া খাইল। আর কিঞ্চিৎ অগ্নি মৃত্তিকায়ুক্ত পাষাণস্থলে পড়িল, তাহা শীঘ্র অক্লুরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু মৃত্তিকার অগ্নিতাপ্রযুক্ত তাহার মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া গেল। এবং কিছু বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল; পরে কণ্টক বাড়িয়া তাহা গ্রাস করিল। আর যে বীজ উর্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহার কতক শতগুণ, কতক বৃষ্টিগুণ, কতক ত্রিশগুণ ফল ফলিল। ইহার পরে যীশু কহিলেন, যাহাদের কণ আছে, তাহারা শুনুক। পরে শিষ্যেরা এই দৃষ্টান্তকথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যীশু কহিলেন, বীজের অর্থ ঈশ্বরের কথা; পথের পার্শ্বে পতিত বীজের অর্থ এই, কেহ ২ ঈশ্বরের কথা শুনিয়া বুঝে না, তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহাদের মনহইতে সে সকল রোপিত কথা হরণ করিয়া লয়, পাছে তাহারা বিশ্বাস করিলে তাহাদের পরিব্রাণ হয়। আর পাষাণস্থলে যে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই, কেহ ঐ কথা শুনিবামাত্র আত্মাদপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার মনে বদ্ধমূল না হওয়াতে কিছু কালমাত্র থাকে; পরে সেই কথার নিমিত্তে কোন

ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হয়। আর যে বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পাড়িল, তাহার অর্থ এই; কেহ এই কথা শুনিলে পর তাহার সামসারিক চিন্তা ও ধনভ্রান্তিতে সেই কথা গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে সে বিফল হয়। যাহা উর্বরা ভূমিতে পাড়িল, তাহার অর্থ এই; যাহারা সেই কথা শুনিয়া সরল ও শুদ্ধ অন্তঃকরণে গ্রহণ করে, তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক ফল উৎপন্ন করে।

অন্য দৃষ্টান্ত কথা এই, স্বর্গের রাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে আপন ক্ষেত্রে সুবীজ বুনিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে লোক সকল শুইলে তাহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমবীজের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনিয়া চলিয়া গেল। পরে যখন বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া শীঘ্র লইয়া উঠিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। তাহাতে সে গৃহস্থের দাসেরা আসিয়া কহিল, হে মহাশয়, আপনি ক্ষেত্রেতে কি ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাস কোথা হইতে হইল? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু ব্যক্তি এ কর্ম করিয়া থাকিবে। দাসেরা কহিল, যদি মহাশয়ের আজ্ঞা হয়, তবে আমরা গিয়া তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলি। কিন্তু সে কহিল, না, না, পাছে তোমরা শ্যামাঘাস উৎপাটনের সময়ে গোমও উপড়াও। অতএব শস্য কাটনের সময় পর্যন্ত উভয়কেই বাড়িতে দেও; পরে কাটিবার

সময়ে আমি ছেদকদিগকে কহিব, অগ্রে শ্যামা-
 ঘাস কাটিয়া বোঝা ২ বান্ধিয়া পোড়াইবার নিমি-
 ত্তে রাখ, গোম সকল গোলাযাত কর। এই দৃষ্টান্ত-
 কথার অর্থ এই, যিনি ভাল বীজ বুনিলেন, তিনি
 মনুষ্যের পুত্র; ক্ষেত্রের অর্থ জগৎ; ভাল বীজ ঈশ্ব-
 রের সন্তানগণ, কিন্তু শ্যামাঘাস পাপাত্মামূহ;
 যে শত্রু তাহা বুনিল, সে শয়তান। ছেদনের সময়
 জগতের শেষ, ছেদকেরা স্বর্গের দূতগণ। অতএব
 যেমন শ্যামাঘাস একত্র করিয়া পোড়ায়, তদ্রূপ
 জগতের শেষে হইবে। মনুষ্যপুত্র যীশু আপন
 দূতগণকে পাঠাইয়া দিবেন। তাহারা আসিয়া তাঁ-
 হার রাজ্যের বিষয়কারি পাপাত্মাদিগকে একত্র করি-
 য়া যেখানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হয়, সেই
 অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে। তখন ধার্মিকেরা আপন
 পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় তেজঃপূঞ্জ হইবে।

১৬। স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে অন্য ২ দৃষ্টান্ত।

অপর এক সময়ে যীশু লোকদিগকে এই দৃষ্টা-
 ন্তের কথা উপস্থিত করিয়া কহিলেন, স্বর্গের রাজ্য
 এক মর্ষপের তুল্য, কোন মনুষ্য তাহা লইয়া আপন
 ক্ষেত্রেতে বপন করিল। ঐ মর্ষপের বীজ অন্য বীজ-
 হইতে অতি ক্ষুদ্র হইলেও বৃদ্ধি পাইয়া সকল বৃক্ষ-
 হইতে এমত বৃহৎ হয়, যে তাহার শাখাতে আকা-
 শের পক্ষিগণ আসিয়া বাসা করে।

পুনশ্চ স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সর্বসংগ্রহকারি জালের সদৃশ। এই জাল পরিপূর্ণ হইলে লোকেরা যেমন কূলে তুলিয়া ভাল ২ বাছিয়া পাত্রে রাখে, আর মন্দ সকল ফেলিয়া দেয়, তেমনি জগতের শেষে হইবে।

পুনশ্চ যদি কেহ ক্ষেত্রের মধ্যে আচ্ছাদিত ধনের উদ্দেশ্য পায়, তবে সে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে, তদ্রূপ স্বর্গরাজ্য।

অন্য দিবসে যীশু কহিলেন, স্বর্গরাজ্য এমন এক জন গৃহস্থের তুল্য, যে অতি প্রভাতে আপন দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রে কৃষাদিগকে নিযুক্ত করিতে বাজারে গেল; পরে দিন প্রতিজন চারি আনা বেতন নিয়ম করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর এক প্রহর বেলার সময়ে সে ব্যক্তি বাজারে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরাও গিয়া আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর; উপযুক্ত বেতন পাইবা; তখন তাহারা সেই কথাক্রমে ক্ষেত্রে গেল। এবং সেই ব্যক্তি দুই প্রহর ও তিন প্রহরের সময়ে বাজারে গিয়া তদ্রূপ করিল। পরে এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে বাজারে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া কহিল, তোমরা সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মে বসিয়া আছ কেন? তাহারা বলিল, হে মহাশয়, আমরা অদ্য কর্ম্ম পাই নাই। তখন সে ব্যক্তি কহিল, তোমরাও আমার

দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, তাহাতে উপযুক্ত বেতন পাইবা। অনন্তর সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা অধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিল, কৃষাদিগকে ডাকিয়া শেষ জন অবধি প্রথম জন পর্যন্ত বেতন দেও; তাহাতে যাহারা এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে চারি আনা করিয়া দিল। তখন প্রথম নিযুক্ত লোকেরা অনুমান করিল। আমরা ইহাইতে অধিক পাইব; কিন্তু তাহারাও প্রত্যেকে এক ২ সিকি পাইল। তখন তাহারা গৃহস্থের সহিত কলহ করিয়া কহিল, আমরা সমস্ত দিন রোজেতে ক্লান্ত হইয়া পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু যাহারা এক ঘণ্টামাত্র পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদিগকে তুমি আমাদের সমান বেতন দিলা। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে বৎস, আমি তোমাদিগের কিছুই অন্যায় করি নাই; তোমরা কি আমার নিকট এক সিকিতে স্বীকৃত হও নাই? অতএব তোমাদিগের প্রাপ্য তোমরা লইয়া যাও; আমি তোমাদিগের তুল্য বেতন পশ্চাতের নিযুক্ত লোকদিগকেও দিব। নিজ দ্রব্যেতে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে কি আমার অধিকার নাই? আমার দাতৃত্ব প্রযুক্ত তুমি অন্যের প্রতি কেন ঈর্ষ্যা করিতেছ? এই প্রকারে অগ্রের ব্যক্তি পশ্চাৎ ও পশ্চাতের ব্যক্তি অগ্রে পাড়িবে। কেননা অনেক আহুত, অঙ্গ মনোনীত।

১৭। অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

এক দিবস করসজ্জুহকারি ও দুষ্ট লোক সকল উপদেশ পাইবার নিমিত্তে যীশুর নিকট আইল; ইহা দেখিয়া ফিকশিরা ও অধ্যাপকেরা কহিল, এই মনুষ্য দুষ্ট লোকের সঙ্গে প্রণয় করিয়া ভোজন করিতেছে। তখন যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যাহার এক শত মেঘ আছে, তাহার এক মেঘ হারাইলে প্রান্তরে নিরানব্বই মেঘ ছাড়িয়া ঐ হারাণ মেঘ না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্বেষণ না করে, এমন কে আছে? এবং তাহার উদ্দেশ্য পাইলে হৃষ্টমনে স্কন্ধে করিয়া স্বস্থানে



আনয়নপূর্বক বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসি লোকদিগকে ডাকিয়া বলে, আমি হারাণ মেঘ পাইলাম, আমার

সঙ্গে আনন্দ কর। অতএব তদ্রূপ আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, যাঁহাদের মন ফিরাওনের আব-
শ্যকতা নাই, এমন নিরানন্দের জন ধর্মিকের নি-
মিত্তে স্বর্গে যে আনন্দ হয়, এক জন পাপির মন
ফিরাওনেতে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হয়।

অপর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র
ছিল। তাহাতে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, হে
পিতঃ, তোমার বিষয়ের যে অংশ পাইব তাহা
আমাকে বিভাগ করিয়া দেও; তাহাতে পিতা নিজ
সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তাহাকে দিল। অল্প দিন
পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন লইয়া দূর দেশে
প্রস্থান করিয়া দুষ্টাচরণেতে তাবৎ নষ্ট করিল। তা-
হার সমুদায় সম্পত্তি ব্যয় হইলে সেই দেশে মহা-
দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে তাহার দৈন্য দশা ঘটিতে
লাগিল। পরে সে যাইয়া তদেশস্থ এক গৃহস্থের
আশ্রিত হইলে সেই ব্যক্তি শূকরের পাল চরাইতে
তাহাকে মাঠে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু তাহাকে কি-
ছুই আহারীয় দ্রব্য না দেওয়াতে সে শূকরের খাদ্য
খোঁষা খাইতে বাধ্য করিল। অবশেষে সে মনে
চেতনা পাইয়া কহিল, আমার পিতার নিকটে কত ২
বেতনগ্রাহি দাস প্রচুর আহার পাইতেছে, কিন্তু
আমি ক্ষুধায় মরিতেছি; অতএব এখন উঠিয়া
পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিব, হে পিতঃ,
আমি ঈশ্বরের এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করি-

যাছি, এ কারণ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি, আমাকে তোমার বেতনগ্রাহি দাস করিয়া রাখ। পরে সে উঠিয়া পিতার নিকটে গমন করিলে পিতা অতি দূরহইতে তাহাকে দেখি-



বামাত্র অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিল, এবং ধাবমান হইয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তখন পুত্র পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমি ঈশ্বরের এবং তোমার বিবন্ধে পাপ করিয়াছি, অতএব তোমার পুত্র বলিয়া খ্যাত হইবার যোগ্য নহি। তাহাতে পিতা আপন দাসকে আজ্ঞা দিল, সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরিধান করাও, এবং ইহার হস্তে অঙ্গুরী দেও, এবং পায়েতে পাদুকা দেও, আর স্তম্ভপুষ্প গোবৎস আন, আমরা তাহার

মাংস ভোজন করিয়া ইহার সহিত আনন্দ করি।
যেহেতুক আমার এই পুত্র মৃত হইয়া পুনর্বার সজীব
হইল, এবং হারাণ হইয়া পুনর্বার প্রাপ্ত হইল। পরে
তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল।

১৮। ধনবান মানুষ ও লাজারের বিষয়।

অন্য এক দিবসে যীশু শ্রোতাদিগকে এই বিব-
রণ করিলেন, এক ধনবান্ মানুষ শুভবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্র
পরিধান করিত, এবং প্রত্যহ পরিতোষপূর্বক
ভোজন পান করিত। অপর সর্বান্তে ক্ষতযুক্ত লা-
জার নামে এক জন দরিদ্র ঐ ধনবানের ভোজনাব-
শিষ্ট খাইতে বাঞ্ছা করিয়া তাহার দ্বারে পড়িয়া
থাকিত, তাহাতে কুকুরেরা আসিয়া তাহার সেই
ক্ষত চাটিত। কিছু কাল পরে সেই দরিদ্র প্রাণ-
ত্যাগ করিল; স্বর্গীয় দূত তাহাকে লইয়া ইব্রা-
হীমের ক্রোড়ে বসাইল। পরে সেই ধনবানও
মরিল, ও তাহার কবর দেওয়া গেল; কিন্তু নরকে
বেদনাকুল হইয়া সে উর্দ্ধ দিগে দৃষ্টি করিয়া অতি
দূরে ইব্রাহীমকে ও তাহার ক্রোড়ে লাজারকে দে-
খিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, হে পিতঃ ইব্রা-
হীম, অনুগ্রহ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাই-
য়া আমার জিহ্বাকে শীতল করিতে লাজারকে
পাঠাইয়া দেও; কারণ এই অগ্নির শিখাতে আমি
তাপিত আছি। তখন ইব্রাহীম কহিল, হে পুত্র,

জীবদশাতে তোমার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু লাজারের দুর্ভাগ্য হইয়াছিল, ইহা স্মরণ কর; সম্প্রতি তাহার সুখভোগ ও তোমার যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে। আর শ্রবণ কর, তোমাদের ও আমাদের স্থানের মধ্যে এমন দূর আছে, যে এ স্থানের লোক ও স্থানে গমনাগমন করিতে পারে না। তখন সে বিনয় করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহাদের নিকট লাজারকে পাঠাইয়া দেও, তাহারা এই নরকযন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া এ স্থানে যেন না আইসে। তাহাতে ইব্রাহীম কহিল, যূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদিগের নিকট আছে, তাহারা উহাদের বচন মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, যে এমন নয়, কিন্তু কোন মৃত লোক তাহাদের নিকট গেলে তাহারা মন ফিরাইবে। কিন্তু ইব্রাহীম কহিল, তাহারা যদি যূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা না মানেন, তবে এক জন মৃত লোক উঠিলেও তাহার কথাতে বিশ্বাস করিবে না।

১৯। যীশুর শিশুগণকে গ্রাহ্য করণ ও কোন ব্যক্তিকে

পরীক্ষা করণের বিষয়।

এক দিবস যীশু লোকদিগকে উপদেশ দিলে পর গাত্র হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিবার নিমিত্তে লোকেরা আপন ২ শিশুদিগকে যীশুর নিকট আনিল;

কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া সেই সকল লোকদিগকে অনুযোগ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে চেতনা দিয়া কহিলেন, শিশুদিগকে থাকিতে দেও, আমার নিকটে উহাদিগকে আসিতে নিবারণ করিও না; কেননা এই মত ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্যে অধিকার। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কদাচ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পরে তিনি শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া গাত্রে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

অপর এক যুবা মানুষ যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদগুরু, অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে আমার কি করা কর্তব্য? তাহাতে যীশু কহিলেন, আমাকে কেন সৎ করিয়া বল? পরমেশ্বর বাতিরিক্ত সৎ আর কেহ নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, তুমি তো দশ আঙা-জাত আছ; অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে সেই সকল আঙা প্রতিপালন কর। তখন যুবক কহিল, বাল্যকালাবধি সে সকল পালন করিয়া আসিতেছি, আমার কি ত্রুটি আছে? তখন যীশু কহিলেন, তথাপি এক কর্মের অপেক্ষা আছে, নিজ সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার পশ্চাদগামী হও। এই কথা শুনিয়া

সে যুবক অতি শোকাব্বিত হইল, যেহেতুক তাহার যথেষ্ট ধন ছিল। তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ধনি লোকদিগের স্বৰ্গরাজ্যে প্রবেশ করা অতি দুষ্কর।

অল্প কাল পরে অন্য ধনবান্ লোক পরীক্ষিত হইয়া আপন সম্পত্তি অপেক্ষা স্বৰ্গরাজ্যের প্রতি অধিক আকাংক্ষা প্রকাশ করিল। যীশু যিকশালমে যাত্রা করিয়া যিরীহো নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; সেই সময়ে প্রধান করসম্ভূহকারী সকেয় নামক এক জন ধনবান্ যীশুকে দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু খৰ্বতাপ্রযুক্ত লোকসমূহের মধ্যে তাহার দর্শন না পাওয়াতে, তিনি যে পথে গমন করিবেন, সেই পথে অগ্রে গমন করিয়া এক ডুম্বুর বাকের উপর আরোহণ করিল। পরে যীশু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উৰ্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে সকেয়, তুমি শীঘ্র নাম, কেননা অদ্য তোমার গৃহে আমাকে বাস করিতে হইবে। তখন সে শীঘ্র বন্ধহইতে নামিয়া আত্মাদপূৰ্বক তাহাকে সমাদর করিল। সকল লোক ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, যীশু অতিথিব্যাপে দুষ্ট লোকের গৃহে গমন করিতেছেন। যাবৎ তাহারা এই প্রকার বচসা করিতেছিল, তাবৎ সকেয় যীশুর কাছে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে প্রভো, আমার যে সংস্থান আছে, তাহার অর্দ্ধেক দরিদ্রদিগকে দান করিব; যদি

অযথার্থরূপে কাহারো কিছু হরণ করিয়া থাকি, তবে তাহার চতুর্গুণ করিয়া ফিরিয়া দিব। তখন যীশু কহিলেন, অদ্য এই গৃহে পরিভ্রাণ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু মনুষ্যপুত্র হারান বস্তুর অন্বেষণ ও রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

২০। দযালু শোণিরোগীয়া লোকের এবং নির্দয়

দাসের বিষয়।

অন্য এক সময়ে এক জন ব্যবস্থাপক তাঁহার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে উপদেশক, আমি অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্ত কি কর্ম করিব? তাহাতে যীশু কহিলেন, ঈশ্বরের প্রতি সর্বান্তঃকরণে প্রেম কর, এবং প্রতিবাসিকে আত্মবৎ প্রেম কর, এই মহাজ্ঞা অনন্ত পরমায়ু পাইবার প্রথম নিয়ম। তখন ঐ ব্যবস্থাপক আপনাকে নির্দোষ করিয়া জানাইবার নিমিত্তে যীশুকে কহিল, তবে আমার প্রতিবাসী কে? যীশু উত্তর করিয়া এই বিবরণ কহিলেন, এক ব্যক্তি যিকশালমহীতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল; গমনকালীন দস্যুদলের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা তাহার বস্ত্রাদি হরণ করিল, এবং আঘাতদ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়া গেল। পরে এক জন যাজক তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহার

ন্যায় এক জন লেবীয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া
ঐ দুঃখিকে দেখিয়া দয়া না করিয়া চলিয়া গেল।
অবশেষে এক জন শোমিরোনীয় সেই স্থানে উপ-
স্থিত হইল। সে যে দয়া করিবে, যিহুদীয় লোকের
মনে এমনত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি নি-
কটে গিয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার ক্ষতে তৈল
ও ড্রাকারস ঢালিয়া দিয়া বন্ধন করিয়া তাহাকে
নিজ বাহনের উপরে বসাইয়া উত্তরীয় গৃহে আ-
নিয়া উত্তমরূপে তাহার শুশ্রূষা করিল। পর দিবস
আপন গমন সময়ে সেই গৃহের অধ্যক্ষকে দুই
সিকি দিয়া কহিল, এই ব্যক্তির তত্ত্বাবধারণ করিও;
যদি তোমার অধিক ব্যয় হয়, তবে আমি পুনরা-
গমন সময়ে তাহা পরিশোধ করিব। অতএব এই
ক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, দস্যুদের হস্তে পতিত
ঐ ব্যক্তির প্রতিবাসী কে? তাহাতে সে ব্যবস্থা-
পক উত্তর করিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া
করিল, সেই। তখন যীশু কহিলেন, তুমিও গিয়া
তদ্রূপ ব্যবহার কর।

নির্দয় লোকেরা কি প্রতিফল পাইবে, তাহা
দেখাইবার নিমিত্তে যীশু এই দৃষ্টান্ত কথা কহি-
লেন। এক রাজা আপন দাসগণের সহিত লেখা-
যোখা করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরে দশ হাজার
তোড়া অর্থাৎ দুই কোটি টাকার ঋণ এক
দাস তাহার নিকটে আনীত হইল; কিন্তু তা-

হার সে ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকতে প্রভু তাহার সর্বস্ব ও স্ত্রী পুত্রাদি বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই দাস তাহার চরণে পড়িয়া মিনতি করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি বিলম্ব করিয়া লইলে আমি ক্রমে পরিশোধ করিতে পারি। তখন দাসের প্রভু সদয় হইয়া সে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পরে সে বাহিরে গিয়া তাহার যে এক জন সঙ্গি দাস তাহার এক শত সিকি ধারিত, তাহার দেখা পাইয়া গলাটিপি দিয়া কহিল, আমার যাহা ধারিস্ তাহা এই ক্ষণেই দিয়া যা। তখন সেই মহাদাস তাহার চরণে পড়িয়া ধৈর্য্য করিতে কাকুতি পূর্বক মিনতি করিল। সে তাহা না শুনিয়া যদবধি ঋণ পরিশোধ না হইবে, তদবধি কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তাহার অন্য সঙ্গি দাসেরা তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়া আপন প্রভুর নিকট ঐ সকল বিবরণ নিবেদন করিল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিলেন, ওরে দুষ্ট দাস, তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিলে আমি তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলাম; তবে তোমার সঙ্গি দাসের প্রতি কি তোমার দয়া করা উচিত ছিল না? পরে প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া আপন পাওনা যে পর্য্যন্ত পরিশোধ না করে, সেই পর্য্যন্ত প্রহরি-

দিগের নিকট তাহাকে রাখিতে সমর্পণ করিলেন।
তোমরা যদি প্রতিজন আপন ২ ভ্রাতার অপরাধ
ক্ষমা না কর, তবে স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের
অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

২১। অল্পনয় বিনয়ের বিষয়ে উপদেশ কথা।

আপনাকে ধার্মিক জ্ঞান করে, অন্য লোককে
দুষ্ট জ্ঞান করে, এমনত কএক জন এক দিবস যীশুর
নিকটে উপস্থিত হইলে যীশু তাহাদিগকে এই বার্তা
উপদেশ দিয়া কহিলেন, এক জন ফিকশী আর এক
জন করসংগ্রাহকারী, এই উভয়ে প্রার্থনা করিতে
মন্দিরে গেল; তাহাদের মধ্যে ফিকশী এক ভিতে
দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা কহিয়া প্রার্থনা করিল,
হে ঈশ্বর, আমি অন্য লোকের তুল্য লুটকারী
কিছু অন্যায়কারী কিছু পারদারিক নহি, এবং এ
চণ্ডালের তুল্য নহি; একারণ তোমার ধন্যবাদ
করিতেছি; সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস উপবাস এবং
সমস্ত সম্পত্তির দশমাংশ দান করিয়া থাকি। কিন্তু
সেই করসংগ্রাহকারী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের প্রতি
দৃষ্টি করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত
করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আমার
প্রতি দয়া করুন। আমি তোমাদিগকে সত্য বার্তা
কহিতেছি, এই দুই জনের মধ্যে কেবল করসংগ্রহ-
কারী ধার্মিকের মধ্যে গণিত হইয়া নিজ গৃহে গমন.

করিল; কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

পুনর্ব্বার যীশুর শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে মহান্ কে? তখন যীশু এক শিশুকে আপনার নিকট ডাকিয়া তাহাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান করাইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা মনঃপরিবর্তন করিয়া এই ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবা না; যে কেহ এই ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ হয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান্ হয়; আর যে কেহ আমার নামেতে এই বৃথা ক্ষুদ্র বালককে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে। অতএব সাবধান, এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে কাহাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিও না। কেননা তাহাদের দূতগণ আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিত্য দর্শন করে।

অপেক্ষাকাল পরে যীশু বিকশালমৈমন্দিরের মধ্যে গিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করে, ও হাটে বাজারে লোকহইতে নমস্কার ও ভজনালায়ে প্রাধান্য আসন ও ভোজন সময়ে প্রাধান্য স্থান আকাজক্ষা করে, তোমরা সেই অধ্যাপকগণকে দেখিয়া সাবধান হও।

যীশু এই কথা কহিয়া ভাণ্ডারের নিকটে বসিলেন; এমত কালে অনেক ২ ধনবান্ সেই ভাণ্ডারে

বিস্তর ধন রাখিল । পরে এক বিধবা আসিয়া দুই পয়সা মূল্যের মুদ্রা রাখিল । তখন যীশু শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই ভাণ্ডারে যাহারা ২ ধন রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই দরিদ্র বিধবা অধিক রাখিল, কারণ অন্যেরা প্রচুর ধনের কিঞ্চিৎ ২ রাখিয়াছে, কিন্তু এই দীনহীনা আপন দিনপাতের জন্যে কিঞ্চিৎ না রাখিয়া সর্বস্ব রাখিল ।

২২ । যীশুর মৃত্যুর হওনের বিষয় ।

শেষ বার যিরূশালেমে যাত্রা করণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে যীশু আপন শিষ্যগণের মধ্যে পিতর ও যাকুব ও যোহন এই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া অতি নির্জন স্থানে পর্বতের উপর গেলেন । পরে প্রার্থনা করিতে ২ তাঁহার মুখের আকৃতি সূর্যের ন্যায় তেজোময় হইল, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ হিমের সদৃশ শুভ্রবর্ণ হইল, জগতের মধ্যে কোন রজক তাদৃশ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না । এবং এলিয় ও মূসা দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন । মূসা ও এলিয় এই দুই জন দৃশ্য হইয়া যিরূশালেমে তিন কি ঝাপে মৃত্যু সাধন করিবেন, তাহাদের কথা কহিতে লাগিলেন । তখন পিতর ও তাহার সঙ্গিরা নিদ্রাক্রান্ত ছিল ; কিন্তু জাগ্রৎ হইয়া তাঁহার তেজ ও সেই দুই জনকে দেখিয়া বিস্মিত

হইল। তখন পিতর যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদিগের এখানে থাকা ভাল; অতএব তিনটা কুড়িয়া নির্মাণ করি, একটা আপনকার নিমিত্তে, আর একটা মূসার নিমিত্তে, আর একটা এলিয়ের নিমিত্তে। কিন্তু সে কি কহিল, তাহা আপনি বুঝিল না, কারণ ভীত ছিল। ইতিমধ্যে এক উজ্জ্বল মেঘ উঠিয়া তাহাদের উপরে ছায়া করিল, সেই মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ; ইহার কথা তোমরা শুন। এই বাণী শুনিবামাত্র শিষ্যেরা উবুড় হইয়া পড়িল, এবং যীশু ব্যতিরেকে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। তানন্তর পর্তহইতে নামিবার সময়ে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র কবরহইতে না উঠিবেন, সেই পর্য্যন্ত এই বৃত্তান্ত কাহারো নিকট কহিবা না।

২৩। বৈথনিয়া নগরস্থ বন্ধু বান্ধবের সহিত

যীশুর সাক্ষাৎ করণ।

যিহুজালাম নগরহইতে এক ক্রোশ অন্তর জৈতুন পার্বতের পার্শ্বে বৈথনিয়া নামক এক গ্রাম ছিল; ঐ গ্রামে লাজার নামে এক ধার্মিক মানুষ ও তাহার দুই ভগিনী মার্থা ও মরিয়ম বসতি করিত।

যীশু তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন, এই জন্যে অনেক বার তাহাদের সহিত মাঝাৎ করিতে যাইতেন; তাহারাও প্রত্যেকে আপন ২ স্বভাবানুসারে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিত। এক বার যীশু তথায় উপস্থিত হইলে মরিয়ম যীশুর উপদেশ উত্তম জানিয়া তাহা শুনিবার নিমিত্তে তাঁহার চরণে বসিল; কিন্তু মার্থা নানা প্রকার সেবাকার্য্যে ব্যস্তা হইল, এবং মরিয়ম তাহার সাহায্য না করাতে বিরক্তা হইয়া যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আমার ভগিনী কেবল আমার উপর ভারাপণ করিল, ইহাতে কি আপনি কিছুই মনোযোগ করেন না? আমার সঙ্গে কৰ্ম করিতে উহাকে আজ্ঞা দিউন। যীশু উত্তর করিলেন, ও মার্থা ২, তুমি নানা বিষয়ে চিন্তিতা ও ব্যস্তা আছ, কিন্তু প্রয়োজনীয় এক বিষয়মাত্র আছে; মরিয়ম যে উত্তম অংশ মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহা কেহ হরণ করিতে পারে না।

আর এক সময়ে যীশু যিরূশালেমে গমন সময়ে আপন বন্ধু লাজারের ভারি পীড়ার বিষয়ে সম্বাদ পাইলেন। তাহাতে কহিলেন, এ পীড়া জীবননাশের নিমিত্তে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে, এবং ঈশ্বরের পুত্রের সম্মান বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে। পরে তিনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আর দুই দিবস বাস করিয়া নিষ্যাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহূদা দেশে কি-

রিয়া যাই। তখন তাহারা উত্তর করিল, হে গুরো, আমাদের শেষ বার এই স্থানে গমন কালে তাহারা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল; তথাচ আর বার কি সেই স্থানে যাইবেন? তখন যীশু কহিলেন, দিবসে গমন করিলে কেহই উছোট খায় না। পরে আরো কহিলেন, আমাদের বন্ধু লাজার নিদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে জাগ্রত করিতে আমি সেই খানে যাইতেছি। যীশু মৃত্যুর বিষয়ে এ কথা কহিলেন, তাহা না বুঝিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন কহিল, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে, তবে ভাল; কেননা অবশ্য পীড়া দূর হইবে। তখন যীশু স্পষ্টরূপে কহিলেন, লাজার মরিয়াছে; অতএব আইস, আমরা তাহার নিকটে যাই। এই কথা কহিয়া যীশু শিষ্যগণের সহিত যাত্রা করিয়া বৈথানিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ মৃত লাজারের বাটিতে উপস্থিত হইলে মার্থা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইল। পরে যীশুকে দেখিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু উত্তর করিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। মার্থা কহিল, শেষ দিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা আমি জানি। তখন যীশু কহিলেন, আমিই উত্থিতি ও জীবনস্বরূপ; যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও বাঁচিবে; আর যে কেহ

জীবদশায় আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখন মরিবে না। তুমি কি এই কথাতে বিশ্বাস কর? মার্থা কহিল, হাঁ, প্রভু, আপনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র, জগতে অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশ্বাস করি। মরিয়ম তখনও গৃহমধ্যে ছিল, এবং অনেক যিহুদি লোক তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল। পরে মার্থা যীশুর নিকটহইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপনে মরিয়মকে কহিল, যীশু এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। এই কথা শুনিয়া মরিয়ম শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে গেল। তাহাতে সে কবরস্থানে রোদন করিতে যাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ঐ যিহুদীয়েরা তাহার পশ্চাৎ ২ গেল। পরে মরিয়ম যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া চরণে ধরিয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। তখন যীশু তাহাকে ও যিহুদীয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া আপনি শোকার্ত হইয়া রোদন করিলেন। তাহাতে যিহুদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন স্নেহ করিতেন। তৎক্ষণাৎ যীশু মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কোন্ স্থানে কবর দিয়াছ? যীশু যে তাহাকে জীবন দিতে পারেন, ইহা না ভাবিয়া সে কবর স্থান দেখাইতে লইয়া গিয়া কহিল, হে প্রভো, আমিরা অবলোকন করুন। কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া যীশু কবরের দ্বারের

প্রান্তর সরাইতে কহিলেন। তাহাতে মার্থা কহিল, সে জীবিত নাই, দুর্গন্ধ হইয়াছে, অদ্য চারি দিবস কবরে আছে। যীশু কহিলেন, তোমাকে কি আমি কহি নাই, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ দেখিতে পাইবা? তখন কবরহইতে প্রান্তর সরাইলে যীশু উদ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতা, তুমি আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি; আর আমার বাক্য তুমি সতত শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এই কথাতে যেন লোকদের বিশ্বাস হয়, তন্নিমিত্তে ইহা কহিলাম। ইহা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে লাজার, বাহিরে আইস। তখন সে কবরবস্ত্রে হস্তপাদাদি বন্ধ ও গামছায় মুখ বন্ধ হইয়া বাহিরে আইল। যীশু কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেও। তখন ইহা দেখিয়া যিহুদীয় লোকেরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাস করিল।

এই ঘটনার পর যীশু কিছু কাল পর্যন্ত প্রান্তরের নিকটস্থ ইফুয়িম নগরে গোপনে থাকিলেন; পরে যিহুদীয়দের নিস্তারপর্বের ছয় দিবস পূর্বে পুনর্বার বৈথনিয়া নগরে আইলেন। সেখানে শিমোন নামে এক জন তাহার নিমিত্তে রাত্রিতে ভোজ প্রস্তুত করিল। তখন অন্যান্য নিমন্ত্রিত লোকদের

মধ্যে লাজার ভোজনাসনে উপবিষ্ট ছিল, এবং
মার্থা পরিবেষণ করিতেছিল। এমন কালে মরি-
য়ম বহুমূল্য জটামাংসীর তৈল লইয়া যীশুর চরণে
মর্দন করিয়া আপন কেশদ্বারা মার্জন করিল, তা-
হাতে তাহার সৌরভে গৃহ আন্মোদিত হইল। তখন
ইফরিয়োতীয় যিহূদা নামে যীশুর এক শিষ্য
কহিল, ঐ জটামাংসী তিন শত সিকিতে বিক্রয়
করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে দেওয়া গেল না? কলতঃ
সে দরিদ্র লোকের নিমিত্তে ভাবিত হইয়া এই কথা
কহিল এমন নহে; কিন্তু অর্থ হরণ করণের সুযোগ
না পাওয়াতে সে চোর প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়াছিল,
এ কারণ কহিল। তখন যীশু কহিলেন, ইহাকে
ব্যস্ত করিও না, কেননা এ আমার সংকার করিল।
তোমাদিগের নিকটে দরিদ্র লোক সতত থাকে;
যখন তোমাদের ইচ্ছা হয়, তখনই তাহাদের উপ-
কার করিতে পার; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে
সর্বদা থাকি না। ইহার যথাসাধ্য তাহাই করিল।
এ কবর দেওনের পূর্বে আনিয়া আমার শরীরে
তৈল মর্দন করিল। আর আমি তোমাদিগকে
যথার্থকপে কহিতেছি, এই সুসমাচার যে ২ স্থানে
প্রচারিত হইবে, সেই সকল স্থানে ইহার স্মরণার্থে
ইহার এই কর্মও প্রকাশিত হইবে।

২৪। যিরশালম নগরে যীশুর প্রবেশের বিষয়।

পর দিবসে যীশু বৈথনিয়াহুইতে যিরশালমে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে বৈতফগীর নিকটে উপস্থিত হইলে দুই জন শিষ্যকে এই আজ্ঞা দিয়া আগে পাঠাইলেন, তোমরা এ সম্মুখবর্ত্তি গ্রামে যাইয়া এক গাধার বাচ্চা এবং একটা বাঁধা ধাড়ি গাধাকে দেখিতে পাইবা; তাহা খুলিয়া আন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে কহিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে আনিতে দিবে। এই কর্মদ্বারা যীশু ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থে লিখিত এই কথা সিদ্ধ করিলেন; যথা, তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বল, হে সিয়োনের কন্যে, ভয় করিও না; দেখ, তোমার রাজা নতুনগীল হইয়া গর্দভের বাচ্চার উপর আরোহণ করিয়া তোমার নিকট আসিতেছেন। তখন এ শিষ্যেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই গ্রামে গিয়া সবৎসা গর্দভীকে আনিল, এবং তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া যীশুকে আরোহণ করাইল। তাহা দেখিয়া অনেক লোক আপন বস্ত্র পাথে পাতিয়া এবং কত লোক খজ্জুর রন্ধের বাল্‌দ লইয়া পাথে বিছাইয়া দিতে লাগিল; আর অগ্রগামি ও পশ্চাদগামি লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, জয় ২ দায়ূদের সম্ভান; ঈশ্বরের নামে যিনি আসিতেছেন, তিনি ধন্য; সর্বোপরিষ্ৎ স্বর্গোত্তেও জয় ২ কার

হউক। পরে যিকশালমের নিকটবর্তী হইলে যীশু তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অশ্রুপাতপূর্বক কহিলেন, হায় ২ তুমি যদি অগ্রে জানিতা, বিশেষতঃ এই দিনে যদি তোমার মঙ্গলের বিষয় জ্ঞাত হইতাম! কিন্তু এই ক্ষণে তাহা তোমার দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে। যে সময়ে শত্রুগণ উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে তোমাকে বেষ্টিত করিবে, এবং বালকগণের সহিত তোমাকে এমন ভূমিসাৎ করিবে যে তোমার মধ্যে একখান প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর থাকিবে না, এমন সময় আসিতেছে।

পরে তিনি যিকশালমে প্রবেশ করিয়া মন্দিরে গমন করিলেন। এবং তন্মধ্যে ক্রয়বিক্রয়কারিদিগকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন, এবং বণিকদের টাট ও কপোত ব্যবসায়ীদের দোকান উল্টাইয়া ফেলিলেন, ও তাহাদিগকে কহিলেন, এই লিখিত আছে, আমার গৃহ তাবৎ লোকের প্রার্থনাগৃহ হইবে, কিন্তু তোমরা তাহা চোরের গর্ত করিতেছ। তখন প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর এই ঝগড়া দেখিয়া ও শিশুদের জয় ২ কার শব্দ শুনিয়া বড় বিরক্ত হইয়া তাহাকে কহিল, ইহারা যাহা বলে, তাহা কি তুমি শুনিতেছ? তিনি কহিলেন, হাঁ, শুনিতেছি বটে; তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক কি পাঠ কর নাই? তাহাতে এই ঝগড়া লিখিত আছে, “তুমি বা-

লক ও দুষ্কপোষা শিশুদের মখদ্বারা স্তব প্রকাশ করিতেছে।” পরে তিনি লোকদিগকে নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া অন্ধাঙ্কালে নগরহইতে বাহির হইয়া বৈথনিয়াতে রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিবসে যীশু নগরে আসিতে ২ পাথে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন; তখন পাথের পার্শ্বে এক ডুমুর রক্ষ দেখিলেন; কিন্তু তাহাতে পাত্র বিনা আর কিছুই ছিল না, কেননা তৎকাল ফলের সময় নহে। তখন যীশু ঐ রক্ষকে কহিলেন, আর কখন তোমাতে যেন ফল না ধরে। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ডুমুররক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। এই ডুমুর রক্ষ ইজ্রায়েল লোকদের দৃষ্টান্ত; কারণ তাহারা কোন ধর্মকর্ম ফলবান ছিল না, এই হেতু তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তিল।

২৫। শেষকালের বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যদ্বাক্য।

এক দিবস যীশু মন্দিরে উপদেশ দেওনানন্তর তথাহইতে নির্গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের সৌন্দর্য দেখাইল। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ঐ যে সকল গাঁথনি দেখিতেছ, তাহা এমনি ভুমিসাৎ হইবে, যে এক খান প্রস্তরের উপর আর এক খান থাকিবে না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, তাহা কোন্ সময়ে ঘটবে? তিনি উত্তর

করিলেন, যখন তঁহারা যিকশালম নগর সৈন্য-
সামন্তদ্বারা বেষ্টিত দেখিবা, তখন তাহার উচ্ছিন্ন
হওনের সময় জানিবা। তখন যিহুদি লোকেরা পার্ব-
তের উপরে পলায়ন ককক; এবং নগরের মধ্যে
যাহারা থাকে, তাহারা দেশান্তরে পলায়ন ককক;
এবং যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের
মধ্যে প্রবেশ না ককক। কেননা সে সময়ে সমুচিত
দণ্ড দিবার যে ২ কথা ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে,
সে সকল সফল হইবে। কিন্তু তৎকালে যাহারা
গর্ভবতী ও স্তনদাত্রী তাহাদের দুর্গতি হইবে; কে-
ননা এই লোকদের উপর কোপ ও দেশের মধ্যে
বিষম দুর্গতি হইবে। পরে তাহারা খড়্গের দ্বারা
ছিन्न হইবে, এবং বন্ধনগ্রস্ত হইয়া নীত হইবে, আর
অন্য দেশীয়দের সময় সম্পূর্ণ না হওন পর্যন্ত যিক-
শালম নগর তাহাদের পদতলে দলিত হইবে। পরে
যীশু জৈতুন পার্বতের উপর বসিলে শিষ্যেরা তাঁ-
হাকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপন-
কার আগমনের এবং জগতের শেষের চিহ্ন কি?
তাহা বলুন। তখন যীশু কহিলেন, অনেক ২ লোক
আসিয়া আমার নাম ধরিয়া কহিবে, আমি খ্রীষ্ট,
এবং অনেক লোককে ভুলাইবে। সাবধান, সংগ্রা-
মের এবং যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিলে আশ্রয় হইও না।
এক দেশ অন্য দেশের বিপক্ষ, ও এক রাজা অন্য
রাজার বিপক্ষ হইবে, এবং স্থানে ২ দুর্ভিক্ষ ও মহা-

নারী ও ভূমিকম্প হইবে। আর সেই সময়ে তা-
 হারা তোমাদিগকে পরহস্তগত করিবে, এবং বধ
 করিবে, আর তাবদেখীয় লোকদিগের প্রতি সাক্ষ্য
 হইবার নিমিত্তে স্বর্গরাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয়
 জগতে প্রচার করা যাইবে। এমন হইলে শেষকাল
 উপস্থিত হইবে। সে সময়ে ক্লেশ ঘটিবে। জগতের
 আরম্ভাবধি এখন পর্য্যন্ত তেমন ক্লেশ কখনও হয়
 নাই এবং হইবেও না। আর সেই ক্লেশের অব্যব-
 হিত পরে সূর্যের তেজ লুপ্ত হইবে, এবং চন্দ্রের
 জ্যাংমা থাকিবে না; এবং আকাশহইতে নকত্র
 সকল পতিত হইবে, ও আকাশীয় গ্রহগণ বিচলিত
 হইবে; তখন আকাশের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন
 দেখা যাইবে। এবং দেশের তাবৎ বংশীয় লো-
 কেরা মহাতেজেতে মেঘাক্রম মনুষ্যপুত্রকে আপন
 পরাক্রমে আকাশ দিয়া আসিতে দেখিয়া সকলে
 ভীত হইয়া বিলাপ করিবে। তখন তিনি মহাশব্দ-
 কারি তুরীবাদ্যকর দূতদিগকে প্রেরণ করিলে তা-
 হারা পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ তাঁহার মনোনীত লোক-
 দিগকে একত্র করিবে। কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা ব্যতি-
 রেকে কেহ সেই সময় জানিতে পারে না; স্বর্গীয়
 দূতগণও পারে না। এ জন্য তোমরা সচেতন থাক;
 কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা
 তোমরা জানিতে পার না।

২৬। যীশুর অন্য ২ ভবিষ্যদ্বাক্য কথনের বিষয়।

যীশু শেষ কালের বিষয়ে উপদেশ দিয়া আরও কহিলেন, শেষ কালে স্বর্গরাজ্য এমন দশ কন্যার সদৃশ হইবে, যাহারা প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। ঐ কন্যাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি, আর পাঁচ জন নিবুদ্ধি ছিল। সেই নিবুদ্ধি কন্যারা কেবল প্রদীপ লইল, কিন্তু তৈল লইল না। সুবুদ্ধি কন্যারা প্রদীপ ও পাত্রেতে তৈল লইয়া গেল। বরের আগমনের বিলম্ব হওয়াতে তাহারা ঢুলিতে ২ নিদ্রিতা হইল। অনন্তর অন্ধরাতে বর আসিতেছেন, এই জনরব হওয়াতে সেই কন্যারা উঠিয়া আপন ২ প্রদীপ প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিল। তখন নিবুদ্ধি কন্যারা আপন ২ প্রদীপ নিবিয়া যাইতে দেখিয়া সুবুদ্ধিদিগকে কহিল, আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে; আমাদের কিঞ্চিৎ তৈল দেও। তখন সুবুদ্ধিরা কহিল, তোমাদের ও আমাদের জন্যে কুলাইবে না, তোমরা বরং বিক্রয়কারির নিকটে গিয়া ক্রয় করিয়া লও। পরে তাহারা তৈল কিনিতে গেলে বর আইলেন; আর যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা বরের সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল। পরে দ্বার বন্ধ হইলে অন্য কন্যারা আসিয়া কহিল, হে মহাশয় ২, দ্বার খুলিয়া দেও। তখন বর উত্তর করিলেন, যথার্থ কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে জানি না। এই রূপ ..

তোমাদেরও ঘটতে পারে; অতএব তোমরা সচে-
তন হও; কারণ মনুষ্যপুত্র কোন্ ক্ষণে বা কোন্
দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

আর মনুষ্যপুত্র এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে দূর
দেশে যাত্রাকালীন আপন দাসদিগকে ডাকিয়া তা-
হাদের নিকট নিজ সম্পত্তি গচ্ছিত করিয়া প্রত্যে-
কের ক্ষমতানুসারে কাহার নিকটে এক তোড়া, কা-
হার নিকটে দুই তোড়া, কাহার নিকটে পাঁচ তোড়া
গচ্ছিত করিয়া প্রবাসে প্রস্থান করিল। পরে তাহা-
দের মধ্যে যে পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে বাণি-
জ্যদ্বারা তাহা বাড়াইল; এবং যে দুই তোড়া পাই-
য়াছিল, সেও বাণিজ্যদ্বারা দ্বিগুণ বাড়াইল; কিন্তু
যে এক তোড়া পাইয়াছিল, সে ঘৃণ্তিকা খনন করিয়া
ঐ টাকা পুঁতিয়া রাখিল। তদনন্তর বহুকালের পর
সেই প্রভু ফিরিয়া আসিয়া দাসদের নিকট টাকার
লেখা লইল। তখন যে ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়া-
ছিল, সে পাঁচ তোড়া অধিক আনিয়া কহিল, হে
প্রভো, আপনি আমার নিকট পাঁচ তোড়া গচ্ছিত
করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা বাণিজ্য করিয়া আর
পাঁচ তোড়া বাড়াইয়াছি। তখন তাহার প্রভু কহিল,
হে উত্তম বিশ্বস্ত দাস, তুমি ধন্য; অল্প বিষয়ে
বিশ্বস্ত হইয়াছ, অতএব তোমাকে বহু বিষয়ের
অধ্যক্ষ করি; তুমি আপন প্রভুর মুখের ভাগী হও।
পরে যে ব্যক্তি দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ

পুরস্কার পাইল । অনন্তর যে এক তোড়া পাইয়াছিল, সে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি তোমাকে কঠিন লোক করিয়া জানি ; তুমি যেখানে বুন নাই সেই স্থানে কুড়াইয়া থাক, এই কারণ আমি ভীত হইয়া তোমার ধন স্তুতিকার ভিতর পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম, এই লও । তখন প্রভু উত্তর করিলেন, ওরে দুষ্ট অলস দাস, তুমি ইহা যদি জ্ঞাত ছিলো তবে বণিক্দের নিকট এই তোড়া গচ্ছিত করা তোমার উচিত ছিল, তাহা করিলে আমি স্বর্গের সহিত মূলধন পাইতাম । অতএব ইহার নিকট হইতে ঐ তোড়া লইয়া যাহার দশ তোড়া আছে তাহাকে দেও ; কেননা যে বাড়ায়, তাহাকে অধিক দেওয়া যায় ; আর যে না বাড়ায়, তাহার স্থানে যাহা আছে, তাহাও লইতে হয় । এই অকর্মণ্য দাসকে ধরিয়া যে স্থানে দস্তুর কিড়িমিড়ি আছে, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে ফেলিয়া দেও ।

মনুষ্যপুত্র যখন আপন প্রভাবে আসিয়া নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন, তখন তাঁহার সম্মুখে তাবদেশীয় লোকেরা একত্রীকৃত হইবে । পরে মেঘপালক যেকণ ছাগলহইতে মেঘসকল পৃথক্ করে, তদ্রূপ তিনি উত্তম অধম লোককে পৃথক্ করিয়া আপন দক্ষিণ দিগে উত্তমদিগকে রাখিবেন, বাম ভাগে অধমদিগকে রাখিবেন । পরে রাজা দক্ষিণ দিকস্থিত লোকদিগকে কহিবেন, আইস, আমার

পিতার অনুগ্রহপাত্রেণ, জগতের আরম্ভাবধি তোমাদের জন্যে যে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অধিকারী হও; কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ, এবং পিপাসিত হইলে পোয় দ্রব্য দিয়াছ, এবং বিদেশী হইলে স্বদেশে লইয়াছ, এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরিধান করাইয়াছ, এবং পীড়িত হইলে তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ। তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিবে, হে প্রভো, কখন তোমাকে এই রূপ করিয়াছি? তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম কোন ব্যক্তির প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমার প্রতি করিয়াছ। পশ্চাৎ তিনি বাম দিকস্থ লোকদের প্রতি কহিবেন, অরে শাপগ্রস্ত সকল, শয়তান ও তাহার দূতগণের নিমিত্তে যে অগ্নি প্রাপ্ত আছে, তাহাতে টলিয়া যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দেও নাই; ও পিপাসিত হইলে পোয় দ্রব্য দেও নাই; এবং বিদেশী হইলে স্বস্থানে লও নাই; এবং বস্ত্রহীন হইলে আমাকে বস্ত্র পরাও নাই; এবং পীড়িত হইলে আমার নিকট আইস নাই। তখন তাহারা উত্তর করিবে, আমরা কখন তোমার এমনত অবস্থা দেখিয়া সেবা করি নাই? তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিবেন, তোমরা আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির প্রতি যাহা কর নাই, তাহা

আমার প্রতি কর নাই। পরে তাহারা অনন্ত শান্তি,
কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত পরমায়ু ভোগ করিবে।

২৭। যীশুর শিষ্যদিগের চরণ ধোত করণ।

আপন যত্নের পূর্বে যীশু প্রতি দিন মন্দিরে উপ-
দেশ দিয়া সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার বৈথনিয়া নগরে
আসিয়া বাস করিতেন। অনন্তর নিস্তারপর্ব্বের
প্রথম দিনে অর্থাৎ যে দিনে নিস্তারপর্ব্বের মেঘ
বধ করা ব্যবহার ছিল, সেই দিনে শিষ্যেরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ স্থানে পর্ব্বসম্পর্কীয় ভো-
জের আয়োজন করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? তা-
হাতে তিনি আপন শিষ্যগণের মধ্যে দুই জনকে
এই কথা কহিয়া যিকশালম নগরে পাঠাইলেন,
তোমাদের প্রবেশকালীন জলকুম্ভ বহনকারি এক
ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে; তোমরা তাহার
পশ্চাৎ ২ ঘাইয়া যে বাটীতে সে প্রবেশ করে, সেই
বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাটীর কর্তাকে বল, যে
স্থানে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে হইবে, সে স্থান
কোথায়? তখন সে ব্যক্তি দ্বিতীয় তালার এক
প্রশস্ত কুঠরী দেখাইবে; সেই স্থানে ভোজের আ-
য়োজন কর। পরে তাহারা ঘাইয়া যীশুর বাক্যা-
নুসারে সমস্ত দেখিয়া নিস্তারপর্ব্বের ভোজ সেই
স্থানে প্রস্তুত করিল। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত
হইলে যীশু আপন শিষ্যদের সহিত ঐ বাটীতে

গিয়া নিস্তারপার্শ্বের রীতানুসারে ভোজ করিলেন। তৎকালে তিনি ভোজনামনহুইতে উঠিয়া গাত্রবস্ত্র খুলিয়া একখান গামছা লইয়া আপনার কটিবন্ধন করিলেন। পরে এক পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া ঐ কটিবন্ধ গামছাদ্বারা মার্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতরের নিকটে আইলে সে কহিল, হে প্রভো, আপনি কি আমার পাদ প্রক্ষালন করিবেন? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি বাহ্য করিতেছি, তাহা তুমি সম্প্রতি জান না, কিন্তু পশ্চাৎ জানিবা। তখন পিতর কহিল, আপনি কখন আমার পাদ প্রক্ষালন করিতে পাইবেন না। যীশু কহিলেন, আমি যদি তোমার পাদ প্রক্ষালন না করি, তবে তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। তখন পিতর কহিল, হে প্রভো, যদি এমন হয়, তবে কেবল পাদ নহে, কিন্তু আমার মস্তক প্রভৃতি সর্বদা প্রক্ষালন করুন। তখন যীশু কহিলেন, যে জন স্নান করিয়াছে, তাহার চরণ ব্যতিরিক্ত সর্বদা ধোত করণের অপেক্ষা থাকে না; এবং তোমরা পরিষ্কৃত হইলা বটে, কিন্তু সকলে নহ; কেননা ঈফরিয়োতীয় যিহুদা তাঁহাকে পর-হস্তগত করিবে, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন, এ কারণ এই কথা কহিলেন। অনন্তর তিনি আসনে বসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি রূপ কর্ম করিয়াছি, তাহা তোমরা কি জান? তোমরা আমাকে

শুধু ও প্রভু করিয়া বলিয়া থাক, তাহা সত্যই বল,
কেননা আমি তাহাই বচি ; কিন্তু যদি আমি শুধু
হইয়া তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে
তোমাদেরও পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত ।
আমি তোমাদের প্রতি যেকণ আদর্শ হইলাম,
তোমরাও সেই কণ আচরণ কর ; কেননা আমি
তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, কর্ত্তাহইতে দাম
বড় নয়, এবং প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় নয় ; এই
কথা যদি জ্ঞাত হইয়া কর্ম কর, তবে ধন্য হইবা ।

২৮ । প্রভুব ভোজ স্থাপন ।

যোধ হয় নগর দিয়া আসিবার সময়ে যীশু ও
তঁাহার শিষ্যেরা পথের পার্শ্বে এক সুন্দর দ্রাক্ষালতা
দেখিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে তিনি শিষ্যদিগকে কহি-
লেন, আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পিতা
মালিক্যকণ । আমার যে কোন শাখাতে ফল হয় না,
তাহা তিনি ছেদন করিয়া ফেলেন ; এবং যে শাখা
ফলবতী, তাহাতে যেন আরো ফল ধরে, একারণ
তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখেন । তোমরা আমাতে
থাক, আমিও তোমাদিগেতে থাকিব ; যেহেতুক
রক্ষেতে সংলগ্ন না থাকিলে শাখা যেমন ফলবতী
হইতে পারে না, তেমন তোমরাও আমাতে সংলগ্ন
না থাকিলে ফলবান্ হইতে পার না । যে কোন
ব্যক্তি আমাতে না থাকে, সে শুষ্ক শাখার ন্যায় ছিন্ন

হইয়া বাহিরে নিষ্কিণ্ণ হয়; এবং লোকেরা তাহা লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে। এই প্রকারে যীশু আপন মৃত্যুর পূর্ব দিনে শিষ্যদিগকে অনেক প্রকার উত্তম উপদেশ দিলেন, এবং তাহাদের প্রতি পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সকল প্রস্তাব যোহনরচিত সুসমাচারে লিখিত আছে।

পরে যীশু দ্বাদশ শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন, যে আমার সহিত একত্র ভোজনে বসিয়াছে, সে আমাকে পরহস্তগত করিবে। এই কথা শুনিয়া তাহারা দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন কহিতে লাগিল, সে কি আমি? সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে জন আমার সহিত ভোজনপাত্র হস্ত মগ্ন করে, সেই জন; আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেকণা লিখিত আছে, তদ্রূপ তাঁহার গতি হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তিদ্বারা তিনি পরহস্তগত হইবেন, হয় ২ তাহার জন্ম না হইলে ভাল হইত।

পরে তাহাদের ভোজনের সময়ে যীশু কটী লইয়া ধন্যবাদপূর্বক ভাঙিয়া শিষ্যদিগকে দিয়া কহিলেন, এ তোমাদের নিমিত্তে দত্ত আমার শরীর। ইহা লইয়া আমার অরণার্থে ভোজন কর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে এই বাটী লইয়া পান কর।

কারণ এ নূতন নিয়মের রক্ত, অর্থাৎ অনেকের পাপ-ক্ষমার নিমিত্তে পাতিত আমার রক্ত। আমি তোমাদিগকে আরো কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমি পিতার রাজ্যেতে নূতন দ্রাক্ষরস পান না করিব, সেই পর্য্যন্ত আর কদাচ দ্রাক্ষরস পান করিব না।

২৯। গেৎসিমানী বাগানে যীশুর গমন।

ভোজনান্তর তাঁহারা নিস্তারপর্বের ব্যবহারানুসারে দায়ূদের এক শত পঞ্চদশ গীত অবধি এক শত অষ্টাদশ গীত পর্য্যন্ত, এই কএক গীত গান করিলেন, পরে নগরহইতে বাহির হইয়া জৈতুন পর্বতের দিগে গেলেন। গমনকালে যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা আমার বিষয়ে বাধা পাইবা; কেননা এই ভবিষ্যদ্বাক্য সম্পূর্ণ হইবে, যথা, আমি মেঘপালককে মারিব, তাহাতে পালের মেঘ সকল ছিন্নভিন্ন হইবে। কিন্তু কবরহইতে আমার উত্থান হইলে পরে আমি তোমাদের অগ্রসর হইয়া গালীলে যাইব। তখন পিতর উত্তর করিল, যদি সকলে বাধা পায়, তথাচ আমি পাইব না। তাহাতে তিনি কহিলেন, এই রাত্রিতে কুকুড়ার ডাকের পূর্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা। কিন্তু পিতর কহিল, যদ্যপি তোমার সহিত মরিতে হয়, তথাপি তোমাকে অস্বীকার করিব না। অন্য সকল শিষ্যও সেই রূপ কথা কহিল। ..

পরে তাঁহারা কিয়দোণ নদা পার হইয়া গেৎশি-
মানী নামে এক বাগানে উপস্থিত হইলে যীশু শিষ্য-
দিগকে কহিলেন, যাবৎ আমি এ স্থানে প্রার্থনা
করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া থাক। তখন
তিনি পিতর ও যাকুব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া
গেলেন; সেই স্থানে গিয়া শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্য-
থিত হইয়া এই কথা কহিলেন, মরণকালের ন্যায়
আমার প্রাণ অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছে; অতএব
তোমরা এই স্থানে আমার সহিত জাগিয়া থাক।
পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উবুড় হইয়া এই রূপ
প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ, যদি হইতে পারে,
তবে আমার নিকটহইতে এই বাটি অর্থাৎ ক্লেশ
যেন দূর হয়; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক,
তোমারই ইচ্ছামত হউক। অনন্তর শিষ্যদিগের নি-
কট ফিরিয়া আসিয়া পিতরকে নিদ্রিত দেখিয়া
কহিলেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে এক দণ্ডও জাগি-
তে পারিলা না? জাগ্রৎ থাকিয়া প্রার্থনা কর,
পাছে পরীক্ষাতে পড়; আত্মা উদযুক্ত বটে, কিন্তু
শরীর দুর্বল। পরে তিনি দ্বিতীয় বার সেই রূপ
প্রার্থনা করিলে পুনশ্চ তাহারা নিদ্রিত হইল। যীশু
তাহাদের চক্ষু ঢুলুৎ দেখিয়া তৃতীয় বার গিয়া
পূর্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। এবং এ
সময়ে তাঁহাকে শক্তি প্রদান করিতে স্বর্গহইতে এক
ত আসিয়া দর্শন দিল। পরে তিনি অত্যন্ত বেদ-

নাকুল হইয়া আরো দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন ; তাহাতে বড় ২ রক্তের ফোঁটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল । অনন্তর তিনি প্রার্থনা-হইতে উঠিয়া শিষ্যদিগের নিকট আসিয়া তাহা-দিগকে নিদ্রাগত দেখিয়া* কহিলেন, কেন নিদ্রা যাইতেছ? উঠ, যে সময়ে মনুষ্যপুত্র শত্রুদিগের হস্তগত হইবেন, সেই সময় উপস্থিত । আইস, আ-মরা চলিয়া যাই, কেননা যে ব্যক্তি পরহস্তগত করিবে, সে নিকটস্থ হইল ।

৩০। যীশুকে ধরণ ও পিতরের তাঁহাকে অস্বীকার করণ।

ঈফরিয়োতীয় যিহুদা প্রধান যাজকদিগের ও যিহুদীয় লোকদিগের নিকট ত্রিশ টাকা পাইয়া, যীশুকে ধরিয়া দিব, এই কপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল । অতএব ঐ রাত্রিতে যীশু গেৎশিমানী বাগানে যা-ইবেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া সে খড়াধারি ও যষ্টিধারি লোকসমূহকে সঙ্গে লইয়া ঐ বাগানে গেল; কিন্তু ঐ দুরন্তেরা যীশুকে চিনিত না; এ কারণ সে অগ্রে তাহাদিগকে কহিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই যীশু জানিবা, অতএব তাঁহাকে ধরিবা । পরে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে যীশুকে দেখিয়া যিহুদা, হে গুরো, ইহা বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল । ইহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি আমাকে চুম্বন করিয়া পরহস্তগত করিবা? তখন অন্য শি-

যেহোয়া এমনত ব্যাপার দেখিয়া কহিল, আমরা কি খড়্গাঘাত করিব ? এবং পিতর যীশুর উত্তর দেওনের পূর্বে প্রধান যাজকের এক দাসের কর্ণ খড়্গা-দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। সেই দাসের নাম মল্ক ছিল। তখন যীশু পিতরকে কহিলেন, তোমার খড়্গ স্বস্থানে রাখ ; আমার পিতা আমাকে যে বাটি দেন, তাহা কি আমি গ্রহণ করিয়া পান করিব না ? আর দেখ, যদি আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করি, তবে এই ক্ষণে আমার রক্ষার্থে দ্বাদশ বাহিনী স্বর্গীয় দূত পাঠাইতে তাঁহার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু ধর্মপুস্তকে যাহা ২ লিখিত আছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। পরে যীশু ঐ দাসের কর্ণ স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিলেন ; তখন যীশুর শিষ্যেরা ভীত হইয়া তাঁহাকে উপকার করা আপনাদের অসাধ্য দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কেবল এক যুবা মানুষ (অর্থাৎ সুসমাচারলেখক মার্ক) যীশুর পশ্চাৎ ২ চলিল। কিন্তু যোদ্ধা লোকেরা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা প্রকাশ করিলে সেও তাহাদের হস্তে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

পরে তাহারাই যীশুকে বদ্ধ করিয়া লইয়া যে স্থানে মহাযাজক ও প্রধান ২ লোক সকল একত্র হইয়া-ছিল, সেই স্থানে গেল। তখন পিতর যীশুকে পরিত্যাগ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অরণ করিয়া

দূরে তাঁহার পশ্চাৎ যাইয়া মহাযাজকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কি দক্ষা ঘটিবে, ইহা দেখিবার নিমিত্তে দাসদের সহিত অগ্নির তাপ লইতে বসিল। পরে মহাযাজকের এক দাসী আসিয়া তাহাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, তুমিও সেই নামরতীয় যীশুর এক জন সঙ্গী; কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি তাঁহাকে জানি না; আর তুমি কি কহিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরে পিতর উঠানে গেলে কুকুড়া ডাকিল, কিন্তু যীশুর পূর্বকথা সে স্মরণ করিল না। পরে দাসী পিতরকে দেখিয়া দাসদিগকে কহিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তি যীশুর শিষ্যগণের মধ্যে এক জন; তাহাতে সে দ্বিতীয় বার অস্বীকার করিল। কিছু কাল পরে সেই স্থানের লোকেরা পিতরকে কহিল, অবশ্য তুমি সেই নামরতীয় যীশুর এক জন সঙ্গী, কেননা তুমি গালিলীয় লোক, ইহা তোমার ভাষা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে সে দিব্য করিয়া কহিল, তোমরা যাহাঁর কথা কহিতেছ, সে মনুষ্যকে আমি কদাচ জ্ঞাত নই। তখন কুকুড়া তৃতীয় বার ডাকিল; তাহাতে যীশু পিতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্বকথা স্মরণ হওয়াতে পিতর বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন করিল।

৩১। মহাযাজক কিয়ফার সম্মুখে যীশুর উপস্থিত হওন।

এই সকল ঘটনাকালে যীশু সভার মধ্যে মহা-যাজকের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন; এবং কিয়ফা নিযাদিগকে উপদেশ দেওয়ার বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে এই উত্তর দিলেন, আমি সর্বসাধারণের সাক্ষাতেই উপদেশ দিয়াছি, গোপনে কোন কথা কহি নাই; ভজনালয় প্রভৃতি যে ২ স্থানে যিহুদীয়েরা গমনাগমন করে, সেই স্থানে আমি সকল কথা কহিয়াছি; তবে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহারা আমার উপদেশ শুনিয়াছে, বরঞ্চ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি এমত উত্তর করিলে দাসগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে চপোটায়াত করিয়া কহিল, মহাযাজককে এমত উত্তর দিলি? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তবে তাহার প্রমাণ দেও; আর যদি ভাল বলিয়া থাকি, তবে কেন অকারণে আমাকে আঘাত কর? তখন প্রধান যাজকেরা ও যাজবর্গেরা যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে সাক্ষ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মন্দ কর্মের সাক্ষ্য মিলিল না। অনেক অনেক মিথ্যা সাক্ষী আইলেও তাহাদিগের সাক্ষ্যের মেল হইল না। তাহাতে মহা-যাজক যীশুকে কহিল, দেখ, তোমার প্রতি ইহারা কি কহিতেছে? তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না, ইহার কারণ কি? কিন্তু যীশু মোনী হইয়া থাকিলেন।

তখন মহাযাজক কহিল, আমি তোমাকে জীবৎ
ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট কি
না, তাহা সত্যজ্ঞাপে বল। যীশু উত্তর করিলেন,
আমি সেই বটি, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহি-
তেছি, ইহার পর তোমরা অনুষ্যপুত্রকে সর্বশক্তি-
মান ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং
আকাশে মেঘাকূট হইয়া আসিতে দেখিবা। তখন
মহাযাজক বস্ত্র চিরিয়া কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের
নিন্দা করিল; আর তোমাদিগের সাক্ষ্যের প্রয়োজন
কি? দেখ, তোমরা ইহার মুখে ঈশ্বরের নিন্দা শ্রবণ
করিল। অতএব একগণে তোমাদিগের কি বিবে-
চনা হয়? তখন তাহারা সকলে তাঁহাকে দোষী
করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি বধযোগ্য বটে। তখন যে
ব্যক্তির যীশুকে ধরিয়া রাখিতেছিল, তাহাদের
মধ্যে কেহ যীশুর মুখে থুথু দিল; কেহ বা কিল,
কেহ বা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, তোমাতে কোন্
জন মারিল? তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া বল। পরে
প্রভাত হইলে প্রধান যাজক ও মন্ত্রিগণ পুনর্বার সভা
করিয়া মন্ত্রণাপূর্বক যীশুকে বান্ধিয়া পত্তীয় পালাত
নামক রোমীয় দেশাধিপতির নিকট সমর্পণ করিল।
তখন যীশুর পরহস্তকারী ইকরিয়োতীয় যিহুদা
যীশুর প্রাণদণ্ড নিশ্চিত বুঝিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া
সেই ত্রিশ টাকা প্রধান যাজকের নিকট ফিরিয়া
দিয়া কহিল, আমি নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরপরাধে

পরহস্তগত করিলাম, ইহাতে অত্যন্ত পাপ করিলাম। কিন্তু তাহারা কহিল, সে আমাদের কি? সে তুমি বুঝ। অনন্তর যিহুদা মন্দিরের মধ্যে এ টাকা কোলিয়া প্রস্থান করিয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন প্রধান যাজকেরা কহিল, এ টাকা রক্তের মূল্য, অতএব ইহা ভাঙারের রাখা অকর্তব্য। ইহা বলিয়া বিদেশিদের কবর দিবার কারণ কুমরের ভূমি কিনিল; এ কারণ অদ্যাপি সেই স্থানের নাম রক্তভূমি আছে।

৩২। পীলাতের ও হেরোদের সম্মুখে যীশুর
আনীত হওনের বিষয়।

যিহুদীয়দের মন্ত্রণানুসারে যীশু রোমীয় অধিপতির নিকট প্রেরিত হইলে সে অধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহুদীয়দের রাজা? যীশু কহিলেন, তুমি সত্য কহিলা; কিন্তু এই সংসারের মধ্যে আমার রাজ্যের কোন সম্পর্ক নাই; যদি থাকিত, তবে আমার সেবকেরা প্রাণপণ করিত, যিহুদীয়দের হস্তে আমাকে সমর্পিত হইতে দিত না। পীলাত কহিল, তবে কি তুমি রাজা বট? যীশু উত্তর দিলেন, অবশ্য আমি রাজা বটি; সত্যতার নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তখন পীলাত জিজ্ঞাসা করিল, সত্যতা কি? আর

এই কথা কহিয়া বাহিরে গিয়া যিহুদীয়দিগকে কহিল, আমি এ ব্যক্তির কোন দোষ দেখি না । কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, এ ব্যক্তি গালীল অবধি এই স্থান পর্যন্ত সমুদয় যিহুদীয় লোকদিগকে কুপ্রভুতি দিয়া লওয়াইয়াছে । পীলাত গালীলদেশের নাম শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি গালীলদেশীয় লোক ? তখন তিনি যে গালীলদেশীয় লোক, পীলাত ইহা জানিয়া যীশুকে গালীলদেশের রাজা হেরোদের নিকট পাঠাইল । সেই হেরোদ তৎকালে নিস্তারপর্বের উপলক্ষ্যে যিরূশালম নগরে ছিল । রাজা যীশুকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল ; কেননা সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিল, এবং তাঁহার কোন আশ্চর্য্য কর্ম দেখিতে ইচ্ছুক হইল । এই আশা করিয়া বহু কালাবধি তাঁহাকে দেখিবার প্রয়াস করিয়াছিল ; অতএব সে যীশুকে অনেক ২ কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যীশু তাহার কোন কথাই প্রত্যুত্তর দিলেন না । তখন হেরোদ রাজা ও তাহার সেনাপতিগণ তাঁহাকে অতি হেয়-জ্ঞান করিয়া পরিহাসভাবে রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনর্বার পীলাতের নিকট পাঠাইয়া দিল । ঐ দিনে পীলাত ও হেরোদ উভয়ের মিত্রতা হইল ; পূর্বে দুয়ের শত্রুভাব ছিল । অধিপতির এই রূপ ব্যবহার ছিল, নিস্তারপর্ব সময়ে লোক সকল যে কোন বন্দিকে মুক্ত করিবার নিমিত্তে..

চাহে, তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; এব° সেই সময়ে বারব্বা নামে এক দস্যু বন্দী ছিল। তাহাতে লোক সকল একত্র হইলে অধিপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দেখ, বারব্বাকে ছাড়িয়া দিব, কি খ্রীষ্টকে ছাড়িয়া দিব? তোমাদের ইচ্ছা কি? কেননা তাহারা যে ঈর্ষ্যাভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল। এব° বিচারাসনে বসিবার সময়ে তাহার পত্নী তাহাকে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, দেখ, সেই ধার্মিক মানুষের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; যেহেতুক অদ্য রাত্রিতে আমি তাঁহার বিষয়ে স্বপ্নে অনেক দুঃখ পাইলাম। তখন প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা বারব্বাকে মুক্ত করিতে ও খীশুকে বধ করিতে লোকদিগের প্ররতি জন্মাইল। তখন অধিপতি তাহাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, খীশুকে কি করিব? তখন তাহারা উদ্বেগের কহিল, উহাকে দূর কর, জুশো চড়াও। অতএব আপনাব অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইয়া বর° আরও কোলাহল হইতেছে, পীলাত ইহা দেখিয়া লোকদিগের সাক্ষাতে জল লইয়া আপন হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কহিল, এ ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতে আমি নির্দোষ; তোমরা বুঝ। তখন লোক সকল উত্তর করিল, তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের উপর ও আমাদের সন্তানের উপর থাকুক। এই রূপ দোষ আপনাদের উপর অঙ্গীকার করিল।

৩৩। যীশুকে বধ করিতে আজ্ঞা দেওনের বিষয়।

এই রূপে হইলে পীলাত যীশুকে বিচারস্থানে লইয়া গিয়া সেনাসমূহের কাছে সমর্পণ করিল। পরে তাহার তাঁহার নিজ বস্ত্র খসাইয়া পুরাতন রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া কণ্টকের মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, হে যিহুদীয় মহারাজ, নমস্কার! ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রুপ করিল। তখন পীলাত পুনর্বার বাহিরে গিয়া লোকদিগকে কহিল, আমি ইহার কোন দোষ পাই না; তাহা তোমাদিগকে জানাইবার কারণ ইহাকে বাহিরে আনিয়া দেই। তখন যীশু কণ্টকের মুকুট ও সেই রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া বাহিরে আইলে পীলাত লোকদিগের রূপা জন্মাইবার কারণ তাহাদিগকে কহিল, এই নির্দোষ মনুষ্যকে দেখ। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, ক্রুশে চড়াও, ক্রুশে চড়াও। তাহাতে পীলাত কহিল, তোমরা আপনারা ইহাকে লইয়া ইহার প্রাণদণ্ড কর, কেননা আমি ইহার কোন দোষ পাই না। যিহুদীয়েরা উত্তর করিল, আমাদের যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে ইহার প্রাণদণ্ড করা উচিত; যেহেতুক এ আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়াছে। তখন পীলাত এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রাসমুত্ত হইয়া যীশুকে বিচারস্থানে পুনর্বার লইয়া গেল। এব°

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে হইলা ? তাহাতে যীশু উত্তর না করাতে সে আরো কহিল, তুমি কি আমার সহিত কথা কহিবা না ? তুমি কি জান না, ক্রুশে চড়াইবার ও মুক্ত করিবার এই উভয় ক্ষমতা আমার আছে। তখন যীশু উত্তর করিলেন, ঈশ্বর তোমাকে অনুমতি না দিলে আমার উপরে তোমার কোন কর্তৃত্ব হইতে পারিত না ; এ জনে যে ব্যক্তি আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার অতিশয় পাপ জন্মিল। তদবধি পীলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে আরো চেষ্টা করিল ; কিন্তু যিহুদীয়েরা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, যদি এই মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও, তবে তুমি কৈসারের অর্থাৎ রোমীয় মহারাজের মিত্র নও ; কেননা যে জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে, সে মহারাজের বিরুদ্ধ কর্ম করে। এই কথা শুনিয়া পীলাত ভীত হইয়া যীশুকে ক্রুশে চড়াইতে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল ; এবং যীশু আপনি ক্রুশে বহিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতে মহালোকান্তরের মধ্যে যীশুর পশ্চাৎ ২ অনেক স্ত্রীলোক রোদন ও বিলাপ করিতে চলিল ; কিন্তু তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ওগো যিহুদীয়ের কন্যাগণ, তোমরা আমার নিমিত্তে রোদন না করিয়া তোমাদের সম্ভানদের নিমিত্তে এবং আপনাদিগের নিমিত্তে রোদন কর ; কেননা যদি সতেজ রক্তের ৭ দশা ঘটে, তবে শুষ্ক রক্তের কি দশা ঘটিবে ?

৩৪। যীশুর ক্রুশে হত হওনের বিষয়।

অপর গল্গথা অর্থাৎ মাথাখুলি নামক স্থানে উপস্থিত হইলে পর তাহারা যীশুকে পিত্তমিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিল। এই রস প্রাণহত্যার পূর্বে দোষি ব্যক্তিকে দেওয়া যাইত ; যীশু তাহা জ্ঞাত ছিলেন, এ কারণ পান করিতে চাহিলেন না। কিন্তু দেখ, এ কি কৃপা আশ্চর্য্য ! যিনি জগতের প্রাণকর্ত্তা এবং পাপি লোকের রক্ষাকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় ধার্মিক, তিনি ক্রুশে টাঙ্গান হইলেন, এবং তাঁহার হস্ত ও পাদ আমা সকলের পাপের নিমিত্তে কাঁটা দ্বারা বিদ্ধ হইল। যদি আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করি, তবে পাপিত্রাণ পাইব। আর লোকেরা যীশুর সঙ্গে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দুই জন দস্যুকে ক্রুশেতে টাঙ্গাইল, এবং লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল ; তাহারা ও তাহাদিগের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে বিদ্ৰোপ করিল। তখন যীশু কহিলেন, হে পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা উহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না। তদ্ভিন্ন সেনাগণ আসিয়া তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি ভাগ করিল ; প্রত্যেক সৈন্য এক২ ভাগ লইল ; কিন্তু তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি সিঁজনিরহিত দেখিয়া তাহারা কহিল, ইহা কে পাইবে ? আইসু, আমরা ইহা না চিরিয়া গুলিবাঁট করি। এই বিষয়েতে ধর্মপুস্তকে লিখিত এক ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধ

হইল। এ জনের সেনাগণ এমন ব্যবহার করল।
 এবং “এ যিহুদীয়দের রাজা নাসরতীয় যীশু,” এই
 বিজ্ঞাপনপত্র লিখিয়া পালাত এ ক্রুশের উপরি-
 ভাগে বদ্ধ করিয়া দিল। এ লিপি ইব্রী ও গ্রীক ও
 লাতিন ভাষাতে লিখিত ছিল। তখন লোকসমূহ
 ও প্রধান যাজকেরা ও সেনাগণ বিজ্ঞপ করিয়া
 কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখনি
 ক্রুশহইতে নাম, আমরা তাহা দেখিয়া বিশ্বাস
 করিব। আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে
 টাঙ্গান ছিল, তাহাদের মধ্যেও এক জন সেই স্বপ্নে
 তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি যদি
 খ্রীষ্ট হও, তবে আপনাকে ও আমাদেরকে রক্ষা
 কর। কিন্তু অন্য জন তাহাকে তর্জন করিয়া কহিতে
 লাগিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার কিছু ভয় নাই?
 তুমিও সমান দণ্ডগ্রস্ত আছ; আর আমরা এই দণ্ডের
 উপযুক্ত পাত্র; যেহেতুক আপন ২ সমুচিত কর্মের
 প্রতিফল পাইতেছি; কিন্তু এই মনুষ্য কোন দোষ
 করে নাই। পরে সে যীশুকে কহিতে লাগিল, হে
 প্রভো, আপনি রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে আমাদের স্মরণ
 করিবেন। তখন যীশু কহিলেন, আমি তোমাকে
 যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পর-
 লোকে শুভস্থান পাইবা। তৎকালে যীশুর মাতা ও
 তাহার ভগিনী ও মদগলীনী মরিয়ম, ইহারা তাঁহার
 ক্রুশের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। যীশু তাহাদিগকে

ও প্রিয়তম শিষ্যকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, হে নারি, এ দেখ, তোমার পুত্র; এবং সেই শিষ্যকে কহিলেন, এ দেখ, তোমার মাতা। তাহাতে ঐ শিষ্য সেই সময়াবধি তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল। পরে দুই প্রহর বেলাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারায়ত হইল; এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উঠেঃস্বরে কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর ২, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিলে? কিছু কাল পরে যীশু সকলই সম্পূর্ণ হইল, ইহা জ্ঞাত হইয়া ধর্মপুস্তকের বচন যেন সিদ্ধ হয়, ইহা ভাবিয়া কহিলেন, আমার পিপাসা হইতেছে। তখন সেই স্থানে অন্নরসেতে পূর্ণ এক পাত্র থাকিতে তাহার। এক স্পঞ্জ সেই অন্নরসেতে ডুবাইয়া এসোব নলের অগ্রভাগে বাঁধিয়া তাঁহার মুখের নিকটে রাখিল। তখন তাহা পান করিলে পরে তিনি কহিলেন, সকল সম্পূর্ণ হইল। এবং যীশু আর এক বার উঠেঃস্বরে কহিলেন, হে পিতঃ, আমার আত্মাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই কথা কহিয়া মৃতক নত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎসময়ে মন্দিরের ব্যবধান বস্ত্র উপরহইতে অধঃপর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড হইল; ভূমিকম্প এবং পর্বত সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং কবর খুলিলে অনেক ২ পুণ্যবানের সুগন্ধ দেহ উঠিল, এবং কবরস্থানহইতে বাহিরে পুণ্যনগরে অনেক লো-

কের দৃষ্ট হইল। এই প্রকারে উদ্ভেষ্টের পূর্বক যীশুর প্রাণত্যাগ এবং অন্ধকার ও ভূমিকম্প ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার প্রহরী কন্ঠে নিযুক্ত ছিল যে সেনাপতি, সে कहিল, সত্য ইনি ঈশ্বরের পুত্র। এবং যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাঁহারা এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

৩৫। যীশুর কবর দেওনের বিষয়।

যে দিনে যীশু মরিলেন, তাঁহার পরদিন বিজ্ঞান-মবারে যেন যীশুর এবং ঐ দুই দস্যুর দেহ ক্রুশের উপর না থাকে, এই নিমিত্তে যিহুদীয়েরা পীলাতের নিকটে গিয়া তাহাদের পা ভাঙ্গিতে ও স্থানান্তরে লইতে অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহাতে পীলাত অনুমতি দিলে সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ দুই জনেরই পা ভাঙ্গিল; পরে যীশুর নিকটে গিয়া দেখিল যে তিনি মরিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহার পা ভাঙ্গিল না, কিন্তু সেনাগণের মধ্যে এক জন তাঁহার কুক্ষিদেশ বড়শাতে বিঁধিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে রক্ত ও জল নির্গত হইল। ধর্মপুস্তকের বচন সকল সিদ্ধ হইবার নিমিত্তে এই সকল ঘটনা হইল। কেননা লিখিত আছে, তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন হইবে না; তদ্রূপ অন্য শালেখে, তাঁহারা যাঁহাকে বিঁধিল, তাঁহার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে । তৎকালে অরিমথীয়া নগরের যূযফ নামক এক জন ধনবান্ অথচ সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী ছিল, সে যিহুদীয়দের যুক্তি ও ক্রিয়াতে সম্মত হয় নাই ; কেননা সে যীশুর শিষ্য ছিল, কিন্তু যিহুদীয়দের ভয়ে তাঁহার প্রতি আপনার অনুরাগ পূর্বে প্রকাশ করে নাই । ঐ ব্যক্তি বৈকালে পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাজ্ঞা করিল । তাহাতে তিনি এমন শীঘ্র মরিলেন, এ বিষয়ে পীলাত বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কত ক্ষণ মরিয়াছেন ? পরে সকলই অবগত হইয়া যূযফকে দেহ দিতে অনুমতি দিল । তখন যূযফ সূক্ষ্ম বস্ত্র লইয়া যীশুর দেহ ক্রুশহইতে নামাইল । আর পূর্বে যে নীকদীম রাত্রিযোগে যীশুর নিকটে আসিয়াছিল, সেও গন্ধারসমিলিত পঞ্চাশ সের অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য আনিল । পরে তাহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহুদীয়দের ব্যবহারানুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত চাদরে বেষ্টন করিল । এবং যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দিয়াছিল, তাহার নিকটস্থ উদ্যানে শৈলে খোদিত যূযফের নূতন কবর ছিল, তন্মধ্যে যীশুকে শয়ন করাইল । তদনন্তর প্রধান যাজকেরা ও ফিকশিরা একত্র হইয়া পীলাতের নিকট গিয়া কহিল, হে মহাশয়, ঐ প্রবঞ্চক জীবৎকালে কহিয়াছিল, তিন দিন পরে কবরহইতে উঠিব, এ কথা আমাদের অরণ হইতেছে ; অতএব তৃতীয়

দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবরস্থান রক্ষা করিতে আত্মা
করুন ; নতুবা কি জানি, তাহার শিষ্যেরা রাত্রি-
যোগে আসিয়া তাহার দেহ হরণ করিয়া লইয়া
লোকদিগকে বলিবে, তিনি কবরহুতে উঠিয়াছেন ;
তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি বড়
হইবে। তাহাতে পীলাত কহিল, তোমাদের নিকট
প্রহরীরা আছে ; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর।
তখন তাহার গিয়া কবরদ্বারের প্রস্তর মুদ্রাঙ্কিত
করিয়া প্রহরিবর্গদ্বারা রক্ষা করিল।

৩৬। যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়।

অনন্তর বিশ্রামদিনের পরদিবসে (অর্থাৎ রবি-
বারে) অতি প্রত্যুষে মহাভূমিকম্প হইল ; কেননা
পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহুতে নামিয়া যীশুর কবর-
দ্বারহুতে প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপর বসিল।
সেই দূতের মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় ও বস্ত্র
হিমের, ন্যায় শুভ্রবর্ণ। প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে
কম্পাশ্বিত হইয়া মৃতকম্প হইল ; কিন্তু যীশু তাহার
পূর্বে উঠিয়াছিলেন। অপর ধার্মিক স্ত্রীলোকেরা
যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা
লইয়া যীশুর দেহে মাখাইবার নিমিত্তে প্রত্যুষে
সূর্যোদয় সময়ে কবরস্থানে আইল, বিশেষতঃ মগ-
লানী মরিয়ম দোড়িয়া প্রথমে কবরস্থানে উপস্থিত
। কবরের মুখহুতে পাথর সরান দেখিল।

তখন সেই পথে পুনর্বার গিয়া শিমোন পিতর
এবং যোহনের নিকট যাইয়া এই কথা কহিল, কবর-
হইতে প্রভুকে তুলিয়া লইয়া কোথায় রাখিয়াছে,
তাহা আমরা জানি না। অতএব পিতর ও যোহন
আপন চক্ষে দেখিবার নিমিত্তে বাহির হইয়া কবর-
স্থানে গেল; মগদলীনী মরিয়মও সঙ্গে গেল। ইতি-
মধ্যে অন্য স্ত্রীলোকেরা কবরস্থানে আসিয়া যীশুর
দেহ দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইল। এমন সময়ে
তেজোময় বস্ত্রাশ্রিত দুই ব্যক্তি তাহাদিগের নিকটে
উপস্থিত হইলে তাহারা সশঙ্কিত হইল। তখন এক
জন দূত তাহাদিগকে কহিল, মৃতদের মধ্যে জীবি-
তের তত্ত্ব কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই,
কিন্তু উঠিয়াছেন; তোমরা গিয়া তাঁহার শিষ্যদি-
গকে জানাও। তাহাতে তাহারা কম্পাশ্রিত ও বিস্ম-
য়াপন্ন হইয়া অরায় কবরস্থানহইতে পলায়ন করিয়া
নগরে গেল। ইতিমধ্যে পিতর এবং যোহন কব-
রের নিকটে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে বেগুনের বস্ত্র
আছে দেখিতে পাইল, কিন্তু যাঁগকে না দেখিয়া
ভাবিল, বুঝি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া গি-
য়াছে; তাহারাও বিস্ময়াপন্ন হইল। কেননা তিনি
কবরহইতে উঠিবেন, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল না।
পরে তাহারা আপন২ গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু
মগদলীনী মরিয়ম কবরদ্বারের বাহিরে রোদন করিতে
লাগিল, এবং রোদন করিতে ২ হেঁট হইয়া পুনর্বার

কবর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কবরের মধ্যে সেই দুই জন অর্গায় দূত বসিয়া আছে, আর তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ? সে কহিল, লোকেরা প্রভুকে লইয়া কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান পাই না। ইহা বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, যীশু দণ্ডায়মান আছেন; কিন্তু তিনি যে যীশু তাহা সে জানিতে পারিল না। তখন যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহারই বা অনুসন্ধান করিতেছ? সে তাঁহাকে উদ্যানের মালা ত্রান করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যদি এখান-হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায় রাখিয়াছ? বল, তথাহইতে লইয়া আসি। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, মরিয়া! ইহাতেই সে যীশুকে জানিয়া প্রত্যুত্তর করিল, হে গুরো; ইহা বলিয়া তাহার চরণ ধরিল। যীশু কহিলেন, আমাকে ধরিয়া রাখিও না, কেননা এই ক্ষণে আমি পিতার নিকটে উর্দ্ধগমন করি নাই; যিনি আমার এবং তোমাদিগের পিতা, এবং আমার ও তোমাদিগের ঈশ্বর, আমি তাঁহার নিকট উর্দ্ধগমন করিতে উদ্যত আছি, ইহা আমার ভাতৃবর্গকে জানাও। তাহাতে সে স্ত্রীলগ্নরে যাইতেছিল, এমন সময়ে তিনি অন্য স্ত্রীলোকদিগকেও পাশ্চাত্যে দর্শন দিলেন। তাহারা আত্মাদ পূর্বক প্রণাম করিল, এবং শীঘ্র যিক্রান্তমনে

গিয়া। শিষ্যদিগকে সংবাদ দিল; কিন্তু শিষ্যেরা তাহা বিশ্বাস করিল না।

৩৭। ইম্মাযু নগরে গমন করণের বিষয়।

অপর যীশু পিতরের ব্যাকুলতা প্রযুক্ত সাক্ষ্যনা করিবার নিমিত্তে তাহাকে দর্শন দিলেন। আর সেই দিবসে দুই জন শিষ্যকে যিকশালম নগর-হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরবর্তি ইম্মাযু নগরে গমন করিতে হইলে তাহারা পথের মধ্যে ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল, এমনত মন্ডরে অন্য এক জন আসিয়া তাহাদের সঙ্গে ২ যা-ইতে লাগিলেন; সেই ব্যক্তি 'স্বয়ং যীশু, কিন্তু তা-হারা তাঁহাকে চিনিলা না। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা দুঃখিত হইয়া কোন্ বিষ-য়ের বিচার করিতেছ? তাহাদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে এক জন উত্তর করিল, যিকশালমে এ মন্ডরে যে সকল ঘটিয়াছে, তুমি কি পার্বের অতিথি হইয়া তাহা জ্ঞাত নহ? তিনি কহিলেন, কি ঘটনা? তা-হারা কহিতে লাগিল, ঈশ্বরের এবং মনুষ্য সকলের সাক্ষাতে বাক্যেতে ও কর্মেতে ক্ষমতাপন্ন যীশু নামে যে নামরত্নীয় ভবিষ্যদ্বক্তা, তাঁদ্বয়ক ঘটনা; অর্থাৎ আশাদিগের প্রধান স্বাক্ষর ও বিচারকর্তার। কি প্রকারে তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ড করিয়াছে; কিন্তু তিনি ইজ্রায়েল লোকদিগের

উদ্ধার করিবেন, আমরা এমনত আশা করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ সকল ঘটনা আজি তিন দিবস হইয়াছে। পরে আমাদিগের সজ্জি কএক জীলোকের প্রমুখ্যে অদ্য প্রাতে একটী অসম্ভব কথা শুনিলাম; অর্থাৎ তাহারা তাঁহার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া কবরস্থানে গিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আসিয়া কহিল, আমরা স্বর্গীয় দূতদিগের সন্দর্শন পাইয়াছি, ঐ দূতেরা বলিল, তিনি জীবিত হইয়াছেন। তাহাতে আমাদিগের কেহ ২ কবরস্থানে গিয়া সেই জীলোকদিগের কথাবুঝারে দেখিল; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন পাইল না। তখন যীশু গমন করিতে ২ কহিলেন, হে অবোধেরা এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্যে অবিশ্বাসকারিরা, এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া আপন বৈভব প্রাপ্ত হওয়া কি খ্রীষ্টের উচিত নহে? অনন্তর তিনি যুসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে আপন বিষয়ে লিখিত সকল প্রসঙ্গের তাৎপর্য ক্রমে ২ বুঝাইয়া দিলেন। পরে গন্তব্য গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অশ্রু-মর হওনের অভিপ্রায় দেখাইলেন, কিন্তু তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিল, আপনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, বেলা অবসান, প্রায় রাত্রি হইল। তাহাতে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে গৃহের মধ্যে গেলেন। পরে ভোজনে বসিবার সময়ে তিনি কটী লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিলেন; ও কটী ভাঙ্গিয়া

তাহাদিগকে দিলেন । তখন তাহাদিগের দৃষ্টি সুপ্র-
সন্ন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল ;
কিন্তু তিনি তাহাদিগের সাক্ষাৎহইতে অন্তর্হিত
হইলেন ; তাহাতে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল,
গমনকালে যখন তিনি কথোপকথন করিতেছি-
লেন ও শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন
আমাদিগের অন্তঃকরণ কি জ্বলিল না ? অপর তা-
হারা তৎক্ষণাৎ যিরূশালম নগরে প্রত্যাগমন
করিল । সে স্থানে একাদশ শিষ্য ও সঙ্গিগণের
সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারাও বলিল, সত্য বটে,
প্রভু উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন ।
তাহারা এই কথা কথোপকথন করিতেছে, ইত্যব-
সরে যীশু বন্ধ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাদি-
গের অধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদিগের
কল্যাণ হউক । কিন্তু ভূত দেখিতেছি, ইহা বলিয়া
তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল । তখন তিনি কহিলেন,
তোমরা কেন ভীত হও ? কেন তোমাদের সন্দেহ
হইতেছে ? এই আমি, আমার হস্ত পাদাদি দেখ,
বরঞ্চ স্পর্শ করিয়া দেখ । আমাকে যে কথা দেখি-
তেছ, এতদ্রূপ আমি মাংস ভূতের হয় না । ইহা
বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপনার হস্ত পাদাদি
দেখাইলেন । কিন্তু তাহারা তখনও অসম্ভব জ্ঞান
করিয়া আশ্চর্য্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না ।
তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে তো-

আদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহাতে তাহারা কিছু দক্ষ মৎস্য ও মধুচাক দিলে তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।



৩৮। থোমাকে এবং অন্য শিষ্যদিগকে যীশুর দর্শন দেওন।

এ প্রথম দিনে যীশুর শিষ্যদিগকে দর্শন দেওন সময়ে থোমা নামক এক জন শিষ্য উপস্থিত ছিল না। আর অন্য শিষ্যেরা যখন তাহাকে কহিল, আমরা প্রভুকে দেখিলাম, তখন সে বলিল তাঁহার হস্ত প্রেক্ষা চিহ্ন না দেখিলে এবং সেই চিহ্ন অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ না করিলে, এবং তাঁহার কন্মদেহে হস্ত না দিলে আমি বিশ্বাস করিব না। পরে অষ্ট দিবস গত হইলে শিষ্যগণ থোমার সহিত সমভাস্ত হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ছিল, এমন সময়ে যীশু পুনর্বার তাহাদিগের মধ্যস্থানে দাড়াইয়া কহিলেন, ভোমাদিগের কল্যাণ হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, আইন, অঙ্গুলি দিয়া আমার হস্ত দেখ, এবং হস্ত বাড়াইয়া আমার কন্মদেহে দেও, এবং অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন থোমা কহিল, হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর! যীশু কহিলেন, হে থোমা, আমাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিলে? তাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা ধন্য।

তাহার পরে শিষ্যেরা গালীল প্রদেশে গিয়া কিছু দিন পর্যন্ত পূর্ববৎ ধীবরের ব্যবসায় করিতে লাগিল। এক দিন তাহারা তিবীরিয়া সমুদ্রের তীরে মৎস্য ধরিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি কিছু না পাইয়া প্রভাত সময়ে তীরের নিকটে আসিয়া যীশুকে দণ্ডায়মান দেখিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস সকল, তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহারা বলিল, কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, নোকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে পাইবা। এই আশ্বিনুসারে তাহারা জাল নিক্ষেপ করিলে এক শত তিওপানটা বৃহৎ মৎস্য ধরা পড়িল। তাহাতে যোহন পিতরকে কহিল, উনি প্রভু। পিতর এই কথা শুনিবামাত্র জলে বাঁপ দিয়া সমুদ্রদ্বারা তীরে আইল। পরে অন্য শিষ্যেরা নোকাহইতে তীরে উঠিয়া দেখিল, সে স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি ও তাহার নিকটে মৎস্য ও কচী প্রস্তুত আছে। পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আসিয়া ভোজন কর। তৎক্ষণাৎ তিনি যে প্রভু ইহা তাহারা সকলে জ্ঞাত হইল। অনন্তর ভোজন সাক্ষ হইলে পর যীশু শিষ্যমোন পিতরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও হে যুনসের পুত্র শিমোন, তুমি না কি ইহাদের হইতে আমাকে অধিক প্রেম করিয়া থাক? তাহাতে সে কহিল, হাঁ প্রভু, আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি বটে, তাহা আ-

পানি জানেন। তখন তিনি কহিলেন, তবে আমার মেঘশাবকগণকে পালন কর। অপর তিনি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিলেন, হে শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তাহাতে শিমোন প্রথম বারের অনুসারে উত্তর করিলে, যীশু পুনরায় কহিলেন, আমার মেঘশাবকগণকে প্রতিপালন কর। পরে তিনি তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তখন ঐ কথা তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার অগোচর কিছুই নাই, আমি আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমার মেঘগণকে পালন কর; আমি তোমাকে যথার্থ কহি, যৌবনকালে আপনি কটি বন্ধ করিয়া যেখানে ইচ্ছা, সেই খানে যাইতা; কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধবয়সে ইন্তু বিস্তার করিবা, তাহাতে অন্য জন তোমাকে বন্ধন করিয়া যে স্থানে তোমার যাইতে ইচ্ছা নাই, সে স্থানে লইয়া যাইবে। ফলতঃ কি প্রকার মরণেতে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে যীশু এই কথা কহিলেন। অন্য সময়ে পাঁচ শত শিষ্য একত্র হইলে যীশু তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। এই ২ প্রকারে অনেক ২ লোক কবর-হইতে তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হইল।

৩৯ । যীশুর স্বর্গারোহণের বিষয় ।

যীশু স্বর্গারোহণের পূর্বে আপনাদের শিষ্যদিগকে অনন্ত ফলযুক্ত এই আশ্রয় দিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর তাবৎ কর্তৃত্বের ভার আমাতে অর্পিত আছে ; এই নিমিত্তে তোমরা যাইয়া সর্বদেহীয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে বাপ্তাইজিত কর। এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আশ্রয় দিয়াছি, তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে শিক্ষা দেও ; তাহাতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে ; কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে, সে দণ্ড পাইবে। ইহা যাহারা প্রত্যয় করিবে, তাহারা আমার নামের দ্বারা ভূতগণকে ছাড়াইবে, এবং পরদেহীয়া ভাষা কহিতে পারিবে, আর সর্পাদি ধরিলে কিম্বা প্রাণনাশক কোন দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে কোন হানি পাইবে না ; আর তাহারা যে লোকদের গাত্র স্পর্শ করিবে, তাহারা সুস্থ হইবে, ইত্যাদি আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাহাদিগের লক্ষণস্বরূপ হইবে ; এবং দেখ, জগতের শেষ পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগের সঙ্গে আছি । শেষ বারে যীশু সকল শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া জৈতুন পর্বতের পার্শ্বস্থ বৈথনিয়া গ্রামের দিগে লইয়া গিয়া কহিলেন, পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব ; অতএব যে পর্য্যন্ত তোমরা উদ্ধৃহীতে ক্ষমতা

প্রাপ্ত না হও, তাবৎ যিহুশালম নগরহইতে অন্যত্র গমন করিও না । পরে তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি এখন কি রাজকর্তৃক পুনর্বার ইজ্রায়েল লোকদের হস্তগত করিবেন ? তিনি কহিলেন, যে সকল সময় পিতা আপন বংশে রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে তোমাদের অধিকার নাই ; কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইলে পরে তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যিহুশালমে ও সমুদয় যিহুদা ও শোমিরোণ দেশে এবং পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত গমন করিয়া আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবা । এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগের মাঝাতে মেঘাকূট হইয়া আকাশে উঠিয়া তাহাদিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন । আর যে সময়ে তাহারা আকাশের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ রূপ উল্লসগমন দেখিতেছিল, এমন সময়ে শুক্লবস্ত্র পরিহিত দুই জন তাহাদের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা কি জনৈক আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছ ? তোমাদিগের নিকটহইতে স্বর্গেতে লীত হইলেন যে যাজ্ঞ, তাঁহাকে যে রূপে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিতেছ, তদ্রূপে তিনি আর বার আগমন করিবেন ।

৪০। পবিত্র আত্মার আবির্ভাবের বিষয়।

যীশুর স্বর্গারোহণের পরে শিষ্যেরা যিহূদাশালমে ফিরিয়া গিয়া ঐ স্থানে একত্র হইয়া পবিত্র আত্মার আগমনের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং প্রার্থনা ও গুলিখাঁটদ্বারা ঈফরিয়োতীয় যিহূদার পরিবর্তে অন্য এক জনকে মনোনীত করিল; তাহাতে সে জন একাদশ প্রেরিতের সম্মুখ গণিত হইল। অপর নিস্তারপর্বের পঞ্চাশ দিন এবং যীশুর স্বর্গারোহণের দশ দিন পরে ইস্রায়েল লোকদের এক বার্ষিক পর্ব, অর্থাৎ শস্যচ্ছেদনের এবং মীনয় পর্বতে ব্যবস্থা স্থাপনের স্মরণার্থক পর্ব উপস্থিত হইলে যখন শিষ্যেরা একত্র ছিল, তখন অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটিকার শব্দের ন্যায় এক শব্দ হইয়া, যে গৃহেতে তাহারা বসিয়াছিল, ঐ গৃহ ব্যাপিল; পরে অগ্নিশিখার আকৃতি বিশিষ্ট অনেক জিহ্বা প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিজনের মস্তকে স্থগিত হইয়া থাকিল। তাহাতে তাহারা পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মা যে প্রকার কহাইলেন, তদনুসারে অন্যদেশীয় ভাষা কহিতে লাগিল। আর ঐ সময়ে পৃথিবীর তাবৎ দেশহইতে যিহূদীয় মতাবলম্বি ভক্ত লোকেরা পর্বের উপলক্ষ্যে যিহূদাশালমে আসিয়া প্রবাস করিতেছিল; তাহারা জনতার মধ্যে ঐ স্থানে একত্র হইয়া প্রত্যেক জন আপন ২ ভাষাতে শিষ্যদের কথোপকথন শুনিয়া উদ্ভিগ্ন হইল, এবং চমৎ-

কৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, এ যে লোকেরা কথা কহিতেছে, উহারা সকলে কি গালীলদেশীয় লোক নহে? তবে আমরা প্রত্যেক জন আপন ২ জন্মদেশীয় ভাষানুসারে উহাদিগের কথা শুনিতোছি, এ কি আশ্চর্য! আর কেহ ২ পরিহাস করিয়া কহিল, উহারা নূতন দ্রাক্ষারস পানিতে মত্ত হইয়াছে। তখন একাদশ জনের সঙ্গে পিতর উঠিয়া লোকদিগকে কহিতে লাগিল, হে যিহুদীয়েরা, হে যিরূশালমনিবাসিরা, অবধান করিয়া আমার কথা বুঝ। এখন এক প্রহর বেলার অধিক নহে, অতএব আমরা মদ্য পানিতে মত্ত, এমনতরো যে অনুমান তোমরা করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু ঈশ্বর যোয়েল ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কহিয়াছেন, যুগান্ত সময়ে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ পাইবে, এবং পুরুষেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে; তৎকালে আমি আপন দাসদাসীদের প্রতি আপন আত্মার বর্ষণ করিব; তাহাতে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে। অতএব হে ইজ্রায়েল বংশোদ্ভব লোকেরা, তোমরা এই কথায় অবধান কর। নামরতীয় যীশু ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, ইহা তাঁহার হস্তকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রভৃতি নানা চিহ্নদ্বারা লোকদিগের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করিয়া-

ছেন ; তথাপি তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া ক্রুশেতে বধ
করিয়াছ । কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যুহইতে উত্থাপন
করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমরা সকলে সাক্ষী আছি।
অতএব তিনি এই ক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে উন্নতি
প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র আত্মার বিষয়ে পিতা যে অঙ্গী-
কার করিয়াছিলেন, তাহা সকল করিতে, তোমরা
যাহা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা বর্ণন করিলেন।
তখন লোক সকল এই কথা শুনিয়া বিদীর্ণহৃদয়
হওয়াতে কহিতে লাগিল, হে ভাই সকল, আমরা
কি করিব ? তাহাতে পিতার উত্তর করিল, তোমরা
প্রত্যেক জন মন ফিরাও, এবং পাপ মোচনার্থে
যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও। তাহা হইলে
তোমরাও পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইবা ; যেহেতু প্রভু
পরমেশ্বর পবিত্র আত্মা দেওনের বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন, তাহা তোমাদের প্রতি ও তোমাদের
সন্তানদের ও পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের প্রতি বর্তে।
এই কথা শুনিয়া যাহারা আনন্দপূর্বক গ্রহণ করিল,
তাহারা বাপ্তাইজিত হইল। এই প্রকারে সেই দি-
বসে প্রায় তিন সহস্র লোক তাহাদের পক্ষ হইয়া
তদবধি প্রেরিতদের উপদেশে ও সঙ্গে স্থির থাকিল
এবং খাদ্য বিভাগ ও প্রার্থনা করণ এই সকল কর্মে
মনঃসংযোগ করিয়া রহিল। এবং বিশ্বাসকারি
ব্যক্তির আশ্রয় ২ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া
প্রত্যেক জনের প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া দিল,

বিশেষতঃ দরিদ্র লোকদিগকে দিল, ইহাতে তাহারা অত্যন্ত সমাদর পাইল। এবং পরমেশ্বর দিনে ২ নিস্তারিত লোকদ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিলেন।

৪১। অননিয় ও সফীরার বিষয়।

অননিয় নামে এক জন ও তাহার স্ত্রী সফীরা আপনাদিগের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার কিছু টাকা গোপনে রাখিয়া অন্যায় সম্পূর্ণ মূল্য বলিয়া প্রেরিতদের চরণে সমর্পণ করিল। তাহাতে পিতর কহিল, হে অননিয়, ভূমির মূল্য কিছু গোপন করিয়া রাখিতে, এবং পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যা কথা কহিতে শয়তান কেন তোমার অন্তঃকরণে প্ররতি দিয়াছে? এ ভূমি যখন তোমার হস্তগত ছিল, তখন কি তোমার নিজের ছিল না? এবং বিক্রয় করিলে পর তাহার মূল্যে কি তোমার নিজ অধিকার ছিল না? তবে কেন অন্তঃকরণে কুপ্ররতি করিয়াছ? তুমি কেবল মানুষের কাছে মিথ্যা কথা কহিলে, তাহা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছেও কহিলে। এই কথা শুনিবামাত্র অননিয় ভূমিতে পাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে যুবলোকেরা তাহাকে বস্ত্র জড়াইয়া বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল।

অনন্তর কি ঘটিয়াছে, তাহা অবগত না হইয়া এক প্রহরের পর তাহার স্ত্রীও সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তাহাতে পিতর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

তোমরা এত টাকাতে ভূমি বিক্রয় করিয়াছ কিনা? তখন সে উত্তর করিল, হাঁ, এত টাকাতেই বটে। তাহাতে পিতর কহিল, তোমরা কেমন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মার পরীক্ষা করিতে একপরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকট উপস্থিত আছে। এই কথা শুনিবামাত্র সেও তাহার চরণের নিকটে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে ঐ যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃত্যু দেখিয়া বাহিরে লইয়া তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর দিল। এবং মণ্ডলীর তাবৎ লোক ও অন্য ২ যত লোক এই কথা শুনিল, সকলে অতি ভীত হইল।

৪২। স্ত্রিকানের মৃত্যুর বিষয়।

ঐ সময়ে যিহূদীশালমে শিষ্যগণের বাহুল্য হওয়াতে দৈবমিক দান বিতরণ করা ক্রেশের কর্ম হইল, তন্নিমিত্তে দ্বাদশ প্রেরিত যদি সেই কর্ম করে, তবে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করণে ব্যাঘাত জন্মে, ইহা ভাবিয়া মণ্ডলীর সম্মতি পূর্বক সাত জনকে মনোনীত করিয়া দীন দরিদ্র লোকদিগের প্রতিপালনের ভার দিল; তাহাদের মধ্যে স্ত্রিকান নামক এক জন বিশ্বাসে ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কর্ম করিত। তাহাতে যিহূদীয় কতক লোক এবং আ-

শিয়া দেশীয় কতক লোক উঠিয়া স্তিকানের সহিত ধর্মোপদেশ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু স্তিকান তাদৃশ জ্ঞানেতে ও গুণেতে কথা কহিল, যে তাহারা কোন আপত্তি করিতে না পারিয়া কএক জনকে লোভ দেখাইয়া মিথ্যা কথা কহাইল। তাহারা কহিল, আমরা স্তিকানের মুখে যূসার ও ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলাম। অপর তাহারা লোকদিগকে ও অধ্যাপকদিগকে প্ররুতি দিয়া স্তিকানকে ধরিয়া বিচারসভার মধ্যে আনিল। পরে কএক জন মিথ্যা সাক্ষিকে আনিলে তাহারা কহিল, সেই ব্যক্তি এই পুণ্যস্থানের ও আমাদের ধর্মরীতির নিন্দা করিতে ক্ষান্ত হয় না। ফলতঃ নামরতীয় যীশু এই স্থান উচ্ছিন্ন করিবেন; এবং যূসার সমর্পিত ধর্মরীতি অন্যথা করিবেন, তাহাকে এমন কথা কহিতে শুনিলাম। তখন মন্ত্রিগণ এবং সভাস্থ সকলে তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্বর্গদূতের মুখসদৃশ তাহার মুখ দেখিল।

পরে মহাযাজক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কথা কি সত্য বটে? তাহাতে স্তিকান উত্তর করিয়া ইজ্রায়েল লোকদের আশ্চর্য ইতিহাসের বিষয় কহিতে লাগিল; এবং তাহাদের অবিরত আজ্ঞা-লঙ্ঘন দেখাইয়া শেষে এই কথা কহিল, হে অনা-জ্ঞাবহ এবং অন্তঃকরণে ও শ্রবণে অপবিত্র লোক সকল, তোমরা অনবরত পবিত্র আত্মার প্রতিকূলা-

চরণ করিতেছে ; তোমাদিগের পূর্বপুরুষেরা যেকাপ, তোমরা তদ্রূপ ; তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাড়না না করিয়াছে ? তোমরা এক্ষণে বিশ্বাসঘাতক হইয়া সেই ধার্মিক ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে বধ করিলা ; আর তাঁহার অবতার বিষয়ক কথা যাহারা পূর্বে कहিয়াছিল, তাহাদিগকে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা সংহার করিয়াছে ? তোমরা স্বর্গদূতগণের দ্বারা ব্যবস্থা পাইলেও পালন কর নাই। এই কথা শুনিয়া তাহারা মনে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া উঠিল। কিন্তু স্ত্রিফান পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান যীশুর দর্শন পাইয়া कहিল, দেখ, আমি স্বর্গদ্বার মুক্ত ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে মনুষ্যপুত্রকে দণ্ডায়মান দেখিতেছি। তখন তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া উদ্‌ঘোষেরে চীৎকার করিয়া সকলে একেবারে তাহার উপর চাপিয়া পড়িল। অবশেষে তাহাকে নগরের বাহির করিয়া প্রস্তরাঘাত করিল, এবং সাক্ষি লোকেরা শৌল নামে এক যুবকের চরণের নিকট আপনাদের বস্ত্র রাখিল। যখন তাহারা স্ত্রিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল, তখন সে প্রার্থনা করিয়া कहিল, হে প্রভো যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ করুন। পরে সে হাঁটু গাড়িয়া, হে প্রভো,

ইহাদিগকে এই পাপের দণ্ড দিও না, ইহা উচ্চৈঃ-
স্বরে বলিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল।

৪৩। কুশদেশীয় কুতনপুংসকের বিবরণ।

পূর্বোক্ত শোল নামে যে যুবলোক স্ত্রিকানের
হত্যা করণে সম্মত ছিল, সে যিহুদীয় ব্যবস্থাতে
অতিশয় আসক্ত, এই জন্য খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে
তাড়না করিতে লাগিল। বিশেষতঃ স্থানে ২ ভ্রমণ
করিয়া গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া
কারাগারে বদ্ধ করিতে লাগিল; তন্নিমিত্তে খ্রীষ্টী-
য়ান লোকেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া
সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল। এই মতে দীন
দরিদ্র লোকদের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত ফিলিপ নামে
এক জন শোমিরোণ দেশের প্রধান নগরে গিয়া
সেখানে সুসমাচার প্রচার করিলে তথাকার অনেক
লোক বিশ্বাস করিল। পরে সে ঐ স্থানে কিছু কাল
থাকিলে পর ঈশ্বরের দূত তাহাকে এই আজ্ঞা দিল,
তুমি দক্ষিণ অঞ্চলে প্রস্থান করিয়া যে পথ যিক্শ-
শালমহইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া গামা নগরেতে
যায়, সেই পথে গমন কর। তৎকালে কুশ লোক-
দের কান্দাকী রাণীর সমস্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষ এক
জন নপুংসক ভজনা করণার্থে যিক্শালম নগরে
গিয়াছিল, সেই ব্যক্তি তথাহইতে প্রত্যাগমন কালে
রথে বসিয়া যিশায়িয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ

পাঠ করিতে ২ এ পথ দিয়া স্বদেশের দিগে ফিরিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে ফিলিপ তথায় উপস্থিত হইলে আত্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি এ রথের নিকট গিয়া তাহার সঙ্গে মিল। তাহাতে সে শীঘ্র গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এ ব্যক্তিকর্তৃক পাঠ্যমান যিশায়ির ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাহা পাঠ করিতেছ, তাহা কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে আমি কি রূপে বুঝিতে পারিব? তখন সে ফিলিপকে আপন রথে উঠিয়া বসিতে বলিল। সে যে কথা পাঠ করিতেছিল, তাহা এই, “তিনি হত হওনের জন্যে মেঘের ন্যায় আনীত হইবেন। আর যেমন লোমছেদকের কাছে মেঘশাবক নীরব হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও নীরব থাকিবেন। এবং দীনতাপ্রযুক্ত তাঁহার বিচার বহিয়া যাইবে; ও তাঁহার বংশাবলির বৃত্তান্ত কে বলিতে পারিবে? যেহেতুক পৃথিবীহইতে তাঁহার প্রাণ হত হইবে।” পরে সে ফিলিপকে কহিল, নিবেদন করি, ভবিষ্যদ্বক্তা এই যে কথা কহিল, এ কি আপনার বিষয়ে, কি অন্য কাহার বিষয়ে? তখন ফিলিপ তাহার কাছে যীশুর তাবৎ উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে পথে যাইতে ২ এক জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে নপুংসক কহিল, দেখ, এ স্থানে জল আছে, আমার

বাণ্ডাইজিত হওনের বাধা কি? তাহাতে ফিলিপ উত্তর করিল, অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস কর, তবে বাধা নাই। তাহাতে সে কহিল, যোগু হ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা বিশ্বাস করিতেছি। তখন সে রথ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা দিল, পরে ফিলিপ এবং নপুংসক উভয়ে জলেতে নামিলে ফিলিপ তাহাকে বাণ্ডাইজ করিল। পরে জলের মধ্য হইতে উঠিলে পরমেশ্বরের আজ্ঞা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; তাহাতে নপুংসক তাহাকে আর দেখিতে পাইল না, তথাপি হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন পাথে চলিয়া গেল।

৪৪। শৌলোর মনঃপরিবর্তনের বিষয়।

এই সময় পর্যন্ত শৌল খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে প্রচণ্ডরূপে তাড়না করিত। এবং মন্ডাযাজকের নিকট গিয়া দম্বেষক নগরস্থ যিহুদীয় অধ্যক্ষদের প্রতি এমন পত্র দিতে প্রার্থনা করিল, যাহাতে কোন খ্রীষ্টীয়ান লোকের দেখা পাইলে তাহাকে বদ্ধ করিয়া যিকশালমে আনা হইতে পারে। পরে সে ঐ পত্র লইয়া যাইতে ২ যখন দম্বেষক নগরের নিকট উপস্থিত হইল, তখন অকস্মাৎ আকাশ হইতে অনুপম তেজ তাহার চতুর্দিকে আলোকরূপে সে ভূমিতে পড়িল। পরে সে এই বাণী

শুনিল, হে শৌল ২, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ? তখন সে কহিল, হে প্রভো, আপনি কে? প্রভু কহিলেন, যে যীশুকে তুমি তাড়না করিতেছ, সেই আমি; কণ্টকে পদাঘাত করা তোমার দুঃসাধ্য কর্ম। তখন সে কম্পাবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে কি করিতে হইবে? আপনকার ইচ্ছা কি? প্রভু উত্তর করিলেন, উঠিয়া নগরে যাও, তাহাতে তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। পরে শৌল ভূমিহইতে উঠিয়া চক্ষু মেলিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহাতে তাহার সঙ্গি লোকেরা তাহার হাত ধরিয়া লইয়া দম্বেষক নগরে উপস্থিত করিল; তথায় সে তিন দিন পর্য্যন্ত অন্ধ হইয়া ভোজন পান কিছুই করিল না। তদনন্তর প্রভু ঐ নগরবাসি অননিয় নামক এক নিষ্যকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি উঠিয়া সোজা পথে গিয়া যিহূদার বাটিতে তাম্ নগরীয় শৌল নামক এক ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর; কারণ সে প্রার্থনা করিতেছে, এবং অননিয় নামে এক জন যেন তাহার কাছে আসিয়া তাহার গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া চক্ষু প্রদান করিল, স্বপ্নে এই প্রকার দর্শন পাইয়াছে। তখন অননিয় উত্তর করিল, হে প্রভো, আমি অনেকর প্রমুখাৎ শুনিতাম, সে মনুষ্য যিহূদাগমে তোমার পরিজন খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি কত হিংসা করি-

যাচ্ছে; এবং এখানে যে সকল লোক তাঁহার নাম করিয়া প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বন্ধন করিবার নিমিত্তে সে প্রধান যাজকদের হইতে ক্ষমতা পাই-
 যাচ্ছে। কিন্তু প্রভু কহিলেন, চলিয়া যাও, অন্য-
 দেশীয় লোকদের ও ভূপতিগণের ও ইজ্রায়েল
 বংশীয়দিগের নিকটে আমার নাম প্রচার করিতে
 সেই জন আমার মনোনীত পাত্র; আর আমার
 নামের নিমিত্তে কত ক্লেশভোগ করিতে হইবে,
 ইহা তাহাকে দেখাইয়া দিব। তাহাতে অনন্য
 চলিয়া গিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গাত্রে
 হস্তার্পণ করিয়া কহিল, হে ভাই শৌল, তুমি যেন
 দৃষ্টি পাপ ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও এই
 জন্যে প্রভু আমাকে পাঠাইলেন। এই কথা বলি-
 বামাত্র তাহার চক্ষুহইতে আইবের ন্যায় নির্গত
 হইলে তৎক্ষণাৎ সে প্রসন্নচক্ষু হইয়া উঠিয়া বাগ্ধা-
 ইজিত হইল, এবং ভোজন পান করিয়া সবল
 হইল। আর যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তাহা তদবধি
 দম্বেষক ও যিকশালম নগরে নির্ভয়ে প্রচার
 করিতে লাগিল।

৪৫। কর্নেলিয় সেনাপতির বিষয়।

অপর কৈসারিয়া নগরে ইতালীয় নামক সৈন্য-
 দলভুক্ত কর্নেলিয় নামে এক জন সেনাপতি ছিল।
 সে সপরিবারে ভক্ত এবং ঈশ্বরপারায়ণ ছিল;

আর লোকদিগকে দানাদি করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। এক দিন তৃতীয় প্রহর বেলার সময়ে সে এই রূপ দর্শন পাইল; এক জন ঈশ্বরীয় দূত প্রকাশরূপে তাহার নিকট আসিয়া কহিল, হে কর্ণেলিয়, তোমার প্রার্থনা ও দানাদি ঈশ্বরের গোচরে সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে। এখন তুমি যাকো নগরে লোকদিগকে পাঠাইয়া শিমোন নামে এক জন চামারের সমুদ্র-তীরস্থ বাটীতে প্রবাসকারি পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে আনাও, তাহাতে তোমার যাহা কর্তব্য, তাহা সে বলিবে। সেই দূত প্রস্থান করিলে পর কর্ণেলিয় তাহার কথানুসারে আপনার তিন জন দাসকে যাকো নগরে পাঠাইয়া দিল। পর দিবসে দুই প্রহর বেলার সময়ে তাহারা নগরের নিকটে উপস্থিত হইল; এমন সময়ে পিতর প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে ছাতের উপর আরোহণ করিয়াছিল, এবং অতি ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে চাহিল; কিন্তু তাহাদের আহার প্রস্তুত করিবার সময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং দেখিল যুক্ত আকাশদ্বার দিয়া চারি কোণে বুলান এক খান বড় চাদরের মত কোন পাত্র স্বর্গ-হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, তন্মধ্যে নানা প্রকার গ্রাম্য ও বন্য পশু আছে। আর সে একটা রবও শুনিতে পাইল, হে পিতর, উঠিয়া বধ করিয়া

ভোজন কর। তখন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, এ রূপ যেন করিতে না হয়; যেহেতুক আমি অদ্য পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ কিম্বা অশুচি কোন দ্রব্য কখন ভোজন করি নাই। তাহাতে আর বার এই রূপ রব হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তাহা তুমি নিষিদ্ধ জ্ঞান করিও না। এই প্রকার তিন বার হইলে পর ঐ পাত্র পুনরায় আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল। পরে পিতর ঐ দর্শনের ভাব কি, ইহা মনে ভাব্যভাবনা করিতেছিল, এমন সময়ে কর্ণেলিয়ের প্রেরিত ঐ মনুষ্যেরা বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া পিতর কোথায় থাকে, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। তখন আত্মা তাহাকে কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার তত্ত্ব করিতেছে; তুমি নামিয়া নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত গমন কর; কেননা আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে পিতর নামিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই ব্যক্তি আমি; তোমরা কি নিমিত্তে আইলা? তাহাতে তাহারা কর্ণেলিয়ের প্রেরিত সম্বাদ কহিলে পিতর তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল, এবং পর দিবসে যাকোনিবাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জনকে সম্বাদ করিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে কৈসারিয়া নগরে উপস্থিত হইল। কর্ণেলিয় জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদিগকে

আম্মানপূর্বক একত্র করিয়া পিতরের অপেক্ষাতে ছিল। পরে পিতর গৃহে উপস্থিত হইলে কর্ণিলিয় তাহার সহিত মাঙ্গাৎ করিয়া চরণে পাড়িয়া প্রণাম করিল। কিন্তু পিতর তাহাকে উঠাইয়া কহিল, দাঁড়াও, আমিও মনুষ্য। পরে দ্বারে প্রবেশ করিয়া বহুলোকের সমারোহ দেখিয়া পিতর তাহাদিগকে কহিল, অন্যজাতীয় লোকের সহিত ব্যবহার করা কিম্বা তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করা যিহুদীয়দের প্রতি নিষেধ আছে, ইহা তোমরা জান; কিন্তু কোন মনুষ্যকে অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি জ্ঞান করা যে আমার অনুচিত, ইহা পরমেশ্বর আমাকে দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি নিমিত্তে আমাকে আনাইয়াছ? তখন কর্ণিলিয় দূতের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল। পরে পিতর কহিল, ঈশ্বর মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা না করিয়া যে কোন দেশীয় লোক হউক, যে জন তাঁহাকে ভয় করিয়া সংকর্ম করে, তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, ইহার নিশ্চয় উপলব্ধি পাইলাম। অনন্তর সে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিয়া যখন কথা মাঙ্গ করিল, তখন শ্রোতাদের উপরে পবিত্র আত্মা নামিলেন। তাহাতে পিতরের সঙ্গে আগত ত্রুচ্ছেদি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অন্য দেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মারূপ দান বিতরণ হইতেছে, এবং তাহারা পরদেশীয় ভাষাতে কথা কহিয়া

ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতেছে, এই সকল দেখিয়া শূনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন পিতর কহিল, আমরা-
দিগের ন্যায় যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে,
তাহাদের বাপ্তিষ্ম জল কি কেহ নিষেধ করিতে
পারে? তাহাতে প্রভুর নামে বাপ্তাইজিত হইতে
তাহাদিগকে আত্মা দিলে পরে তাহারা আপনা-
দের সহিত কিছু কাল থাকিতে তাহাকে সাধ্য-
সাধনা করিল, অতএব পিতর কিছু দিন তথায়
বাস করিল। এই রূপে ভিন্নদেশীয় লোকের মধ্যে
কোন ২ মান্য লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টী-
য়ান মণ্ডলীর বৃদ্ধি হইল।

৪৬। পিতরের কারাগারহইতে মুক্ত হওন।

তৎকালে হেরোদ রাজা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে অতি-
শয় তাড়না করিয়া যোহনের ভাই যাকুবকে খড়্গা-
ঘাতে বধ করিল। তাহাতে যিহুদীয়েরা সন্তুষ্ট
হইল, ইহা দেখিয়া পিতরকেও ধরাইয়া কারাগারে
বদ্ধ রাখিল; কিন্তু তৎসময়ে নিস্তারপার্থ উপস্থিত
হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে একেবারে বধ না করিয়া
পরের পরে বধ করিতে মনস্ত করিল। তখন পিতর
চারি জন দ্বারি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ
থাকাতে তাহার নিমিত্তে মণ্ডলীর লোকেরা ঈশ্ব-
রের নিকটে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিল। পরে তা-
হার বধ করণের দিনের পূর্বরাত্রিতে পিতর দুই

জন প্রহরির মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া নিদ্রিত ছিল, এবং দৌবারিকগণ কারাগারের বাহিরে থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে কারাগার দীপ্তিময় হইল, এবং ঈশ্বরের দূত উপস্থিত হইয়া পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করণ পূর্বক তাহাকে চেতনা দিয়া কহিল, শীঘ্র উঠ ; তাহাতে তাহার হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। পরে সে দূত তাহাকে বলিল, কটিবন্ধন করিয়া পায়ে পাদুকা দেও, আর গাত্রায় বস্ত্র গায়েতে দিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে পিতর তাহার পশ্চাৎ ২ প্রহরি লোকদিগের মধ্য দিয়া গমন করিয়া লৌহনির্মিত দ্বারে উপস্থিত হইলে কপাট আপনি খুলিয়া গেল। কিন্তু সেই ঘটনা যে সত্য, পিতর ইহা বুঝিতে না পারিয়া স্বপ্ন জ্ঞান করিল। পরে তাহার বাহির হইয়া এক পথ ধরিয়া গমন পূর্বক সে পথ ছাড়িলে পরে অকস্মাৎ ঐ দূত পিতরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে সে চেতনা পাইয়া কহিল, পরমেশ্বর নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন, ইহা আমি এখন নিশ্চয় জানিলাম। পরে সে যোহনের অর্থাৎ মার্কের মাতা মরিয়মের বাটীতে চলিয়া গেল ; সেই স্থানে অনেকে প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে একত্র ছিল। অনন্তর পিতর বহির্দ্বারে আঘাত করিলে রোদা নামী এক দাসী দেখিতে গেল। সে পিতরের স্বর জানিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া দ্বার না খুলিয়া

পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, এই সম্বাদ দিতে ভিতরে দৌড়িয়া গেল; কিন্তু তাহার বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। অপর পিতর পুনশ্চ দ্বারে আঘাত করিলে তাহার দ্বার খুলিয়া পিতরকে দেখিয়া অতি মন্তুষ্ট হইল। তখন পিতর হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া পরমেশ্বর যে প্রকারে তাহাকে কারাগারহইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহার রঙান্ত তাহাদিগকে কহিতে লাগিল; অবশেষে যাকুবকে এবং অন্য ভ্রাতৃগণকে সমাচার দিতে কহিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। পরদিনে কারারক্ষকেরা পিতরকে কারাগারে না পাইয়া তাহার কি হইল, ইহা বলিতে না পারাতে হেরোদের আত্যন্তিক ক্রোধ হইল, তৎপ্রযুক্ত সে ঐ রক্ষকদিগের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল।

৪৭। পোলের লুডা নগরে যাওনের বিষয়।

যাহার নাম অগ্রে শোল ছিল, সেই পোল সুসমাচার প্রচার করণার্থে দূরদেশে ভ্রমণ কালে লুডা নগরে উপস্থিত হইলে তেঁতাদের মধ্যে জনাবধি খণ্ড, কখন গমন করে নাই, এমন এক মনুষ্য তাহার উপদেশ শ্রবণে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিল। পোল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মুখ হওনের বিশ্বাস বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, চরণে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে

লক্ষ্য দিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন লোকেরা পৌলের সেই কার্য দেখিয়া স্বদেশীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের নিকটে না মিয়া আইলেন। এবং নগরের সম্মুখে স্থাপিত যুপিতির নামে বিগ্রহের যাজক বলদ ও পুষ্পের মালা নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া লোকদিগের সহিত পৌলের ও তাহার সঙ্গি বার্ণব্বার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বার্ণব্বা ও পোল ইহার সম্বাদ শুনিয়া আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া লোকদের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, এমন কর্ম কেন কর? আমরাও তোমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য; তোমাদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে আসিয়াছি; তোমরা এ সকল রথা কম্পনা ত্যাগ করিয়া, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ যত বস্তু আছে সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, সেই সত্য ঈশ্বরের প্রতি যেন তোমাদের মতি ফিরে, এই অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। এতদ্রূপ কথা কহিলেও তাহাদিগের নিকটে বলিদান করণে লোকদিগকে প্রায় ক্ষান্ত করিতে পারিল না। কিছু দিন পরে আন্তিয়খ ও ইকোনিয় নগরহইতে কএক যিহুদীয় লোক আসিয়া লুজ্জানিবাসিদিগকে প্ররোচনা করিলে তাহারা পোলকে এমন প্রস্তরাঘাত করিল,

যে সে মরিয়াছে, এমনত বোধ হওয়াতে তাহার তাহাকে নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু শিষ্যেরা তাহার চতুর্দিকে দাঁড়াইলে সে আপনি উঠিয়া পুনর্বার নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরদিনে সে বার্ণবাস সহিত দর্শী নগরে গমন করিয়া সেখানে সুসমাচার প্রচার করিল। সেই প্রচারদ্বারা তামথিয় নামে এক যুবলোক মগলীতে প্রবেশ করিতে প্ররত্ত হইল। সেই ব্যক্তির মাতা ও মাতামহী ধার্মিক লোক প্রযুক্ত বাল্যকালাবধি তাহাকে



ধর্মপুস্তকের কথা শিক্ষা দিয়াছিল। পরে সে পৌলের সহকারী ও সঙ্গী হইল; এবং তাহার মরণান্তর কতক কাল পর্যন্ত ইফিস নগরস্থ মগলীর অধ্যক্ষ হইয়া রহিল, আর শেষে খ্রীষ্টধর্মের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিল।

৪৮। লুদিয়ার ও কারাবন্ধকের বিষয়।

পরে পৌল ইস্তম্বলের আজ্ঞানুসারে আশিয়া দেশে সুসমাচার প্রচার করিতে গমন করিল, এবং ত্রোয়া

নগরে উপস্থিত হইয়া অল্প দেখিল, যেন এক জন মাকিদনীয় লোক দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিতেছে, মাকিদনীয় দেশে আসিয়া আমাদিগের উপকার কর। তাহাতে প্রভু যে তাহাকে দর্শন দিলেন, পৌল তাহা বুঝিয়া মাকিদনীয় দেশে যাত্রা করিয়া তথাকার ফিলিপী নগরে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্রামবারে নগরহইতে বাহিরে নদীর তীরে যিহুদীয়দের প্রার্থনার স্থানে গিয়া তথায় যে সকল স্ত্রীলোক আসিত, তাহাদিগের নিকটে কথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে থুয়াতীরা নগরহইতে আগতা ধূমরাস্বর বিক্রয়কারিণী লুদিয়া নাম্নী এক ঈশ্বরসেবিকা স্ত্রী ছিল; এবং পৌলের উক্ত বাক্যে মনোযোগ করিতে প্রভু তাহাকে প্ররতি দিলেন। অতএব সে স্ত্রী সপরিবারে বাণ্টাইজিত হইয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিল, তোমরা যাবৎ এই নগরে থাক, তাবৎ আমার বাটীতে বাস কর। অপর পৌল প্রচার করিতে ২ এক দিবস এক দাসীহইতে দৈবজ্ঞ ভূত ছাড়াইয়া দিল; সেই দাসীর প্রভুরা আপনাদের লাভের প্রত্যাশা বিফল দেখিয়া পৌলকে এবং সীলকে শাসনকর্তাদের নিকটে আনিয়া কহিল, এই মনুষ্যেরা অবিহিত নূতন ২ রীতি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে। তখন শাসনকর্তারা শিষ্যদিগকে বেত্রাঘাত করিতে এবং করাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিল। অপর রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে পৌল ও সীল যখন

ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রশংসা গান করিতেছিল, তখন অকস্মাৎ এমন ভূমিকম্প হইল, যে ভিত্তির সহিত কারাগার টলটল করিতে লাগিল, এবং সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, ও সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল । অতএব কারাবন্ধক জায়া হইয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত দেখিয়া বন্দিরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া কোষহইতে খড়্গ বাহির করণপূর্বক আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইল । কিন্তু পোল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আমরা সকলে এখানে আছি, তুমি আপন প্রাণের কিছু হিংসা করিও না । তখন সে প্রদীপ আনিতে বলিয়া কম্পাবান হইয়া লম্ব দিয়া ভিতরে আসিয়া পোলের ও মীলের চরণে পড়িল । পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিভ্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে ? তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতেই তুমি সপরিবারে ভ্রাণ পাইবা । পরে সেই রাত্রির তদপ্তেই সে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধোত করিল ; এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকলে তৎক্ষণাৎ বাপ্তাইজিত হইল । আর তাহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্য সামগ্রী রাখিল ; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে বিশ্বাস করাতে আনন্দিত হইল । পর-

দিনে শাসনকর্তারা এই সমস্ত সম্বাদ শুনিয়া পৌল ও সীলের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া নগরহইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল।

৪৯। পৌলের আখীনী নগরে যাওনের বিষয়।

পরে পৌল ফিলিপীহইতে প্রস্থান করিয়া আফি-পলি ও আপল্লোনিয়া ও বিরয়া নগর দিয়া আখীনী নগরে উপস্থিত হইলে সীলের ও তীমথির অপেক্ষায় থাকিতে ২ ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া উত্তপ্তচিত্ত হইতে লাগিল। এবং প্রতিদিন বাজারে ও যিহুদীয়দের ভজনালয়ে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল। তখন কএক জন জ্ঞানী তাহার সহিত বিবাদ করিল, এবং তাহাকে বিচারস্থানে আনিয়া কহিল, এই যে নূতন মত তুমি প্রচার করিতেছ, ইহা কি প্রকার? তাহা আমাদিগকে শুনাও। অতএব পৌল এই কথা



বলিল, হে আখীনীয় লোকেরা, তোমরা সর্বতো-
 ভাবে দেবপূজাতে আসক্ত, ইহা আমি চান্দ্রুষ দেখি-
 তেছি; বিশেষতঃ তোমাদিগের পূজ্য বিষয় দে-
 খিতে ২ পর্যটনের সময়ে “অজ্ঞাত দেবতার
 উদ্দেশে” এই লিপিবদ্ধ এক যজ্ঞবেদি দেখিলাম;
 অতএব তোমরা না জানিয়া যাঁহাকে পূজা করি-
 তেছ, তাঁহার তত্ত্ব তোমাদিগের নিকট প্রচার
 করি; জগৎ এবং জগতীশ্ব সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা
 যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি, এই
 কারণ হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন না। আর তিনি
 সকলকে জীবন ও প্রাণ ও তাবৎ সামগ্রী দান
 করেন; তিনি যে আমাদের কাহারোহুইতে দূরে
 আছেন, এমন নহে; যেহেতুক তাঁহাদ্বারা আমরা
 নিশ্বাস প্রশ্বাস ও গমনাগমন ও প্রাণধারণ করি-
 তেছি। তিনি পূর্বকালের অজ্ঞানতার প্রতি উপেক্ষা
 করিয়া এখন সর্বত্র সকলকে মনঃপরিভূত করিতে
 আজ্ঞা দিতেছেন। কেননা যে দিনে তিনি আপনার
 নিযুক্ত এক পুরুষদ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের
 বিচার করিবেন, এমন এক দিন নিরূপণ করিয়া-
 ছেন; আর তাঁহাকে মৃতদের মধ্যহুইতে উত্থাপন
 করাতে তদ্বিষয়ে সকলের নিকটে প্রমাণ দিয়াছেন।
 তখন মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া কেহ ২
 উপহাস করিতে লাগিল; আর কেহ ২ বলিল, এ
 বিষয়ের প্রসঙ্গ আমরা তোমার কাছে পুনর্বার

শুনিব। কিন্তু আরোয়পাগীয় দিয়োনুয়িস এবং দামারী নামে এক স্ত্রী ইহারা বিখ্যাস করিল।

৫০। পোলের কৈসারিয়া নগরে বন্দী হওন।

কিছু কাল পরে পোল যিহুদীশালমে গমন করিলে যিহুদীয়েরা তাহাকে ধরিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ক্লোদিয় লুয়িস নামক রোমীয় সেনাপতি তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে লইয়া কৈসারিয়া নগরে ফীলিক্স নামে দেশাধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করিল। সেই ফীলিক্স যিহুদীয়েদের শত্রু অপবাদ মান্য না করিয়া পোলের প্রতি অনুগ্রাহক হইয়া অন্যান্য বন্দি লোক অপেক্ষা তাহার প্রতি অধিক দয়া করিল, এবং সাক্ষ্যের নিমিত্তে তাহার আত্মীয় কোন বন্ধুকে নিকটে আসিতে বারণ না করিতে আজ্ঞা দিল; কিন্তু সেই সৌজন্যের প্রকৃত কারণ এই যে পোলকে মুক্ত করণের মূল্যরূপে সে তাহাহইতে কিম্বা তাহার বন্ধুগণহইতে ভারি পারিতোষিক পাইবার অপেক্ষাতে ছিল। সে যাহা হউক, সে বার ২ পোলকে ডাকাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিত। সে এক দিবস হেরোদ রাজার কন্যা ফ্রিষিল্লা নামী আপনার যিহুদীয়া স্ত্রীর সহিত তাহার প্রামুখ্যে খ্রীষ্টধর্মের রত্তান্ত শুনিতেছিল। তখন পোল ন্যায়ের ও পরিমিত ভোগের ও শেষ বিচারের বিষয়ে কথা কহিলে, ফীলিক্স আপ-

নাঁকে দোষী জানিয়া কম্পাবান হইতে লাগিল, এবং কহিল, এবার যাও, আমার অবকাশ হইলে আর বার তোমাকে ডাকাইব। দেখ, যাহারা পাপের সেবক, তাহারা কোন ক্রমে প্রকৃত ধর্মোপদেশ প্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না।

দুই বৎসরের পরে ফীষ্টস ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইল। তখন ফীলিক্স যিহুদীয়দিগকে সম্ভ্রষ্ট করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল। ফীষ্টসও যিহুদীয়দিগকে সম্ভ্রষ্ট করিবার নিমিত্তে পৌলকে ছাড়িয়া দিতে বিলম্ব করিয়া, সে যেন আপনার সঙ্গে যিক্‌শালমে গিয়া তথায় যিহুদীয় যাজকদের ও অধ্যক্ষদের সম্মুখে বিচারিত হয়, এমনত বাঞ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু পাছে ফীষ্টস যিহুদীয়দের হস্তে আমাকে সমর্পণ করে, এই ভয়ে পৌল তাহার সেই পরামর্শে অসম্মত হইয়া রোম নগরে কৈসরের কাছে বিচারিত হইতে প্রার্থনা করিল। তখন ফীষ্টস কহিল, তুমি কৈসরের কাছে বিচারিত হইতে নিবেদন করিলা, কৈসরের নিকটে যাইবা। অনন্তর কতক দিনের পর যিহুদীয় রাজা আগ্রিপা ফীষ্টসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পৌল আর এক বার খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রকাশরূপে সাক্ষ্য দিবার সুযোগ পাইল; তাহাতে সে আপন মন ফিরাওনের বিবরণ কহিয়া শেষে এমনত বলিল, খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়া সকলের অগ্রে মৃতদের

ইহাতে উত্থান করিয়া স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় তা-
বৎ লোকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিলেন;
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও যুস। এই যে সকল ভারি বিষয়ে
প্রমাণ দিয়া গিয়াছে, আমিও ঈশ্বরের স্থানে অনু-
গ্রহ পাইয়া সেই সকল বিষয়ে ছোট বড় তাবৎ
লোকের নিকটে অদ্যাবধি সাক্ষ্য দিয়া আসি-
তেছি। তখন তাহার এমন কথা শুনিয়া ফীষ্টম
উদ্বেগে কহিল, হে পোল, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ,
বহু বিদ্যার অভ্যাস তোমাকে হতজ্ঞান করিল।
তাহাতে সে কহিল, হে মহামহিম ফীষ্টম, আমি
উন্মত্ত নহি; কিন্তু সত্যতার ও সুবোধের বাক্য
প্রস্তাব করিতেছি; রাজাও ইহা জ্ঞাত আছেন;
এই জন্য উহঁার সাক্ষাতে নির্ভয় হইয়া কথা কহি-
তেছি। হে রাজন্ আগ্রিপা, আপনি কি ভবিষ্য-
দ্বক্তৃগণের কথাতে প্রত্যয় করেন? আপনি প্রত্যয়
করেন, তাহা আমি জানি। তখন আগ্রিপা পো-
লকে কহিল, তুমি প্রবৃত্তি দিয়া প্রায় আমাকে
খ্রীষ্টীয়ান করিতেছ। তাহাতে সে কহিল, আপনি
এবং অন্য ২ যাহারা অদ্য আমার এই কথা শুনি-
তেছে, তাহারা সকলেই যেন কেবল প্রায় খ্রীষ্টীয়ান
এমন নয়, কিন্তু এই শৃঙ্খল বন্ধন ব্যতিরেকে যেন
সর্বতোভাবে আমার সদৃশ হয়, ঈশ্বরের কাছে এই
প্রার্থনা করিতেছি।

৫১। পোলর রোগ নগরে গমনের বিষয়।

অগ্গ কাালের পরে ফীষ্টস পোলকে এক রোমীয় সনাপতির নিকটে সমর্পণ করিলে সে কএক জন মজিদের সহিত জাহাজে আরোহণ করিয়া জল-পথ দিয়া রোম নগরে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে জাহাজ ক্রীতী নামক এক বৃহৎ উপদ্বীপে উপস্থিত হইলে পোল বিনতিপূর্বক সেই স্থানে ক্ষীতকাল বাপন করিবার পরামর্শ দিল; কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষ আর কিঞ্চিৎ অগ্রে অর্থাৎ ক্রীতীর কৈ-নীকী নামক স্থানে যাউতে ইচ্ছা করিল। তথায় গমন করণের সময়ে প্রতিকূল প্রচণ্ড বায়ু উঠিয়া জাহাজকে কূলহইতে দূরে লইয়া যাওয়াতে লোক সকল অত্যন্ত ভীত হইল। এব° জাহাজ টল্টল্ করাতে তাহা লঘু করিবার জন্যে তাহার কতক ২ বোঝাই সামগ্রী ও মজ্জা জলে ফেলাইয়া দিতে লাগিল। অপর বহু দিন পর্যন্ত সূর্য ও তারা ও নক্ষত্র সকল আচ্ছন্ন থাকাতে জাহাজের সকল লোক প্রাণের বিষয়ে অত্যন্ত সশঙ্কিত হইলে, রাত্রিযোগে ঈশ্বরের দূত পোলকে দর্শন দিয়া কহিল, হে পোল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে। আর ঈশ্বর তো-মার এই মজি লোক সকলকে তোমাকে দান করি-লেন। অপর প্রাতঃকালে তাহারা স্থল দেখিতে পাইল, কিন্তু সে কোন্ স্থান তাহা জানিতে পা-

রিল না ; তথাপি প্রাণরক্ষার্থে তীরের নিকটে জাহাজ ঢালাইল ; কিন্তু বাঞ্ছিত সমান ভূমি না পাওয়াতে সমুদ্রস্থানে চড়ার উপরে জাহাজের গল্লুই বদ্ধ হইল, তাহাতে পঞ্চাৎ ভাগে প্রবল ঢেউ লাগাতে জাহাজ বাড়ে ২ খসিয়া গেল । তখন যাহারা সাঁতার জানিত, তাহারা সাঁতার দিয়া কুলে উঠিল ; আর অবশিষ্ট লোকেরা তক্তা ও জাহাজের যে যাহা পাইল, তাহা অবলম্বন করিয়া উঠিল ; এই রূপে জাহাজের সকলে ভূমি পাইয়া প্রাণে বাঁচিল । পরে এ স্থান এক উপদ্বীপ, তাহার নাম মিলিতা, ইহা জানিল ; অদ্যাপি তাহাকে মাণ্টা বলা যায় । সেই স্থানের লোকেরা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পোলকে ও তাহার সঙ্গি লোকদিগকে অতিথি করিবার নিমিত্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল । তখন পোল এক বোঝা কাণ্ড সংগ্রহ করিয়া যে সময়ে অগ্নির মধ্যে ফেলিল, এমন কালে অগ্নির উত্তাপে এক কালসর্প বাহির হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইল । এ লোকেরা তাহার হস্তেতে সর্পকে বলিয়া থাকিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি অবশ্য নরহত্যাকারী হইবে ; কেননা যদিও সমুদ্রহইতে রক্ষা পাইল, তথাপি প্রতিকলদাতা ইহাকে বাঁচিতে দেন না । কিন্তু সে হস্ত বাড়িয়া এ সর্পকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার কোন ক্ষতি হইল না । তখন লোকেরা ইহা

দেখিয়া তদ্বিপরীত বোধ করিয়া কহিল, ইনি কোন দেবতা হইবেন। তদনন্তর ঐ স্থানে শীত-কাল যাপন করিতে হইলে পোল ঐ উপদ্বীপনি বাসি অনেক রোগি লোককে সুস্থ করিল। পরে তিন মাস গত হইলে তাহারা অন্য জাহাজ পাইয়া আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা সাজ্জ করিল, এবং অত্যন্ত কালের পরে নির্ভয়ে রোম নগরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে পোল অল্পদিন প্রহরি সৈন্যদের সহিত বাস করিবার অনুমতি পাইয়া রোম নগরস্থ যিহুদীয়দিগকে ডাকাইয়া প্রতিদিন মৃসার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিল, এবং কেহ ২ তাহার কথাতে প্রত্যয় করিল। এই প্রকারে পোল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত ভাড়াটিয়া বাসাতে থাকিয়া যে ২ লোক তাহার নিকটে আসিত, সমস্তকে গ্রহণ করিয়া নির্বিঘ্নে অতিশয় সাহস পূর্বক ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিত।

৫২। অনেক স্থানে শিষ্যগণদ্বারা প্রসমাচার

প্রচার করণের বিষয়।

রোম নগরে পোল যে কএক খান পত্র লিখিল, তন্মধ্যে মুক্ত হইবার আশা প্রকাশ করিল, এবং

বাস্তবিক যুক্ত হইল; কিন্তু খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিবরণদ্বারা আমরা জানি যে যুক্ত হওনের কিছু কাল পরে পোল দ্বিতীয় বার রোমে গেলে পর খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া খড়্গাঘাতে হত হইল। ঐ দ্বিতীয় বার কারাবদ্ধ হওনের কালে সে তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র লিখিল। তাহার পূর্বে, বিশেষতঃ প্রথম বার রোম নগরে অবস্থিতি করণ সময়ে সে আশিয়া ও গ্রীস প্রভৃতি নানা দেশীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে পত্র লিখিয়াছিল; উক্ত পত্র সকল ধর্মপুস্তকের অন্তর্ভাগে আছে। ধর্মপুস্তকের অন্তর্ভাগে যে চারি সুসমাচার পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে প্রথম তিন সুসমাচার পোলের জীবন কালে লিখিত হইল। মথি ইস্রায়েল বংশোদ্ভব খ্রীষ্টীয় লোকদিগের নিমিত্তে আপন সুসমাচার লিখিল; মার্ক রোমীয় লোকদের নিমিত্তে; এবং লুক থিয়ফিল নামে এক জন গ্রীসদেশীয় মান্য খ্রীষ্টীয়ানের নিমিত্তে লিখিল। যোহনের সুসমাচার ও প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য অনেক বৎসর পরে অর্থাৎ যিকশালমের বিনাশ বিষয়ক খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্য সম্পূর্ণ হইলে পরে লিখিত হইল। যীশুর মৃত্যুর ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পরে অন্য প্রেরিতেরা অর্থাৎ পিতর ও যাকুব ও যিহুদা কএকটি পত্র লিখিয়াছিল, তাহাও ধর্মপুস্তকে আছে। যোহন ব্যতিরেকে অন্য প্রেরিতদিগের

বিশেষ রূপান্তর আমরা জানি না ; কিন্তু তাহারা
 যীশুর আশ্রয়ানুসারে দেশবিদেশে সুসমাচার প্রচার
 করিয়াছিল, ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। পঁচিশ
 বৎসরের মধ্যে তখনকার সকল দেশে খ্রীষ্টের সুস-
 মাচার প্রচার করা গেল। এবং প্রেরিতেরা যেমন
 খ্রীষ্টের আশ্রয় পালন করিল, তেমনি তিনিও
 আপনার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, যথা,
 “জগতের শেষ পর্য্যন্ত সর্বদা আমি তোমাদের
 সঙ্গে ২ আছি।”
